পৃথ্বিরাজ

B/B
4830

পৃথ্বিরাজ।

(ঐতিহাসিক নাটক)

'শিবজী', 'সংসার', 'মুরলা' প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীমনোমোহন গোস্বামী বি, এ,

প্রণীত ও প্রকাশিত।

বালি।

প্রথম অভিনয় রজনী

[illegible]বার, ২৩শে বৈশাখ, ১৩১২ সাল।

[illegible] থিয়েটার।

All Rights Reserved.

Acc. No. 10314

Date- 29.3.96

item No. D/P.—

Don. By

কলিকাতা।

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন.

"কালিকা-যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

Acc. No. 10314
Date 29.3.96
Item No. B/B-4830
Don. By

পরম পূজনীয়

অগ্রজ

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গোস্বামী

মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলোপান্তে

এই

অকিঞ্চিৎকর গ্রন্থ

পরম ভক্তিভরে

উৎসর্গীকৃত

হইল।



পৃথ্বিরাজ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজবর্ত্ম।

দুইজন নাগরিক।

১ম-না। ঠাকুর-দা! ও ঠাকুর-দা! এত ব্যস্ত হ'য়ে যাচ্ছো কোথা?

২য়-না। যেথা যাই না, তোর বাবার কি?

১ম-না। আহা, রাগ কর কেন? নগরে এত মহোৎসব কেন, তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

২য়-না। জিজ্ঞাসা করবার কি আর লোক পেলি না? কোথায় একটা শুভকার্য্যে যাচ্ছি,—না অমনি পেছু ডাকা?

ম-না। তা আমি জানতুম না, ঠাকুর দা। সিংহলে বাণিজ্য ক'রতে গিছলুম, এই মাত্র নগরে ঢুকছি; এখনও বাড়ী যাইনি——

য়-না। তুমি যমালয়ে যাও।

[প্রস্থান।

ম-না। একি! নগরের লোকগুলো কি ক্ষেপলো নাকি? এই ক'মাসমাত্র আমি ছিলুম না—

(অন্য একজন নাগরিকের প্রবেশ।)

কিহে ব্যাপারটা কি বল দেখি? তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, বোধ হয় গালাগালিটে আর দেবে না।

য়-না। তুমি কবে এলে?

ম-না। কবে কিহে? এইমাত্র নগরে প্রবেশ ক'রে, একদম ভেবাচেকা মেরে গেছি। দলে দলে সব লোক যাচ্ছে, কিন্তু কাকেও কিছু জিজ্ঞাসা ক'রলেই বিদ্রূপ বা গালাগালির চোটে অস্থির ক'রে দিচ্চে।

য়-না। লোকের অপরাধ নেই, আজ লোকে কোথায় যাচ্চে, একথা যাকে জিজ্ঞাসা ক'রবে, সেই তোমাকে পাগল ঠাওরাবে। মহারাজ যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে আজ কল্পতরু হ'য়েছেন, মুক্তহস্তে ধন বিতরণ করছেন।

ম-না। যুদ্ধ! কোথায়? কার সঙ্গে?

য়-না। অত উতলা হ'য়োনা, সব ব'লছি, স্থির হ'য়ে শোন। আমাদের সীমান্ত প্রদেশে নাগোরা ব'লে দেশ আছে জান ত?

১ম-না। তা আর জানি না? সীমা নির্দ্ধারণ নিয়ে পত্তনরাজের সঙ্গে ত মহারাজের কিছু মনোমালিন্য হ'য়েছিল শুনেছিলুম।

৩য়-না। হ্যাঁ, সে কথা সত্য। তুমি বাণিজ্যে যাবার কিছুদিন পরে, নাগোরা দেশে মাটীর ভেতর থেকে সত্তর লক্ষ মোহর পাওয়া যায়। সেই অর্থই সমরানল প্রজ্জ্বলিত করে।

১ম-না। পত্তনরাজ আমাদের মহারাজের সহিত যুদ্ধ ক'র্‌তে সাহসী হ'লো?

৩য়-না। কনোজেশ্বর জয়চাঁদ তার সহিত মিলিত হ'য়েছিল। জান ত, সে চিরকালই মহারাজের ঈর্ষা করে।

১ম-না। দিল্লী-সিংহাসনই তার মূল। তুয়ারবংশীয় মহারাজ অনঙ্গপাল অপুত্রক ছিলেন। শুদ্ধ তাঁর দুইটি কন্যা ছিল। জ্যেষ্ঠার গর্ভে রাঠোর জয়চাঁদ, আর কনিষ্ঠার গর্ভে চৌহান-কুলতিলক পৃথ্বিরাজের জন্ম হয়। বৃদ্ধ মহারাজ কনিষ্ঠ দৌহিত্রকে বড়ই স্নেহ ক'রতেন; তাই দিল্লী সিংহাসনে তাঁকেই অভিষিক্ত করেন। সেই অবধি কনোজপতি, দিল্লী ও আজমীরপতি পৃথ্বিরাজের বড়ই ঈর্ষা করেন।

৩য়-না। পত্তনরাজ আর জয়চাঁদকে মিলিত দেখে, মহারাজও তাঁর ভগ্নিপতি মিবারেশ্বর মহারাণা সমরসিংহের সাহায্য-প্রার্থী হ'লেন।

১ম-না। সমরসিংহ ও পৃথ্বিরাজ একত্রিত হ'লে সমস্ত জগৎ পরাভূত হয়, ক্ষুদ্র জয়চাঁদ ত সামান্য কথা।

৩য়-না। যুদ্ধজয়ের পর মহারাজা, ভূপ্রোথিত অর্থের অর্দ্ধেক, মহারাণা সমরসিংহকে প্রদান ক'রতে চাইলেন। কিন্তু মহারাণা সত্যই রাজর্ষি; বেশভূষা ও আকৃতি যেমন ঋষির,

য়, প্রকৃতিও কি সেইরূপ !—তিনি সেই অর্থের এক
র্দ্দিকও গ্রহণ ক'রলেন না।

। বল কি ? মহারাণা কি দেবতা ? পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণ-
ার লোভ কি মানুষে সম্বরণ ক'র্‌তে পারে ?

তা না হ'লে লোকে তাঁকে রাজর্ষি আখ্যা দেবে কেন ?
মাদের মহারাজা কিন্তু পঁয়ত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মিবারের
ন্যগণকে আর পঁয়ত্রিশ লক্ষ আমাদের সৈন্যগণকে ও
জ্যের দীন দুঃখীকে প্রদান ক'রলেন।

মহারাজের জয় হোক। রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বরের
তিনিধি স্বরূপ। যে নরপতির হৃদয় প্রজার দুঃখে কাতর
না, তিনি রাজা নামেরই যোগ্য ন'ন।

(২য় নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ।)

রে-দা যে ! কোথায় শুভাগমন হ'য়েছিল ?

(স্বগত) আরে ম'ল ! ছোঁড়া এখনও এখানে দাঁড়িয়ে
? আবার সঙ্গে আর একটা ষণ্ডা চেহারা জুটেছে দেখছি,
বে নাত ? (প্রকাশ্যে) আর দাদা, যাব আর কোথায় ?
পায়ে পায়ে একটু বাতের তেল আনতে গিয়েছিলুম।

ভেবে উত্তর দিলে যে ?

নাতি ! সকল কার্য্যই ভেবে করা ভাল, আর সকল
ার উত্তরও ভেবে দেওয়া ভাল।

তখন আমাকে অত গালাগালি দিলে যে ?

কে, আমি ? তোমাকে ? গালাগাল্লি ?

যেন গাছ থেকে পড়লে যে ? পেছন ডেকেছিলুম
া যে, আমাকে যমালয়ে পাঠিয়ে গেলে।

২য়-না। তাহ'লে চিন্‌তে পারিনি, দাদা! তোমাকে গালাগালি দেব? তুমি হ'লে নাতি।

১ম-না। ঠাকুরদাদা কি অতিথিশালার ওধারে গিয়েছিলে, তাই পেছু ডেকেছিলুম ব'লে রাগ ক'র্‌লে?

২য়-না। আমি? অতিথিশালা? কে বললে? আমি ওধন গ্রহণ ক'রবো?

৩য়-না। ও ধন ত গ্রহণ ক'রবে না, কিন্তু কাল সৈনিকের পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে, মহারাজের কাছ থেকে ত তোফা দুটী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ ক'রলে।

২য়-না। আম? এঁ্যা আমি? তুমি বোধ হয় ভুল দেখেছ।

৩য়-না। না ঠাকুরদা! এখনও ত চল্লিশ পার হয় নি যে ঝাপ্‌সা দেখবো? তুমি ভিড়ের মাঝে চিঁড়ে চেপ্টা হ'য়ে যাচ্ছিলে দেখে, আমিই লোক সরিয়ে দিলুম, তবে ত তুমি স্বর্ণমুদ্রা দুটী হস্তগত ক'রলে।

২য়-না। তা দাদা এতক্ষণ বলনি কেন, আশীর্ব্বাদ ক'রতুম।

৩য়-না। সে স্বর্ণমুদ্রা দুটী কত সুদে ধার দিয়েছ?

২য়-না। আঃ আমার পোড়া অদৃষ্ট! সে কি আমার যে ধার দেব? একজনের পা কাটা গেছে, সে আসতে পারে নি, তাই তার বরাতি গিয়েছিলুম দাদা। তা হ্যা নাতি! এত কষ্টের ধন, সব বিতরণ ক'রে উড়িয়ে দিচ্চে কেন?

৩য়-না। আর কেন? মহারাজের তোমার মত সুক্ষ্ম বুদ্ধি নয় বলে!

১ম-না। কাল ত সৈন্য সেজে একজনের বরাতি গিয়েছিলে, আজ দুঃখী সেজে কার বরাতি গিয়েছিলে? বুড়োবয়সে

ঃ উনছো রত্তিগুলো ছেড়ে দাও না। তোমার ট্যাক

বেঁকে?

। রামচন্দ্র! কি বল নাতি? বললুম, আমি বাতের তেল

নিতে গিছলুম।

। তাত গিছলে, কিন্তু ট্যাঁকে ও কি?

। ও দুটো নতুন পয়সা। ভাবলুম, অমনি বাজারটা ক'রে

াই। তা দাদা, বাণিজ্য ক'রতে গিছলে, ঠাকুরদাদার

ন্যে কি আনলে?

। পয়সা দুটো বার কর দেখি?

। (স্বগত) এইবার মারলে! শালারা ঠিক কেড়ে নেবে!

ন এ পথে এলুম?

। কি দাদা! ভাবছো কি?

। এখন বেলা হ'য়ে গেল, আমি যাই।

[প্রস্থানোদ্যত।

।। যাবে কোথা? পয়সা বার কর!

।। বাবারে! মেরে ফেললে, খুন ক'রলে, খুন খুন——

[বেগে প্রস্থান।

।। এই সকল পাপিষ্ঠই দুঃখীর মুখের গ্রাস নানা উপায়ে

কড়ে নিয়ে দেশের দারিদ্র্য বাড়ায়। এরূপ মহাপাতকীর

নরকেও স্থান নাই।

।। চল, আর এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে? বাটী গমন

ক'রে বিশ্রাম ক'রবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



কনোজ-রাজপ্রাসাদস্থ কক্ষ।

জয়চাঁদ।

বসুন্ধরে! কোন্ গুণে বসুরাশি
প্রদানিলে পৃথ্বিরাজ করে?
পৃথ্বিরাজ সত্যই কি পৃথিবীর রাজা?
কনোজের রাজছত্র,
ধৃত কি মস্তকে মোর,
হাস্যাস্পদ হইবারে মানব-সমাজে?
রত্নরাজি নাই রসাতলে,
নাহিক অভাব মোর;
কিন্তু এক নাগোরার রণে,
সপ্ততিসংখ্যক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাসহ
পৃথিবীর সার রত্ন জয়লক্ষ্মী,
নরাধম পৃথ্বিরাজ করে,
অর্পিয়াছে কাপুরুষ জনমের মত!
পুত্রাধিক প্রজার শোণিতে,
সিক্ত করি সমর-প্রাঙ্গণ,
পরাজয়-হার পরিনু গলায়!
ছি ছি অপমান-মসী মাখিয়ে বদনে,

কোন্ মুখে পশিব সভায় পুনঃ,
কলঙ্কিতে কুলসিংহাসন!
বীরাঙ্গনা পুরনারীচয়,
ঘৃণাভরে যাবে চলি দূরে,
ক্ষত্রকুলকলঙ্ক ভাবিয়া মোরে!
শিশুগণ দিবে করতালি,
শুনি মোর রথের ঘর্ঘর নাদ;
ক’বে সবে “আসে ওই কাপুরুষ রাজা”।
তরুণ বয়স্ক ভাবি, না শুনিয়া
সেনাপতি সূর্য্যসিংহ উপদেশ-বাণী,
পৃষ্ঠদেশ হতে পৃথ্বিরাজে দিনু হানা;
পলায়ন ভাণ করি অরিদল,
বহুদূরে লয়ে গেল মোরে;
আসিয়া আদিষ্ট স্থানে,
সম্মুখ সমরে হ’লো আগুয়ান।
সহসা হইল তূর্য্যনাদ,
চেয়ে দেখি অগণন অশ্বারোহী সহ,
হস্তী’পরে নির্ভীক সমরসিংহ,
আসিতেছে আক্রমিতে পশ্চাৎ হইতে।
বাগুরামাঝারে বদ্ধ ব্যাঘ্রের সমান,
গণিলাম বিষম প্রমাদ।
সূর্য্যসিংহ কহিলা ত্বরিতে,
“অরিব্যূহ অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি,
এই বেলা ছিন্ন ভিন্ন করি

প্রথম অঙ্ক।

অরাতির দক্ষিণ বাহিনী,
মুক্ত কর সৈন্যগণে ;
তা নাহ'লে দিল্লী ও চিতোর সৈন্য মিলি,
চক্রব্যূহ করিলে গঠন,
জয়ত দূরের কথা,
হইবে সমস্ত সৈন্য নাশ।
সেনাপতি-পরামর্শবলে
গন্ধহীন কুসুম সমান
রয়েছে এখনও দেহে প্রাণ !

(সূর্য্যসিংহের প্রবেশ)

সূর্য্যসিংহ ! যশোসূর্য্য অস্তমিত এবে,
পুনঃ কভু না উদিবে ভাগ্যাকাশে মোর।
জ্বাল, জ্বাল চিতানল,
মামুদের করে পরাজিত
মহারাণা জয়পাল সম,
ভস্মীভূত করি কলেবর !
(স্বগত) সেই তব উপযুক্ত বিধি।
কাপুরুষ কনোজের রাণা !
ভাবিও না মনে, করি দাসত্ব তোমার,
শূকরের ন্যায় উদরপূরণ হেতু !
বাল্যাবধি প্রতিহিংসানল
জ্বলিতেছে হৃদয়ে আমার ;
বহুকষ্টে পাইয়ে সুযোগ,

নারিলাম পূর্ণাহুতি প্রদানিতে তায়!
ছি ছি ক্ষত্রিয়-সন্তান হয়ে,
শুধু এই কাপুরুষ বুদ্ধি দোষে,
রণাঙ্গণে করিয়াছি পৃষ্ঠ প্রদর্শন।

জয়। নিরুত্তর কেন সেনাপতি?

সূর্য্য। হে রাজন্!
রণস্থল হ'তে পলায়িত ক্ষত্রিয়ের,
সত্য, তুষানল প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
কিন্তু নাহিক সন্তান তব,
প্রতিহিংসা প্রিয়মন্ত্র
প্রদানি কর্ণেতে যার,
পরলোকে করিবে প্রয়াণ;
সে কারণ সে সঙ্কল্প রাখুন স্থগিত,
যতদিন পৃথ্বিরাজে
না পারি আনিতে, জীবিত কি মৃত,
দিতে রাজপদে উপহার।

জয়। সে কল্পনা,
স্বপন-ছলনা বলি হয় অনুমান।
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না পামরের প্রতি!
নহে নৃপতি অনঙ্গপাল,
মাতামহ দুজনার,
আমার জননী, জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁর,
পৃথ্বিরাজ কনিষ্ঠার গর্ভজাত,
আমারে ঠেলিয়ে,

পৃথ্বিরাজে বরিলেন দিল্লীসিংহাসনে!
তদবধি মরি জ্বলে ঈর্ষার তাড়নে!
ঈর্ষার তাড়নে নিনু করে করবাল,
ঈর্ষার তাড়নে হ'নু রণে আগুয়ান,
কিন্তু হায় ঈর্ষা না মিটিল!
বুঝিলাম দৈব বিড়ম্বনা!
পুনঃ যুদ্ধে জয় আশা, আশার ছলনা!
রাঠোর-রাজন্!
কঠোর শাসনে যার,
কম্পান্বিত উত্তর ভারত,
হেন বাণী না সাজে তাঁহার;
হীনবীর্য্যজনে মানে অস্তিত্ব দৈবের।
য। শুন সেনাপতি!
দৈব ও পুরুষকার,
বায়ুবহ্নিসম মুখাপেক্ষী পরস্পর;
শুধু ভূগর্ভউত্থিতজলে,
সরোবর-কলেবর হয় না বৰ্দ্ধিত,
জলদ-নিঃসৃত নীর হয় আবশ্যক।
র্য্য। পুনঃ রণ পৃথ্বিরাজ সনে,
যদি না হয় ঘটন,
সন্ধিসূত্রে বদ্ধ হতে দিল্লীশ্বর সনে,
একান্ত বাসনা যদি তব,
দিন আজ্ঞা দাসে,
পদতলে রাখি তরবারি,

মিলি গিয়া বর্ব্বর আফগান্ সনে,
শুধু প্রতিহিংসা মিটাতে আমার

(রাওমলের প্রবেশ)

রাওমল। ছিছি সেনাপতি!
প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
জন্মভূমি স্বাধীনতাধন,
যবনের করে দিতে চাও ডালি?
মকরন্দহীন অরবিন্দ সম
মহত্ত্ববিহীন এই বীরত্ব তোমার!

জয়। খুল্লতাত!
জ্ঞাত আছি ভবদীয় উপদেশ-বলে,
অযাচিত মন্ত্রণা প্রদান,
রাজনীতি বিরুদ্ধ আচার!
বিশেষতঃ অন্তরালে থাকি,
অন্যের অন্তরকথা করিলে শ্রবণ,
প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রের বিধান।

রাও। বৎস! ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি মোর,
কিন্তু পুত্রাধিক ভাবি তোমা;
ও চাঁদবদনে,
অগ্রজের মুখচ্ছবি হেরি,
ভুলে যাই ভ্রাতৃশোক।
তোমার কল্যাণ তরে,
এ হ'তে অধিক কোন অশাস্ত্র আচার,

...

যদি হয় করিতে আমায়,
অকাতরে করিব সাধন
হে পিতৃব্য !
পরাজয়ে পুড়িছে অন্তর,
হারায়েছি হিতাহিত জ্ঞান,
করিয়াছি গুরুজন-গৌরবের হানি,
ক্ষমা কর অশিষ্ট আচার।
শুন জয় !
যুদ্ধে পরাজয় এই প্রথম তোমার,
সেই হেতু এত মনস্তাপ।
না মানিয়ে নিষেধ বচন,
যুদ্ধপ্রিয়-পারিষদ-পরামর্শ শুনি,
অন্যায় সমরে তুমি হ'লে আগুয়ান,
সহিবারে অকারণ অবমান জ্বালা ;
করিবারে ধনবল, সৈন্যসংখ্যা হ্রাস।
যা হবার হইয়াছে,
একতা শৃঙ্খলে এবে বদ্ধ হও সবে,
ভারতের হিন্দুস্থান নাম,
ইতিহাস হ'তে ফেলোনা মুছিয়ে !
খুল্লতাত ! বুঝিতে না পারি,
কোন্ বহিঃশত্রুভয়ে ভীত এবে তুমি ?
নহে গ্রীসদেশবাসী বীর এবে,
ভারত লুণ্ঠন তরে হয় অগ্রসর ;
কিম্বা নহেক কাশেম সাহ,

অথবা সে দুর্জ্জয় মামুদ,
সোমনাথ-শিবলিঙ্গচূর্ণকারী,
ভারতের রত্ন-চোর ;
মহম্মদঘোরী এর নাম,
গান্ধারের সিংহাসন করি অধিকার,
বুভুক্ষু শার্দ্দূল সম
লক্‌লকি রসনা করাল,
ভারতের দ্বারদেশে আছে দাঁড়াইয়ে ;
শুদ্ধ দৌবারিক পৃথ্বিরাজভয়ে,
পারে নাই এত দিন হ'তে অগ্রসর।
কিন্তু যদি যুদ্ধমদে মাতি পরস্পর,
ছিন্ন কর একতা শৃঙ্খল,
জানিহ নিশ্চয়,
ভারতের ভাগ্যরবি,
চির তরে হবে অস্তমিত !

জয়। নাই এবে বিশ্রাম আগারে,
ছিছি অপমানে পুড়িছে অন্তর !

[জয়চাঁদ ও রাওমলের প্রস্থান।

সূর্য্য। যাও ভীরু কাপুরুষদ্বয় !
এতদূর দুর্ব্বল হৃদয় যা'র,
রাজ্য ত্যজি বনবাস বিধেয় তাহার।
রাওমল ! ভ্রান্তিময় ধারণা তোমার !
যেই জন, অসি আর মস্তিষ্কের বলে,
সামান্য সেনানী হ'তে,

সেনাপতি-পদে সমাসীন.
বৃথা বৃদ্ধ! কত উচ্চ আশা তার!
জয়চাঁদ! ভাবিও না মনে.
বহুশ্রমে ঊর্ণনাভ পাতে তন্তুজাল.
বসি তাহে মলয় সেবন তরে।

তৃতীয় দৃশ্য।

চিত্রশালা।

সখিগণ।

(মালা গাঁথিতে গাঁথিতে গীত।)

লোকে রতন ফেলে যতন ক'রে পরে গলায় কুসুম হার,
বুঝি কোমল কুসুম, অমল গলে বিমল শোভা বাড়ায় তার।
তোমার মুখে যাহার হাসি.
দেখাচ্ছ কুসুম দিবানিশি
কৃপা ক'রে কুসুম তারে দেখাও দেখি একটী বার.
তখন রতন ফেলে যতন ক'রে গলায় পরা হবে সার।

(যমুনার প্রবেশ।)

গাঁথ মালা.
আজি রাজবালা বীরাঙ্গনা বেশে.
বীরবালা, বীরকুল চিত্রাবলী.
সাজাবেন স্বহস্তে যতনে।

১মা সখী। লো সজনি! নাহি জানি,
কি এক নূতন ভাবে বিভোরা ভামিনী?
আজি জন্মতিথি পূজা তাঁর;
কোথা সঙ্গীতের সুধাময় ধ্বনি;
আস্য মাঝে হাস্যের তরঙ্গ,
মধুর নর্ত্তনসনে নূপুর-শিঞ্জন
উঠিবে অম্বর পথে,
তা না হয়ে চিত্রপূজা,—
বিবাহ-বাসরে বিরহ-সঙ্গীত!

যমুনা। সহচরি! নাহি জান বীরনারী-রীতি,
প্রীতি তার বীরপূজা করি।
আরাধ্য দেবতা দেখি,
বুঝা যায় ভক্তের হৃদয়;
যথা এক কার্ত্তিকেয় বীরে,
কেহ পূজে বিলাসের পুতুল গড়িয়ে,
কেহ ভজে ষড়ানন তারকারি রূপে।

(সংযুক্তার প্রবেশ।)

সংযুক্তা। সত্য সখি!
শৌর্য্য সৌন্দর্য্য একাধারে,
হেন বীর-প্রসূনের প্রসূতি যে জন,
রত্নগর্ভা বলি তারে;
ভাগ্যবতী সে রমণী,
যিনি সোহাগিনী এ হেন পাত্রর।

প্রথম অঙ্ক।

যমুনা। লো ভগিনি!
মাধবী জড়িতা হয় সহকার গায়,
তরঙ্গিণী বহে যায় সাগর উদ্দেশে।
সুলোচনে!
সুধাময়ী সুবর্ণলতিকা তুমি,
শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌন্দর্য্যের আদর্শআলয়,
কার্ত্তিকেয় সম পরস্বামী,
অবশ্য লভিবে আশু।

২য় সখী। কবে হবে হেন শুভদিন,
যবে প্রেমময় পুরুষপ্রবর,
হাসি হাসি প্রণয় বাঁধনে,
বাঁধিবে তোমায় সখি?

যমুনা। উপবাসী জন ভাবে অনুক্ষণ
হইবে কখন ব্রাহ্মণভোজন শেষ,
পাইয়ে প্রসাদ,
ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে নিজের।

সংযুক্তা। রাখ রঙ্গ সখি!
দিনমণি প্রহরেক প্রায় উদিত আকাশে
আন ফুলহার,
সযতনে সাজাই আলেখ্যাবলী।
যমুনে! ভগিনি! লয়ে এস,
শশিসোহাগিনী বিচিত্র সে চিত্রপট,
পূজি আগে আদ্যাশক্তি রাজীবচরণ।

যমুনা। (চিত্র আনিয়া) বুঝিতে না পারি,

হেরি এই সংহার মুরতি,
কেন মনে যুগপৎ,
ভক্তি ভীতি হয় সঞ্চারিত ?

(রাওমলের প্রবেশ।)

রাও। কি বুঝিতে অক্ষম নাতিনি !
কার গলে দিবে মালা ?
দাও এই বৃদ্ধ গলে,
শুভ্রে শুভ্র শোভিবে সুন্দর।

সংযুক্তা। বুঝ পিতামহ !
শুনেছি শ্রীমুখে তব, পড়েছি পুরাণে,
শিবনিন্দা শুনি শিবরাণী,
পিতৃগৃহে ত্যজিলা পরাণী ;
কিন্তু বুঝিতে না পারি
পুনঃ কেন পদতলে দলিয়া পতিরে
করিছেন তাণ্ডব নর্ত্তন ?

রাও। প্রশ্ন গুরুতর !
তাহাতে নীরসতর মীমাংসা ইহার।
পূর্ব্বকালে— শুনহ নাতিনি !
আর্য্য ও অনার্য্য মধ্যে ঘটিলে সংগ্রাম,
দেবদেবীকুল দনুজদলন তরে,
হইতেন রণে আগুয়ান,
আর্য্যদের সাহায্য-কারণ ;
হায় ! গিয়াছে সে দিন এবে !

প্রথম অঙ্ক।

সম্মুখে হেথার সেই রূপ,
মহামায়া মায়ের আমার।
চতুর্ভুজা হের জগন্মাতা,
দক্ষিণ দুকরে বরাভয় দানি ভক্তসদে,
বামদিকে এককরে প্রচণ্ড খর্পর,
অন্য ভুজে দনুজের মুণ্ড ধরি,
করিছেন তাণ্ডব নর্তন,
নৃমুণ্ডমালিনী মাতা;
সৃষ্টি লোপ ভয়ে,
পশুপতি পড়ি পদতলে,
করিছেন গতিরোধ।
এই মূর্তি জাগে যার হৃদয় মাঝারে,
দানবিক প্রবৃত্তি নিচয়,
অন্তর হইতে তার পলায় অন্তরে;
দেবভাব অভয় পাইয়া,
জেগে উঠে উল্লসিত মনে।
কিন্তু অন্য ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার,
হাসিতেন পাগলের প্রলাপ ভাবিয়া।
হের মহাকাল লুণ্ঠিত ধরায়,
হৃদয় হইতে তাঁর,
মহাশক্তি উঠিয়া আকাশে,
আক্রমিছে দিক্‌দিগন্তর,
দানবদলন তরে,
রক্ষিবারে দেবগণে।

সংযুক্তা। ইচ্ছা হয় তাত!
সংসারের কুটিলতা হ'তে
লইয়া বিদায়, শুনি নিশিদিন
সুধাপ্রস্রবণ সম,
তব মুখবিনিঃসৃত জ্ঞানগর্ভবাণী।

[illegible]। শুনিলাম রাজদূত মুখে
আজি জন্মতিথিপূজা তব,
তাই আইনু হেথায়,
আনন্দ করিতে তোমা সনে।
কই উৎসবের কোন চিহ্ন
না হেরি হেথায়?

সংযুক্তা। পিতামহ!
নিরানন্দপুরে আনন্দ উৎসব?
যেই রাজ্যে, রাজা, প্রজা,
সেনাপতি, সৈন্যগণ,
রণাঙ্গনে করিয়াছে পৃষ্ঠপ্রদর্শন,
সে রাজ্যের পুরাঙ্গনা,
উৎসবে মাতাবে প্রাণ?
বীরাঙ্গনা উপযুক্ত বাণী!
কিন্তু পিতৃ-নিন্দা না সাজে তোমার।

সংযুক্তা। তাত!
ক্ষমা, কর প্রগল্ভতা,
পিতা মোর অন্তঃপুরে যতক্ষণ,
জনকের যোগ্য পূজা করিব প্রদান,

কিন্তু যবে বসিবেন বিচার-আসনে,
অসি করে পশিবেন সমরপ্রাঙ্গনে,
ততক্ষণ প্রজা আমি তাঁর,
পাইব সমান অধিকার,
প্রতিবাদ করিবারে অযোগ্য কার্য্যের।
রাখ বৎসে, ও সব বচন।
দেখি কোন্ রথী মহারথী—
পূজা পাবে সংযুক্তার পাশে ?
হের নব-দূর্ব্বাদলশ্যাম,
দশরথাত্মজ রাম,
ভাঙ্গিছেন হরধনু,
জানকীর স্বয়ম্বর-সভাতলে।
হেন স্বয়ম্বর, হেন বীর পতি,
পিতামহ ! কার নহে স্পৃহনীয় ?

(পুষ্প দিয়া পূজা)

হের পুনঃ পাঞ্চালীর স্বয়ম্বর সভা,
দিক্‌পালগণ আলোকিয়া দশদিশি,
বসেছেন সভাতলে।
হোথার অদূরে, পাণ্ডুকুল-রবি
মহাবীর পৃথার তনয়,
করিছেন লক্ষ্য ভেদ,
যোগ্যাপত্নী যাজ্ঞসেনী আশে।
ধন্য শিক্ষা ! ধন্য বীরবর !

(পূজা করণ)

দেখ পিতামহ!
সুভদ্রার রথ-সঞ্চালন;
পতি রথী, সারথী সহধর্ম্মিণী।
হায় হায়! গেছে ভারতের
হেন গৌরবের দিন!

(পূজা করণ)

হের রথোপরি যুঝিছেন
ভরত-কুল-প্রদীপ পার্থ-মহাবীর,
রামকৃষ্ণ আদি যদুকুল বীরসনে;
পত্নী করে অশ্বসঞ্চালন,
ধন্য স্বয়ম্বর! ধন্যা তুমি, সুভদ্রাজননি!

(পূজাকরণ)

রাও। বুঝিয়াছি বৎসে! মনোভাব তব,
করি আশীর্ব্বাদ, লভ হেন বীরপতি,
তব স্বয়ম্বর,
ইতিহাস যেন চিরকাল করয়ে কীর্ত্তন।

সংযুক্তা। পিতামহ!
নেহার হেথায় শরশয্যা,
শূরকুলসোহাগের শয্যা যাহা,
তদুপরি সত্যব্রত শান্তনুনন্দন,
মরি মরি দ্বিরদরদ-নির্ম্মিত বিচিত্র শয়ন
উপেক্ষিয়া অনায়াসে,
স্বেচ্ছায় শায়িত কিবা!

সহস্র প্রণাম তব চরণ-পঙ্কজে
পুরুষপুঙ্গব ! (পূজাকরণ) ।
বুঝিলাম শিক্ষাকার্য্যে তব,
শ্রম মম হয়েছে সার্থক ।
"কন্যাপ্যেব পালনীয়া,
শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ ।"
যমুনে ! নেহার সম্মুখে আদর্শ রমণী,
ক্ষত্রকুল উজ্জ্বলকারিণী,
ভারত-সাম্রাজ্য-সিংহাসন,
বসিবার সুযোগ্য আসন যাঁর ।
স্ত্রীশিক্ষার পথে কণ্টক যাঁহারা,
কিম্বা উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতী যা'রা,
সমভাবে নিবেদন মম
তাঁহাদের পাশে,
যদি হেন শিক্ষা, হেন দীক্ষা,
দাও নারিগণে,
ভক্তি, প্রীতি, জ্ঞান, দয়া,
বীরত্ব, বাৎসল্য, স্বদেশপ্রিয়তা আদি
উচ্চবৃত্তি সব যাহে হয় বিকশিত,
উদ্দেশ্য সফল হইবে তাহে ।
সেই গর্ব্ভে জন্মিলে সন্তান,
সেই মাতৃপাশে বাল্যশিক্ষা করিলে অর্জ্জন,
হবে নাকি আদর্শ পুরুষ পরিণামে ?
হের এই রাজার নন্দিনী,

চারিদিকে বেষ্টিতা বিলাসে ;
শুধু সুশিক্ষার গুণে,
মনোবৃত্তি নিচয়ের হেন উচ্চভাব,
লভিয়াছে তরুণ বয়সে।
বৎসে ! করি আশীর্ব্বাদ
সুখী হও যোগ্যপতি করি লাভ।

(চিত্র বিক্রেত্রীর প্রবেশ)

চিত্রবি। আর্য্যে ! আনিয়াছি আদেশে তোমার
চারু চিত্রাবলী,
নির্ব্বাচিত করি কতিপয়,
করুন কৃতার্থ মোরে !

যমুনা। অন্য চিত্রে নাহি আজি প্রয়োজন ;
যদি তব পাশে থাকে কোন রাজপুত্র
অথবা যুবক রাজার চিত্র,
বাহুবলে ভুবনবিজয়ী যেই,
রূপে কন্দর্প জিনিয়া কান্তি যাঁর,
দাও সেই চিত্র রাজকন্যা করে,
নাহি অন্য প্রয়োজন।

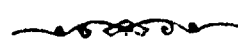
(পৃথ্বিরাজের চিত্র প্রদ

সংযুক্তা। একি ! কাহার এ মোহন মূরতি ?
বিস্তৃত ললাট, প্রশান্ত বদন,
উজ্জ্বল নয়নদ্বয়,
প্রতিভার দেয় পরিচয় !

দূরাগত বেণুধ্বনি প্রায়,
স্মৃতিমাঝে এক অস্ফুট আলোক সম,
জাগিছে এ মোহন মূরতি!
বোধ হয়, বালিকা বয়সে
যেন আমি হেরিছি ইহাঁয়,
তার পর—তার পর আর দেখি নাই।
ভগিনি! কেবা সেই ভাগ্যধর,
হেরি প্রতিকৃতি যার,
চিন্তাভারে বিকৃত বদন তব?
দেখি দেখি, কেবা সেই মহাজন?
এ যে পৃথ্বিরাজ!
পিতামহ সনে, ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিনু
দেখিবারে এঁর অভিষেকোৎসব,
তুমি বুঝি যাও নাই?
পৃথ্বিরাজ! পৃথ্বিরাজ!
পিতার পরম শত্রু!
বিশালাক্ষি! প্রিয়সখি!
কর তুষ্ট উপযুক্ত অর্থদানে
এই জনে, এই চিত্র বিনিময়ে;
যমুনে! ভগিনি! চল যাই,
যথা মাতা মোর পূজিছেন পশুপতি
রাজ্যের মঙ্গলকামনা করি।
চল, মোরা গিয়ে অর্ঘ্য দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।



কক্ষ।

সূর্য্যসিংহ।

সূর্য্য। মহারাণা জয়চাঁদ নহেন বিদিত,
সূর্য্যসিংহ, সেনাপতি তাঁর,
জালন্ধর রাজার তনয় ;
রাজদ্রোহ অপরাধে জালন্ধর-রাজ,
পৃথ্বিরাজ পামরের করে,
ত্যজেছেন প্রাণ।
ভাবি, দিব কিনা পূর্ব্ব পরিচয় !
রাজকুলে জন্ম মোর পারিলে জানিতে,
বোধ হয় মহারাণা,
অসীম লাবণ্যময়ী তনয়ারে তাঁর,
মিলান আমার সনে।
হায়, হায়, এ কল্পনা,
আকাশ কুসুম সম জ্ঞান হয় মোর !
কেন ? আকাশ কুসুম কেন ?
যার ভুজবলে রক্ষিত কনোজ,
তার গলে বরমাল্য দিতে,
সঙ্কুচিতা কেন হবে সংযুক্তা সুন্দরী ?

দেখি শেষ চেষ্টা এবার আমার !
নিভৃতে দর্শন, করি আকিঞ্চন,
লিপি এক পাঠাইব সংযুক্তা-সকাশে,
সাক্ষাতে তাহার,
বুঝে লব মনোগত শেষ অভিপ্রায়।
যদি হই ব্যর্থমনোরথ,
যমুনারে করে লব জীবনসঙ্গিনী,
আশার অর্দ্ধেক ফল হইবে আমার !

(জয়চাঁদ, রাওমল ও মন্ত্রীর প্রবেশ।)

জয়চাঁদ। শুন মন্ত্রি ! শুন সেনাপতি !
শুন বৃদ্ধ পিতৃব্য আমার !
যে কারণ তোমা সবে ক'রেছি আহ্বান ;
হৃদয় আমার অশান্তি আগার,
অপমানে সদা হায় পুড়িছে অন্তর !
বৃশ্চিকদংশন আর না সহিতে পারি।
আছে কি উপায় কোন,
অঙ্কচ্যুতাযশোলক্ষ্মী
পুনঃ যাহে করগতা হয় ?

সূর্য্য। অনুমতি হয় যদি,
রণডঙ্কা বাজাই আবার,
সিংহনাদ করি গিয়ে দিল্লীর দুয়ারে।

জয়চাঁদ। থাম সেনাপতি !
পরাজয় মসী,

এখন লাগিয়া আছে বদনে মোদের.
কি সাহসে পুনঃ চাহ রণ ?
অসম্ভব সমরে বিজয়।

সূর্যা। অসম্ভব ! অসম্ভব কিবা ?
আজ্ঞামাত্র চাই,
এখনি পশিব আমি সম্মুখ সমরে।
দৈববলে একবার জিনিয়াছে রণ,
তাব'লে কি পৃথ্বিরাজ ভুবনবিজয়ী ?
তাব'লে কি বার বার হবে পরাজয় ?
বিজয় উল্লাসে মত্ত এবে পৃথ্বিরাজ,
সুশৃঙ্খল নহে সৈন্যগণ,
ত্বরিত গতিতে মোরা শার্দ্দূল-বিক্রমে,
আক্রমণ করি যদি সাম্রাজ্য তাহার,
সুনিশ্চয় বিজয় মোদের,
রণে যেতে মহারাণা যাচি অনুমতি।

মন্ত্রী। মম মতে মহারাণা !
কিছু দিন এবে রহুন সুস্থির।
আয়বৃদ্ধি বলবৃদ্ধি করিয়ে রাজ্যের,
সুশৃঙ্খলা স্থাপি অগ্রে সমগ্র প্রদেশে,
রীতিমত শিক্ষা দিয়া সেনানী সৈনিকে,
অন্তঃশত্রু সমূলে বিনাশি,
বহিঃশত্রু সনে রণ বিধেয় তখন।

রাও। বৎস ! হয়োনা অধীর,
ধীর ভাবে প্রতিকার্য্য কর আলোচনা,

আপনারে যেও না ভুলিয়ে।
সময় সকলি দিবে,
লুপ্ত যশ আবার আসিবে ফিরে।

জয়। "সময় সকলি দিবে!"
এত দিন দিয়াছে সকলি,
দেছে মোরে দিল্লী সিংহাসন,
দেছে মোরে স্বর্ণমুদ্রারাজি,
দেছে মোরে বিজয়-তিলক!
রহি যদি নিষ্কর্ম্ম হইয়ে,
সময়ের মুখ চাহি আর কিছু দিন,
কনোজের সিংহাসন হারাব নিশ্চয়।

দুর্গা। তাই আমি আজ্ঞা চাই সমরে পশিতে।

জয়। স্থির হও সেনাপতি!
ভাবি মনে করিয়াছি স্থির,
রাজসূয়-যজ্ঞ আমি করিব সাধন।
সুশৃঙ্খলে যজ্ঞ যদি হয় সমাহিত,
রাজচক্রবর্ত্তী নাম করিব ধারণ।
অস্তমিত যশোরবি পুনঃ,
ভাতিবে দ্বিগুণ তেজে কনোজ-গগনে!

রাও। বৎস! কহিও না প্রলাপ বচন!
হাসিবে জগৎ, হাসিবে রাজন্যবর্গ,
পৃষ্ঠদেশে অস্ত্রক্ষত এখন(ও) রয়েছে,
এ হেন সময় তুলিও না রাজসূয় কথা।
রাজসূয়! সে কি সাধারণ কথা?

সামান্য কর্ম্মটি যার করিতে সাধন,
মুকুটমণ্ডিতশির হয় প্রয়োজন !
য়। ভিন্ন এক দুরাত্মা তস্কর,
কে হেন নৃপতি আছে,
অবহেলা করিবে যে আহ্বান আমার ?
াত। ভেবেছ কি জয়চাঁদ !
চিতোরের রাজর্ষি সে রাণা
আধিপত্য তব করিয়ে স্বীকার,
রাজসূয়ে নিমন্ত্রণ করিবে রক্ষণ ?
ান্ত্রী। চিতোরের মহারাণা
উপেক্ষিবে কনোজ-আহ্বান,
এ কথা নিশ্চয়।
চয়। ক্ষতি নাহি তায় !
ব্যতীত চিতোর দিল্লী আর আজমীর,
আসমুদ্র সমগ্র ভারত,
চক্রবর্ত্তী বলি মোরে জানিবে নিশ্চয় !
দুর্গা। (স্বগত) হলো ভাল,
আশা মম পূরিবে এবার,
প্রতিহিংসা সাধিবারে,
পাব পুনঃ উত্তম সুযোগ !
গগনের সীমা প্রান্তে খণ্ড মেঘ যথা,
প্রাবৃটে ছায়িয়া ফেলে সমস্ত গগন,
ঘোর বায়ু ঝঞ্ঝাবাত সাথে লয়ে আসে,
উন্মত্ত সিন্ধুর নীরে,

তরঙ্গের সনে করিবারে রণ,
সেই মত ক্ষুদ্র এই রাজসূয় ফল,
দিল্লী ও চিতোর সনে সমর নিশ্চয় !

জয়। নিরুত্তর কেন মন্ত্রীবর ?

মন্ত্রী। সমগ্র ভারত মধ্যে,
কার(ও) যদি রাজসূয়ে থাকে অধিকার,
আছে তাহা কনোজের এ কথা নিশ্চয় !
কিন্তু মম মতে মাহারাণা !
কিছু দিন এ প্রস্তাব রাখুন স্থগিত।

জয়। নহে এক দিন আর।
শুন মন্ত্রি ! রাজ্য মধ্যে করহ প্রচার,
রাজসূয়ে ব্রতী হবে রাণা জয়চাঁদ।

রাও। বৎস !

জয়। না চাহি শুনিতে আমি নিষেধ বচন।
মন্ত্রি ! আর এক কথা —
মনে ভাবি করিয়াছি স্থির,
শুভক্ষণে যজ্ঞদিনে,
স্বয়ম্বরা হবে মোর সংযুক্তা তনয়া।
আছে যত ভারতের নৃপতিমণ্ডলী,
করদ স্বাধীন কিবা সবার সকাশে,
নিমন্ত্রণ পত্র মোর করহ প্রেরণ ;
অশ্বারোহী দূতদল ছুটুক চৌদিকে,
আয়োজন করহ সত্বর। [প্রস্থান।

রাও। না জানি কি আছে হায় বিধির বিধানে।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

যমুনা।

যমুনা। সত্যই কি সূর্য্যসিংহ ভালবাসে মোরে?
কিম্বা ছলনায় ললনা ভুলাতে,
পাতিয়াছে ভালবাসা ফাঁদ?
পিতামহ প্রীত মন সেনাপতি প্রতি,
সত্য বটে সূর্য্যসিংহ সুপুরুষ,
শৌর্য্যে বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য সম,
চক্ষুদ্বয় পূর্ণ প্রতিভায়,
কিন্তু যেন সরলতা হীন—
নয়ন আনন্দপ্রদ
গন্ধহীন কুসুম যেমতি।
যত বার ছল পাতি জানিতে চেয়েছি
পূর্ব্ব পরিচয় তার,
সেই এক পুরাতন প্রত্যুত্তর,
শৃগালের সাধ্য কিবা,
সিংহী-প্রেম করে আকিঞ্চন!
জনম যদ্যপি রাজকুলে,
কেন তবে নিজ রাজ্য ছাড়ি
পরগৃহে দাসত্ব করিবে?

অদ্ভুত রহস্য ! অসম্ভব উদ্ঘাটন !
কি করা কর্ত্তব্য মোর ?
কি আর কর্ত্তব্য,
যতক্ষণ না বুঝিব
অকপট প্রণয় তাহার,
যতক্ষণ না পাইব
প্রকৃত বংশের পরিচয়,
যতক্ষণ না জানিব
নিষ্কলঙ্ক চরিত্র তাহার,
করিবনা করিবনা কভু আত্মদান।

(সংযুক্তার প্রবেশ)

এস ভগ্নি ! একি বিরস বদন কেন ?

সংযুক্তা। শুনেছ যমুনে স্বয়ম্বর কথা মোর ?

যমুনা। শুনিয়াছি, সে ত শুভ সমাচার।
তবে বল কিসের লাগিয়ে,
মুখকান্তি দীপ্তিহীন তব ?
ওহো বুঝিয়াছি !
পাছে তব মনোভাব
প্রতিবিম্ব ফেলে তব নয়ন-দর্পণে,
সেই হেতু আনন্দের দিনে,
বহুকষ্টে মুখভাব করেছ গম্ভীর !
দেখি, দেখি, আঁখি দুটী।

সংযুক্তা। রঙ্গ রাখ সখি !
অবগত হও যদি হৃদয় আমার,

গলাধরি মিশাবে লো তপ্ত আখি জল,
বুকফাটা অশ্রুসনে মোর।

যমুনা। বাধা না থাকিলে রাজবালা,
প্রকাশিয়া কহ মোরে
কি যাতনা অন্তরে তোমার ?

সংযুক্তা। তোরে না বলিলে,
কারে আর বলিব সজনি ?
অকূল সাগর মাঝে কে দেখাবে কূল ?
শুন ভগ্নি ! আমি আর নহিত আমার
বিনামূলে মন প্রাণ দিয়েছি বিকায়ে।

যমুনা। তাহে সখি ভাবনা কি তব ?
ভারতের নৃপতিসমাজ,
একত্রিত হবে সবে তব স্বয়ম্বরে :
মালা দিয়ে মনচোর-গলে
সুখসরে ভাসিও ভগিনি !

সংযুক্তা। সখি ! হৃদয় রতনে মোর,
স্বয়ম্বর সভামাঝে না পাব দেখিতে।

যমুনা। স্বয়ম্বরে না পাবে দেখিতে !

সংযুক্তা। চমকিতা হয়োনা ভগিনি !
হীনজনে দিই নাই প্রণয় আমার।
বেগবতী স্রোতস্বতী যৌবনের ভরে,
চঞ্চল চরণে যবে অঞ্চল উড়ায়ে,
ধায় বালা উন্মাদিনী সম,

সেকি কভু ভ্রম ক্রমে,
মিশে গিয়ে তড়াগের সনে ?
ওই যে, চাতকী সখি !
অহর্নিশি চেয়ে থাকে আকাশের পানে,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
সরোবর কিম্বা কূপবারি
মিটাতে পারে কি কভু পিয়াসা তাহার ?

যমুনা। রেখ না সংশয়ে আর সংযুক্তা আমায়,
কহ ত্বরা কোন্ ভাগ্যবান,
হরণ করেছে মোর ভগিনীর প্রাণ ?

সংযুক্তা। পিতার পরম শত্রু পদে,
অকাতরে ঢেলে দিছি মন প্রাণ মোর।

যমুনা। পরম শত্রু ! সে ত পৃথ্বিরাজ,
উপযুক্ত পাত্র বটে প্রেমের তোমার,
মণিকাঞ্চনের যোগ, মিলিলে দুজনে।
কিন্তু—

সংযুক্তা। কিন্তু নহে,
বুঝাইতে তুমি মোরে করো না যতন,
কায় মন প্রাণ সঁপেছি তাঁহার পায়,
পতি মোর পৃথ্বিরাজ,
দ্বিচারিণী হব, ভজি যদি অন্যজনে।
তাই বোন ! করে ধরি সুধাই তোমায়,
যাহা হয় করহ উপায়,
মান প্রাণ বাঁচাও আমার।

গলাধরি মিশাবে লো তপ্ত আঁখি জল,
বুকফাটা অশ্রুসনে মোর।

যমুনা। বাধা না থাকিলে রাজবালা,
প্রকাশিয়া কহ মোরে
কি যাতনা অন্তরে তোমার ?

সংযুক্তা। তোরে না বলিলে,
কারে আর বলিব সজনি ?
অকূল সাগর মাঝে কে দেখাবে কূল ?
শুন ভগ্নি ! আমি আর নহিত আমার
বিনামূলে মন প্রাণ দিয়েছি বিকায়ে।

যমুনা। তাহে সখি ভাবনা কি তব ?
ভারতের নৃপতিসমাজ,
একত্রিত হবে সবে তব স্বয়ম্বরে
মালা দিয়ে মনচোর-গলে
সুখসরে ভাসিও ভগিনি !

সংযুক্তা। সখি ! হৃদয় রতনে মোর,
স্বয়ম্বর সভামাঝে না পাব দেখিতে।

যমুনা। স্বয়ম্বরে না পাবে দেখিতে !

সংযুক্তা। চমকিতা হয়োনা ভগিনি !
হীনজনে দিই নাই প্রণয় আমার।
বেগবতী স্রোতস্বতী যৌবনের ভরে,
চঞ্চল চরণে যবে অঞ্চল উড়ায়ে,
ধায় বালা উন্মাদিনী সম,
প্রিয়জন সোহাগের আশে,

সেকি কভু ভ্রম ক্রমে,
মিশে গিয়ে তড়াগের সনে ?
ওই যে, চাতকী সখি !
অহর্নিশি চেয়ে থাকে আকাশের পানে,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
সরোবর কিম্বা কূপবারি
মিটাতে পারে কি কভু পিয়াসা তাহার ?

যমুনা। রেখ না সংশয়ে আর সংযুক্তা আমায়,
কহ ত্বরা কোন্ ভাগ্যবান,
হরণ করেছে মোর ভগিনীর প্রাণ ?

সংযুক্তা। পিতার পরম শত্রু পদে,
অকাতরে ঢেলে দিছি মন প্রাণ মোর।

যমুনা। পরম শত্রু ! সে ত পৃথ্বিরাজ,
উপযুক্ত পাত্র বটে প্রেমের তোমার,
মণিকাঞ্চনের যোগ, মিলিলে দুজনে।
কিন্তু—

সংযুক্তা। কিন্তু নহে,
বুঝাইতে তুমি মোরে করো না যতন,
কায় মন প্রাণ স্ঁপেছি তাঁহার পায়,
পতি মোর পৃথ্বিরাজ,
দ্বিচারিণী হব, ভজি যদি অন্যজনে।
তাই বোন ! করে ধরি সুধাই তোমায়,
যাহা হয় করহ উপায়,
দীন প্রাণ বাঁচাও আমার।

যমুনা। দিল্লীপতি মানিবে না কনোজ-আহ্বান,
একথা নিশ্চয় ;
তবে রাজবালা নিমন্ত্রণ,
উপেক্ষিতে না পারিবে আজমীরঅধীপ।
প্রকাশিয়া মনোভাব তব
পাঠাইতে হবে লিপি পৃথ্বিরাজ পাশে।

সংযুক্তা। কে লইয়া যাবে লিপি দিল্লী অভিমুখে ?

যমুনা। সেই ত ভাবনা !
দেখ, ধাত্রীমাতা
প্রাণের অধিক স্নেহ করেন তোমায়।
পুত্র তাঁর বীর যোধমল,
সরলতা মাখান বদনে,
পূর্ণজ্যোতি নয়ন তাহার,
উচ্চবৃত্তি হৃদয়ের দেয় পরিচয়।
সে যদি বাহক হয় লিপির তোমার,
নিশ্চিন্ত হইতে পারি।
সখি ! মহেশ্বর সহায় মোদের,
দেখ, ধাত্রীমাতা আসেন হেথায়।
কহ যদি, অভিপ্রায় পরোক্ষে প্রকাশি।

সংযুক্তা। তুই মোর একমাত্র বিপদে সম্বল,
তবোপরি সংযুক্তার সকলি নির্ভর।

(ধাত্রীর প্রবেশ)

ধাত্রী। স্বয়ম্বরা হবি তুই সংযুক্তা আমার,
আনন্দিত পুরবাসী,

আনন্দ সাগরে ভাসি,
সমস্ত নগরী হেরি আনন্দে মগন,
তবে বল,
নিরানন্দ কেন তোর বদন কমল ?

যমুনা। মাতঃ ! আছে কোন নিগূঢ় কারণ।
কিন্তু কৃপা যদি হয় তব,
বিষাদের ঘন ছায়া যাইবে মিলায়ে :
রাহুমুক্ত শশধর সম,
আনন্দে ভাতিবে পুনঃ সংযুক্তা বদন।

ধাত্রী। কি বলিস যমুনে আমার ?
তুই ত জানিস ভাল,
তোদের মঙ্গল তরে,
অসাধ্য সাধন আমি পারি করিবারে !
শীঘ্র বল, কি করিতে হবে মোরে

যমুনা। পুত্র যোধমলে তব,
একবার যেতে হবে দিল্লী অভিমুখে,

ধাত্রী। হাসি যদি পাই ফিরে সংযুক্তার মুখে,
দিল্লী ত সামান্য কথা,
অগ্নিশিখা মাঝে,
প্রেরিতে তাহায় না হ'ব কাতর।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
আসি লয়ে যোধমলে।

[ধাত্রীর প্রস্থান।

যমুনা। সখি! নয়নকজ্জলে তব ত্বরা লিখ লিপি।

(সংযুক্তার পত্র লিখন।)

দেখি সখি! কি লিখিলে লিপি ?

(পত্র প্রদান ও যমুনার পাঠ।)

"বীরবর! সামান্যা রমণী আমি,
প্রগল্‌ভতা ক্ষমা কর মোর ;
পতিতা বিষম দায়ে আজি,
তাই মহাশয় যাচি হে আশ্রয়,
নিরাশ করোনা মোরে ;
বীরধর্ম্ম আশ্রিত রক্ষণ।
শুধু এই আকিঞ্চন,
স্বয়ম্বরে যেন পাই দরশন।"
কি সুন্দর নব রচনা কৌশল!

(ধাত্রী ও যোধমলের প্রবেশ।)

ধাত্রী। সংযুক্তা! মা আমার,
আসিয়াছে যোধমল,
আজ্ঞা তব করিতে পালন।

সংযুক্তা। যোধমল! লিপি এক লয়ে,
এই দণ্ডে পারিবে কি যাইতে দিল্লীতে ?
ত্বরিত গতিতে পুনঃ ফিরি মোর পাশে,
পারিবে কি দিতে সমাচার ?

যোধ। পারিব।

সংযুক্তা। দিল্লীপতি অরি কনোজের,
তাঁরি নামে এই লিপি।
কিন্তু সাবধান !
তব করে জেনো মোর প্রাণ !

যোধ। স্বর্গে স্বরীশ্বর,
পাতালে অনন্তদেব,
সম্মুখে প্রত্যক্ষ দেবী জননী আমার,
ছুঁয়ে চরণ তাঁহার,
অসি করে যোধমল করে অঙ্গীকার,
দেহে তার থাকিতে জীবন,
লিপি কথা না শুনিবে দ্বিতীয় শ্রবণ !

সংযুক্তা। প্রীতা হনু প্রতিজ্ঞা শ্রবণে,
সহস্র সুবর্ণমুদ্রা পাথেয় তোমায়।

যোধ। ক্ষম রাজবালা !
অর্থ আশে আসে নাই যোধমল,
মাতার আজ্ঞায়, শুধু তব ইষ্টতরে,
লিপি করে যাই আমি,
ভেটিবারে কনোজ অরিরে,
অসি করে ভেটিতে যাঁহায়,
আছে মোর বড় সাধ মনে !

সংযুক্তা। ধন্য ধন্য তুমি যোধমল !
ধন্য তুমি ধাত্রীমাতা
হেন বীরপুত্র করি লাভ !
ভাই, ভাই ! আজ হোতে ভ্রাতা তুই মোর।

ধর লিপি, যাও চলি নির্ভয় হৃদয়ে,
শূলী-শম্ভু সহায় তোমার।

যোধ। দে মা পদধূলি লৌহবর্ম্ম শিরে!

ধাত্রী। এস বৎস! মনোরথ পূরিবে নিশ্চয়।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

সূর্য্যসিংহ।

সূর্য্য। কি হেতু বিলম্ব এত?
আসিবে না হয় অনুমান।
না না, তা নহে সম্ভব কভু।
বলিয়াছি শেষ দেখা,
শেষ ভিক্ষা এই মোর জনমের মত।
সূর্য্যসিংহ! উৎসাহে বাঁধহ বুক,
অপুত্রক জয়চাঁদ-সুতা,
হয় যদি তোমার বনিতা,
সিংহাসনদ্বার উন্মুক্ত তোমার তরে।
ধীরে, মন ধীরে!
হয়োনা উন্মত্ত তুমি আশার নেশায়!
কুটিল কঠিন পথ মানব নয়নে

সৌন্দর্য্য মাখায়ে দেয়,
শোভাহীন ধরণীর বুকে,
সেই মত আশা কুহকিনী,
ছাঁকিয়ে সুষমা খনি,
মনের মতন করি মিথ্যারে সাজায়।

(সংযুক্তার প্রবেশ।)

সংযুক্তা। সূর্য্যসিংহ ! কোন্ প্রয়োজনে
মাগিয়াছ দর্শন আমার ?
নহি আর মোরা দোঁহে বালক-বালিকা,
নিভৃতে তোমার সনে মম আলাপন,
আর নহে কর্ত্তব্য আমার।
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন ?

সূর্য্য। কিবা প্রয়োজন ? বলি কারে ?
কে শুনিবে দগ্ধ এই মরমের ব্যথা ?
কে বুঝিবে প্রাণের এ জ্বালা ?
পাষাণি ! আমি তব ধাইব পশ্চাতে,
সাথে ল'য়ে তপ্ত আঁখিজল,
অনন্ত এ প্রেম মোর,
ডালি দিতে চরণে তোমার,
তুমি কিন্তু যাবে চলে ফিরায়ে বদন,
বরষিয়া বিদ্রূপের হাসি !

সংযুক্তা। সেই পুরাতন কথা !
কে চাহে তোমার প্রেম ?

রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে,
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে।
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত,
কত খেলা খেলেছি দুজনে,
আমি ছোট বোনটি তোমার,
ভগ্নিপ্রতি কেন হেন প্রলাপ বচন ?

সূর্য্য। সংযুক্তা ! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে,
খরস্রোতা নদীতীরে খেলিতে খেলিতে,
স্খলিত-চরণ হ'য়ে,
নিমজ্জিতা হ'য়েছিলে অগাধ-সলিলে ;
স্মরণ কি আছে তব কেবা সেইজন,
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি,
যেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। ভেবে দেখ অন্য দিন মনে,
বনমাঝে মহারাণা সনে,
গিয়াছিলে শিকার সন্ধানে ;
স্মরণ কি আছে তব,
ভীষণ শার্দ্দূল গ্রাস হ'তে,
কেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা। আছে।

সূর্য্য। তবে এই বুঝি প্রতিদান তার ?

সংযুক্তা। শোন সূর্য্যসিংহ !
সঙ্কীর্ণ নহেক হেন সংযুক্তা হৃদয় ;

ভুলে যাবে প্রাণদাতা জনে :
প্রয়োজন হ'লে, নিজ প্রাণ-দানে
রক্ষা তব করিব জীবন :
উপকার হয় যদি তব,
অবহেলে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ি,
নিক্ষেপিতে পারি আমি জ্বলন্ত অনলে।
কিন্তু প্রতিদান ভাব যদি প্রণয় আমার,
জেনো মনে মহাভ্রম তব !
তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার ?
নীরস নয়ন কোণে তবু তব,
ঝরিবে না এক ফোঁটা জল ?

সংযুক্তা। অসি করে সমরপ্রাঙ্গনে,
পার যদি ত্যজিতে জীবন,
ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,
সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগৎ !
কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,
সামান্যা রমণী তরে,
বিসর্জ্জন দাও তব অমূল্য জীবন,
কাপুরুষ শব হেরি ফিরাব নয়ন।
এত যদি সাধ তব ত্যজিতে জীবন,
মিলেছিল নাগোরা সমরে তব উত্তম সুযোগ !
পৃষ্ঠপ্রদর্শন তবে কেন বা করিলে ?
কেন বল পলায়ে আসিলে ?
তব তরে—শুধু তব তরে

এখনও রেখেছি প্রাণ ;
দয়া কর—দয়া কর মোরে।
বল বল——
হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াবে কি প্রাণ ?
পতি ব'লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সংযুক্তা। পতি ত দূরের কথা !
ভ্রাতা বলি এতদিন ভেবেছি তোমায়,
কিন্তু জেনো, আজ হ'তে—
সংযুক্তার কেহ নহ আর !
কনোজের শিরে যেই,
অকাতরে দেছে তুলে কলঙ্কপশরা,
পৃষ্ঠপ্রদর্শন রণে ক'রেছে যে জন,
সংযুক্তা তাহার সনে,
আর না করিবে কভু মুখের আলাপ !

সূর্য্য। সংযুক্তা ! কর তুমি সংযত রসনা,
জেনো মনে সীমা আছে মানব ধৈর্য্যের।
সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ,
কিন্তু এই নিশিথ সময়,
নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে,
করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন,
কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা সুন্দরী ?

সংযুক্তা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
কি করিতে পারি ?
শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কভু,

স্পর্শিবারে কেশাগ্র আমার!

(ছুরিকা নিষ্ক্রামণ ও সূর্য্যসিংহের পশ্চাদ্গমন।)

নাহি ভয়! শাণিত ছুরিকা মোর,

কলুষিত নাহি হবে ভীরুর শোণিতে!

[প্রস্থান

সূর্য্য। বটে! এতদূর!

এত তেজ, এত দর্প, কিসের লাগিয়ে?

সংযুক্তা! থেক সাবধানে,

স্বইচ্ছায় সর্প শিরে করিলে আঘাত,

স্বেচ্ছায় করিলে তুলি হলাহল পান,

সূর্য্যসিংহ আজ হ'তে চিরশত্রু তব,

ছায়া সম ঘুরিবে পশ্চাতে।

(যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। কেবা সেই ভাগ্যবতী,

ছায়সম যার সদা রহিবে পশ্চাতে?

সূর্য্য। না—না—ভাগ্যবতী কেবা?

(স্বগত) কি বিপদ! এ আপদ কোথা থেকে এল?

না না কিসের আপদ?

চন্দ্র লক্ষ্য করি নিক্ষিপ্ত যে শর,

বিঁধিলে বিঁধিতে পারে হিমালয় শির।

বড় ভালবাসে মোরে যমুনা সুন্দরী,

অর্দ্ধাঙ্গিনী করিব উহায়,

তার পর যমুনারে করিয়া সহায়,
প্রতিহিংসা করিব সাধন।

যমুনা। নিরুত্তর কেন বীরবর?

সূর্য্য। লো যমুনে হৃদয়তোষিণি!
প্রাণময়ি জীবনসঙ্গিনী—

যমুনা। ঢেলে দেরে কর্ণদ্বারে ধাতু দ্রবময়,
যা রে ধরা চলি রসাতলে,
চূর্ণীকৃত হ'রে বিশ্ব প্রলয় কম্পনে!

সূর্য্য। কি কহিছ প্রিয়তমে?

যমুনা। চুপ কর বিশ্বাসঘাতক!
ছিলাম বসিয়ে ওই বিটপীর মূলে,
অনিচ্ছায় শুনিয়াছি,
সংযুক্তার সনে তোর যত আলাপন।
মিথ্যাবাদী! বর্ব্বর! পিশাচ!
দূর হরে সম্মুখ হইতে,
পদাঘাত উপযুক্ত পুরস্কার তব!



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

দিল্লীর রাজসভা।

পৃথ্বিরাজ, সমরসিংহ, অখিলসিংহ, চন্দ্রপতি, ভীমচাঁদ ও সভাসদগণ।

সমর। পৃথ্বি ! বিদায় প্রদান মোরে ;
কল্যাণ প্রেরেছে দূত আমার সকাশে,
ফিরিতে চিতোরে ত্বরা আকিঞ্চন তার,
কহে, বিলম্বে হইবে কার্য্যনাশ।

পৃথ্বি। মহারাণা !
কিরূপে জানাব বল কৃতজ্ঞতা মোর ?
চিতোর সাহায্য বিনা
অসম্ভব হতো মোর সমরে বিজয়।
হেন স্বার্থত্যাগ, হেন আত্মজলাঞ্জলি,
এহেন অদ্ভুত বীরত্ব,
কেহ কভু দেখেনি নয়নে !

চন্দ। আমি দেখিয়াছি!
এ হতে অদ্ভুততর বীরত্ববিকাশ
সত্য আমি প্রত্যক্ষ করেছি,
গত এই নাগোরা সংগ্রামে।
বল দেখি মহারাণা!
রণস্থল হতে ক্ষত্রিয়ের,
ও রূপ নির্ভীক পলায়ন
আর কভু দেখেছ নয়নে?

অমি। কে? রাণা জয়চাঁদ?

চন্দ। সেনাপতি মহাশয়! আপনার পিটে লাগে টাগেনি

অমি। একি প্রশ্ন কবিবর?
পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা!
ছি ছি! নহে বীরোচিত বাণী।

চন্দ। আহা তা নয়, তা নয়। আপনি একেবারে আকাশ পড়লেন কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি যে আপনার লাগেনি ত? আজ কাল রণশাস্ত্রে, "নির্ভীক পর্য "সুশৃঙ্খলায় পলায়[redacted]তি অনেক বীরত্বব্যঞ্জক সৃষ্টি হয়েছে, তা [redacted]

সমর। কবিবর!
জয়চাঁদ নহে সাধারণ [redacted]
পৃথ্বিরাজ মুখে,
অহেতুকী প্রশংসা আমার,
যেরূপ অপ্রীতিকর মোর,
সভামাঝে সেইরূপ,

প্রকৃত বীরের নিন্দা,
সবাকার বিরাগভাজন।

চন্দ্র। রাজর্ষি! দুনিয়ায় আপনার স্বরাগভাজন কি? নিন্দাই বলুন, আর স্বরূপ বর্ণনাই বলুন, দুগ্ধফেননিভশয্যাই বলুন, আর দুগ্ধফেননিভসরভাজাই বলুন, সমস্তই ত আপনার বিরাগভাজন; কিন্তু সকলের ত আর তা নয়। আপনার মাথায় জটা, পায়ে ফাটা, মুখে দাড়ি, লম্বা ভুঁড়ি, কম্বলে শোওয়া, পাতায় খাওয়া, এ সব কার সঙ্গে মিলবে বলুন না?

পৃথি। বন্ধুবর! আত্মীয়প্রবর!
জানি আমি ভবদীয় হৃদয় মহান্
অবস্থিত এত উচ্চস্তরে,
সাধ্য নাই ভাষার আমার,
উঠিবারে তত উচ্চে স্পর্শিতে তাহায়।

চন্দ্র। সাধ হয় মোর, ব্যোমযান গায়
রাজর্ষির গুণগাথা লিখি,
ছেড়ে দিই শূন্যমার্গে,
দেখি, স্পর্শে কি না হৃদয় তাঁহার।

পৃথি। চন্দ্রপতি!
ব্যোমযান-গতি বদ্ধ বায়ুস্তরে,
কিন্তু আর(ও) উচ্চে অবস্থিত
রাজর্ষি হৃদয়।
সুমেরুর সুবর্ণ শিখর হ'তে,
বহু নিম্নে করে খেলা চঞ্চলা দামিনী।

ভীম। দুটি মহাপ্রাণ, হ'য়ে এক প্রাণ

আসিয়াছে ধরণীমাঝারে!
সপ্ততি সংখ্যক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দান,
অকাতরে, বিনা বাক্যব্যয়ে,
নহে সাধারণ কথা!

চন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয়! আজ কাল ত সবই অসাধারণ দে
নইলে শালা ভগিনীপতিতে "একপ্রাণ" হ'য়ে যুগল দ
সাজেন?

পৃথ্বি। মন্ত্রিবর! স্বর্ণমুদ্রাদানে,
গৌরব নাহিক কিছু মোর;
অগ্নির দাহিকা শক্তি বায়ুর সাহায্যে।
যুক্তি রাজর্ষির,
আমি মাত্র আজ্ঞাকারী তাঁর।
বিশেষতঃ,
প্রাণাধিক প্রজার শোণিতে
রঞ্জিয়া মেদিনী,
করিয়াছি যেই রত্নলাভ,
সেই রক্তসিক্ত রত্নরাজি,
কোন্ প্রাণে দিব স্থান রাজকোষ মাঝে,
আত্মতৃপ্তি করিতে সাধন?

ভীম। "জ্ঞানে মৌণং ক্ষমাশক্তৌ
ত্যাগে শ্লাঘা বিপর্য্যয়ঃ।"
মহত্বের এইত লক্ষণ!

চন্দ্র। মন্ত্রী মহাশয়ের কি তীব্র স্মৃতিশক্তি! রঘুবংশ
কণ্ঠস্থ।

ভীম। গুপ্তচর দিয়েছে সংবাদ,
পরাজয়ে রাণা জয়চাঁদ
এতদূর মর্ম্মাহত,
অন্ন জল করি ত্যাগ, বিষণ্ণ হৃদয়ে,
অন্ধতম গৃহে বদ্ধ ছিলেন দিবসত্রয়।

চন্দ্র। তার পর ত "এইবার ডাকলেই খাইব"। "বাবা! পেটের বড় জ্বালা, হাত পা করে লট পট, কর্ণে ধরে তালা" তা মন্ত্রিবর! রাণা কিরূপে সে গৃহ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হ'লেন, তার কিছু তথ্য রাখেন কি? গুটিপোকার মত আপনিই বেরিয়ে প'ড়ে প্রজাপতি রূপ ধারণ করেন নি ত? তিন দিন উপবাস, তবু দশটা বাঘের অগ্নিমান্দ্য আনবে!

পৃথ্বি। ছি ছি কবি! মর্ম্মাহত শত্রুপ্রতি
পরোক্ষে বিদ্রূপ, নহে বীরোচিত।

চন্দ্র। আ হা হা! এ কথা যে রাজর্ষি ব'লবেন, আপনি বল্লেন কেন? ওঁর মুখ থেকে উত্তর শুনব বলেই ত আমি প্রজাপতির উপাখ্যান পাঠ করলুম, আর আপনি অমনি খপ্ করে ধরে ফেললেন! যা রসভঙ্গ হ'য়ে গেল!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। ধরণী ঈশ্বর!
কনৌজ হইতে রাজদূত আসিয়াছে
পত্র এক করিয়া বহন।

ভীম। রাজদূত! কনোজ হইতে!
মর্ম্ম কিছু বুঝিবারে নারি!

পৃথ্বি। যাও, লয়ে এস সমাদরে।

চন্দ্র। ব্যাপার যে ক্রমে ঘোরাল হ'য়ে দাঁড়াল দে

(দূতের প্রবেশ ও অভিবাদন।)

পৃথ্বি। স্বাগত সন্দেশবহ !
মহারাণা আছেন কুশলে ?
পূজনীয় রাওমল,
মহারাণী কনোজ-ঈশ্বরী,
পুরবাসী প্রজাগণ, কুশল সবার ?
দূতবর !
পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি অতিশয়।
এরা কহি,
কি আদেশ মম প্রতি কনোজরা
বিশ্রাম আগারে পশি ক্লান্তি কর

দূত। মহারাণা !
ধন্য হ'নু শিষ্টাচারে তব !
অভ্যাগতে সমাদর দান,
সনাতন ধর্ম্ম আর্য্যদের।
সেই আর্য্য জাতি, যাঁহার মস্তকে
পরায়েছে রাজার মুকুট,
অশিষ্ট আচার কভু না সম্ভবে ত

চন্দ্র। "মেধাবী বাক্‌পটু প্রাজ্ঞঃ
পরচিত্তোপলক্ষকঃ
ধীরঃ যথোক্তবাদী চ
এষঃ দূতঃ বিধীয়তে"।

তা দূতবর বাক্‌পটু আছেন! মহাশয় এইবার যথোক্তবাদীতার পরিচয় প্রদানার্থ আপনাদের রাজাদেশটা একটু দ্রুতপদে উক্ত করুন।

দূত। রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রতী রাণা জয়চাঁদ,
নিমন্ত্রণ পত্র এই করেন প্রেরণ
রাজপুত্রী সংযুক্তা সুন্দরী
যজ্ঞ শেষে হইবেন স্বয়ম্বরা।

চন্দ্র। রাজপুত্রী নয় ত কি রাজপুত্র সয়ম্বর হন?

পৃথ্বি। মন্ত্রি! পত্র তুমি করহ গ্রহণ।

(মন্ত্রির পত্র গ্রহণ।)

চন্দ্র। দূতবর! শুনলাম আপনাদের মহারাণা ত আজ কাল প্রাসাদ-দ্বার রুদ্ধ ক'রে অসূর্য্যম্পশ্য।—থুড়ি—অসূর্য্যম্পশ্য হয়ে বসে ছিলেন। তা চিকিৎসা করলে কে?

দূত। কিসের চিকিৎসা? তাঁর ত কোন পীড়া হয়নি।

চন্দ্র। আহা না মশয়, না। বলি পিঠের ঘা এত শীঘ্র শুকুলো কার চিকিৎসায়? আহা বুঝতে পারছেন না? রণস্থল হ'তে পলায়ন কালীন পৃষ্ঠের অস্ত্রক্ষত।

(সকলের হাস্য)

দূত। (স্বগত) ধরণি! বিভক্তা হও, পশি গর্ভে তব
আবরিতে কলঙ্কমাখান মুখ,
রাহুগর্ভে কলঙ্কী চন্দ্রমা সম।

চন্দ্র। দূতবর! মৌন হ'লেন যে? দ্বাপরে যুধিষ্ঠির রাজসূয় ক'রেছিলেন আর কলিতে তোমাদের "যুদ্ধে অস্থির" মহারাণা জয়চাঁদ রাজসূয় করবেন। বেশ! বেশ! চমৎকার!

সমর। স্থির হও চন্দ্রপতি!
দূতবর! হইও না রুষ্ট তুমি,
রসভাষী কবির কথায়।

চন্দ্র। রাজর্ষি! আর একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা ক
রসনা সংযত করবো। মহাশয়! রাজসূয় যজ্ঞে
দরওয়ান থেকে চাকর পর্য্যন্ত, সবার নমস্ত
করেন। তা মহারাণা সমর সিংহ আর দিল্লীশ্ব
কি কার্য্যের ভার দেওয়ার কল্পনা হয়েছে?

দূত। মহাশয়! দূত আমি—

চন্দ্র। আহা দূত নয়ত কি আমি আপনাকে মহ
বলছি।

পৃথ্বি। ছি ছি চন্দ্রপতি!
দূতের সম্মান নাশ
রাজনীতি-বিরুদ্ধ আচার।
দূতবর!
জানাইয়ো প্রণাম মোর রাণার চ
বলিও তাহায়,
যুদ্ধশ্রমে রাজর্ষি ও আমি
শ্রান্ত অতিশয়,
যজ্ঞে তাঁর জলভার করিতে বহন,
কিম্বা কাষ্ঠস্তূপ করিতে ছেদন,
আপাততঃ অশক্ত আমরা:
সে কারণ রাজ-নিমন্ত্রণ
নারিলাম করিতে গ্রহণ।

মন্ত্রি ! সমাদরে বিশ্রাম ভবনে.
লয়ে যাও এই দূতবরে ॥

দূত। ক্ষান্ত হোন মহারাজ !
মোর প্রতি আদেশ রাণার.
গ্রহণ না করিবে যে নিমন্ত্রণ তাঁর.
জলস্পর্শ করিতে তথায়.
দাস নিতান্ত অক্ষম।

[প্রস্থান।

পৃথ্বি। মন্ত্রি ! গুপ্তচর প্রেরহ কনোজে.
মুহূর্ত্তের যে কোন সংবাদ.
যেন হই অবগত।
মহারাণা ! চল যাই মন্ত্রণা-আগারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

জয়চাঁদ, রাওমল, সূর্য্যসিংহ ও মন্ত্রী।

জয়। তিনটি রজনী মাত্র অবশিষ্ট আছে.
পূর্ণাহুতি দেখিবারে যজ্ঞের আমার.
মন্ত্রি ! আয়োজন সুসম্পন্ন তব ?

মন্ত্রী। সমস্ত প্রস্তুত মহারাণা!

জয়। চিররীতি কনোজের অতিথিসৎকার,
কোন ত্রুটী হবে না ত তার?
খুল্লতাত!
তবোপরি ব্রাহ্মণের অভ্যর্থনা ভার।
ব্রাহ্মণ-পাদুকা শিরে বহন করিতে,
চিরদিন থাকে যেন কনোজ প্রস্তুত।
ব্রাহ্মণ জগৎগুরু,
তাহাদের আশীর্ব্বাদ বিনা,
কোন কার্য্য না হয় সাধন।

রাও। বৎস! ধর আশীর্ব্বাদ,
উপযুক্ত কার্য্যভার প্রদানিলে মোরে
ব্রাহ্মণের পদধৌত জলে স্নান করি,
ধন্য হবে রাওমল,
ধন্য হবে কনোজ নগরী।

জয়। নিমন্ত্রিত নৃপতিমণ্ডলীভার,
সূর্য্যসিংহ! দিলাম তোমায়;
কনোজ-আতিথ্যে যেন তুষ্ট সবে রয়।

সূর্য্য। চির আজ্ঞাবাহী দাস,
প্রতি বর্ণে পূর্ণ হবে অনুজ্ঞা রাণার।

জয়। সমাগত ক্ষত্রিয়মণ্ডলী,
আর যত অভ্যাগত অনাথ কাঙ্গাল,
তব শিরে মন্ত্রি! জেনো তাহাদের ভার।
কোষাগার দ্বার করি উন্মোচন,

আশাতীত অর্থদানে ক'র তুষ্ট
অন্নক্লিষ্ট জনে।

মন্ত্রী। মহারাণা আজ্ঞা দাস অবশ্য পালিবে।

জয়। বান্ধব পত্তনরাজ আসিবে ত্বরায়,
যুক্তি করি তাঁহার সহিত
যজ্ঞদিনে কর্মভার বণ্টন করিয়া দিব.
উপস্থিত নৃপতিসমাজে।
মন্ত্রি! নিমন্ত্রণকারি দূতদল,
ফিরে সবে এসেছে কনোজে?

মন্ত্রী। আসিয়াছে ফিরে।

জয়। [redacted]

মন্ত্রী।
নিমন্ত্রণ তব,
সমাদরে সবে করেছে গ্রহণ।
শুধু দিল্লী ও চিতোর—

জয়। বুঝিয়াছি. কোথা সেই দূত.
গিয়াছিল যেই জন দিল্লী অভিমুখে?
চাহি আমি স্বকর্ণে শুনিতে.
কিবা ভাষে দূতে মোর.
সম্ভাষিল দুষ্ট পৃথ্বিরাজ

মন্ত্রী। যে আদেশ।

(প্রস্থান ও দূতসহ পুনঃ প্রবেশ)

জয়। কহ দূত, দিলাম অভয়.

কি কহিলা পৃথ্বিরাজ ?
কি কহিলা চিতোরের রাণা ?
দূত। মহারাণা ! মুখে নাহি সরে বাণী !
প্রবেশিনু যবে আমি দিল্লীর সভায়,
সোৎসুক নয়নে যত সভাসদকুল,
চাহিলা আমার পানে।
দিল্লীশ্বর পত্র তব না করি গ্রহণ,
আদেশিলা মন্ত্রীরে অর্পিতে।
কি কহিব মহারাণা !
কথা না যুয়ায় বলিতে সে সব কথা,
যা ঘটিলা অতঃপর !
চাঁদকবি ভণ্ড বিদুষক,
অসঙ্কোচে কহিলা আমায়,
"রাঠোরের পৃষ্ঠক্ষত যাক মিলাইয়ে,
তার পর করে যেন রাজসূয় যাগ।"
হাসিলা সমরসিংহ, হাসে পৃথ্বিরাজ,
হাসিল চৌহানকুল, যত সভাসদ,
ব্যঙ্গপূর্ণ অট্টহাস্যে ভরিল ভুবন।
মনে হলো, দ্বিধা হও মাতঃ বসুন্ধরে !
প্রবেশি তোমার গর্ভে,
হাস্যধ্বনি হ'তে যদি পাই পরিত্রাণ।
মহারাণা পত্রবহ দূত আমি,
তা না হ'লে কোষে অসি লম্বিত থাকিতে,
নীরবে রাঠোর সহে এত অপমান ?

সেই দণ্ডে মুণ্ড ছিঁড়ি চাঁদ দুরাত্মার,
খণ্ড খণ্ড করি দিতাম কুক্কুরে!

জয়। ভাল তুমি লহ অবসর।

[দূতের প্রস্থান।

খুল্লতাত! শুনিলে সকলি,
চাঁদকবি করিলা বিদ্রূপ মোরে!
নীচমুখে উচ্চ কথা,
বড় ব্যথা লাগিল পরাণে।
প্রতিশোধ চাই,
যায় যাক সর্ব্বস্ব আমার!
শুন মন্ত্রি! ভাস্করেরে জানাও আদেশ,
এই দণ্ডে পৃথ্বিরাজ প্রতিমূর্ত্তি গড়ি,
দৌবারিক রূপে
স্থাপে যেন যজ্ঞশালা দ্বারে,
সমরসিংহের মূর্ত্তি হীন ভৃত্যবেশে
রহে যেন যজ্ঞশালা মাঝে।

রাও। স্থির হও স্থির হও জয়চাঁদ!
সর্ব্বনাশ করোনা সাধন;
রাখ রাখ বৃদ্ধের বচন।
যজ্ঞ অগ্রে হোক সমাহিত,
তার পর লয়ো প্রতিশোধ;
দক্ষযজ্ঞ এইরূপে হয়েছিল নাশ!

জয়। জানি আমি বার্দ্ধক্য ভীরুতা আনে;
ভয় যদি হয় খুল্লতাত!

যাও অন্তঃপুরে, রুদ্ধ করি দ্বার
রহ তথা নারী বেশে।
মন্ত্রি! দৌবারিক পৃথ্বিরাজ,
ত্বরা যেন হয় মোর আদেশ পালিত।

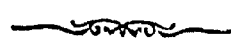
(প্রস্থান।)

রাও। জয়চাঁদ! বৃদ্ধ বটে রাওমল,
কিন্তু মত্ত মাতঙ্গের বল এখন' বাহুতে!
কি বলিব পুত্রাধিক স্নেহ করি তোরে,
নহে যেই জিহ্বা ভীরু বলে মোরে,
উপাড়ি তাহায়,
ফেলিতাম জ্বলন্ত অনলে!

মন্ত্রী। ধৈর্য্য ধর মহারাজ!

রাও। মন্ত্রি! নাহিক ভাবনা তব!
যতকাল এবৃদ্ধের দেহে রবে প্রাণ,
কনোজের ইষ্ট শুধু ধ্যান জ্ঞান মোর।
শুন সেনাপতি!
সাবধানে সৈন্যগণে রাখিও প্রস্তুত,
এ সংবাদ পৃথ্বিরাজ শুনিবে নিশ্চয়,
নীরবে সহিতে শিরে এই অপমান,
রবে না সে
সংজ্ঞাহীন মাংসপিণ্ড সম অচঞ্চল।

তৃতীয় দৃশ্য।



সিংহদ্বার।

প্রহরী।

(যোধমল ও ঠাকুরদাদার প্রবেশ)

যোধ। এই কি সে ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
খ্যাতি যার ব্যাপ্ত চরাচরে?
ওই সেথা কৃষ্ণবর্ণা যুবতী যমুনা,
ধেয়ে যায় জাহ্নবীরে দিতে আলিঙ্গন।
ওই বুঝি সে মানমন্দির,
যথা হ'তে
গ্রহতারা গতিস্থির করে বুধগণ?
হেরি এই সিংহদ্বার সম্মুখে আমার;
কোনরূপে লিপিখানি প্রদানি রাণায়,
প্রত্যুত্তর লয়ে তাঁর,
ত্বরাগতি ফিরিলে কনোজে,
হবে মোর কর্ত্তব্য পালন।

ঠাকু। আপনি এগিয়ে যান, হ্যাঁ এগুন, ভয়কি? আমি এই খানে দাঁড়িয়ে রইলুম, ভয়কি? আপনাদের মতন বয়সে আমরা মানুষ ত ছার, যমকেও দৃক্‌পাত করতুম না।

যোধ। না, ভয় কাকে বলে জননীর কৃপায় বড় একটা জানি ন, তবে আপনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, আপনাকে পেছনে রেখে আম এগিয়ে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়?

ঠাকু। তা হ'ক, তা হ'ক, আমি এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়াব না, f পুরস্কার দেবেন দিন, আমি সরে পড়ি। প্রহরীদুটো কট্‌ম করে তাকিয়ে আছে! যা পাব, এখনি ভাগ চাইবে; আড়াে আসুন, আড়ালে আসুন!

যোধ। (স্বগত) বৃদ্ধ বড়ই ভীরু স্বভাব, যাই হো'ক লোকটা সাহায্যে গুপ্তপথ দিয়ে এখানে আসতে সক্ষম হয়েছি, ন হ'লে কনোজবাসীর আগমন প্রত্যেক নাগরিকের মুখে এতক্ষণ প্রতিধ্বনিত হ'ত, আর নগরে আন্দোলন পড়ে যেত।

ঠাকু। মশায় কি ভাবচেন, যা হয় দিন, আমি এখান থেকে অন্তর্হিত হই।

যোধ। এই নিন।

ঠাকু। সরে পড়ি বাবা!

[ঠাকুরদাদার প্রস্থান।

(চন্দ্রপতির প্রবেশ)

চন্দ্র। কে আপনি?

যোধ। মহাশয়, আমি বিদেশী।

চন্দ্র। বিদেশী নয়ত কি স্বদেশী? ছমছমে চাওনিতেই তা বুঝতে পেরেচি। তা এখন প্রয়োজনটা কি ব'ললে কায়-মনোপ্রাণে বাধিত হই।

যোধ। মহারাণা দিল্লীশ্বরের নিকট কোন গোপনীয় প্রয়োজনে এসেছি।

চন্দ্র। তা, এ গোপনীয় প্রয়োজনে কোন্ দেশ থেকে আস্‌ছেন?

যোধ। কনোজ থেকে।

চন্দ্র। বুঝেছি, তা আগমন যখন কনোজ হ'তে, আর প্রয়োজন যখন গোপনীয়, তখন কোন নির্জ্জন স্থানে সমাহিত হবে ত? তা'হলে চলুন, কোথা যেতে হবে?

যোধ। মহাশয়, আপনি কি বলচেন কিছু বুঝতে পাচ্চি না।

চন্দ্র। কেন সঙ্গে অভিধান আনেন নি? যেটা না বুঝতে পারছেন, অভিধান খুললেই বুঝতে পারবেন! কি মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছেন? আমিই মহারাণা—চলুন, কোথা যেতে হবে। (জনান্তিকে) যদি কিছু বিভ্রাট ঘটে, তা আমার উপর দিয়েই ঘটে যাক।

যোধ। আপনি মহারাণা?

চন্দ্র। কেন? একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন যে? বিশ্বাস না হয়, ওই আমার সভাসদবর্গ আসছেন, ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন।

(পৃথ্বিরাজ ও অখিল সিংহের প্রবেশ।)

পৃথ্বি। কি কবিবর! ব্যাপার কি? কে এ যুবক? এর সঙ্গে কি পরিহাস করছো?

চন্দ্র। (জনান্তিকে) সব মাটী করলে! তা রাজা হ'লে কি আর কবি হ'তে নেই?

পৃথ্বি। ও-চন্দ্রপতি! কি হাত পা নাড়ছো?

চন্দ্র। একদম মাটী, একেবারে নাম ধরে ডেকে ফেললেন, সব মাটী, সব মাটী!

পৃথ্বি। কি, কি, ব্যাপার কি ?

চন্দ্র। বলছি।

(চন্দ্রপতি কর্ত্তৃক পৃথ্বিরাজকে চুপি চুপি
যোধমল্লের পরিচয় প্রদান।)

যোধ। (স্বগত) এই বুঝি মহারাণা দিল্লীর ঈশ্বর!
বীরত্বে যাঁহার,
পরাজিত মোদের ভূপতি!
সুবিস্তৃত বক্ষদেশ, বৃষস্কন্ধ,
বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত,
তেজঃপুঞ্জ কলেবর হেরি,
সাধ হয় অবনত করিতে মস্তক।

পৃথ্বি। যুবন্! করিওনা অভিমান,
পরিহাসপ্রিয় কবির কথায়,
চন্দ্রপতি অতি হিতকারী মোর;
কনোজ হইতে তব আগমন শুনি,
শত্রুপক্ষচর ভাবি,
ছলপাতি জানিবারে কৌশল তোমার,
আপনারে রাণা বলি দিলা পরিচয়!
কহ কিবা প্রয়োজনে,
আসিয়াছ কনোজ হইতে ?

যোধ। মহারাণা! পত্র এক করিয়ে বহন,
আসিয়াছি করিবারে রাজদরশন।

চন্দ্র। আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন? কনোজরাজ বু
দূতের নিকট মদ্বর্ণিত তাঁর বীরত্বকাহিনী শ্রবণ ক'রে, পুরস্কা

স্বরূপ কোন নির্জ্জন দ্বীপে আমায় রাজত্ব করতে গোপনে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন ? তা রাজআজ্ঞা শিরোধার্য্য !

পৃথ্বি। ক্ষমা কর কবিবর !
ক্লান্ত অতি কনোজ যুবক,
আসিয়াছে দূরদেশ হ'তে,
তদুপরি বহুক্ষণ মম প্রতীক্ষায়,
রহিয়াছে দুয়ারে দাঁড়ায়ে।
ভৃত্যগণে করহ আদেশ,
সযতনে ল'য়ে যেতে বিশ্রাম আগারে।
দাও পত্র মোরে।

যোধি। (পত্র প্রদানান্তে) মহারাণা !
করুন মার্জ্জনা ধৃষ্টতা আমার ;
অক্ষম এ দাস পালিতে আদেশ তব।
আজ্ঞা মোর প্রতি,
প্রত্যুত্তর করিয়া গ্রহণ,
অবিলম্বে ফিরিতে কনোজে।

(পৃথ্বিরাজের পত্রপাঠ ও উত্তর লিখন।)

চন্দ্র। তোমায় কি যমরাজ পাঠিয়েছেন না কি ? সেও ত দুটো খাবি খাবার সময় দেয়। তুমি না হয়, না খেয়ে না দেয়ে শরীর খানি ত করেছ বেশ, তোমার রথের ঘোড়া দুটী অবলা বলে কি নির্জ্জলা একাদশী করবে ? সারথীর ধূলো খেয়ে পেট ভ'রে গেছে বটে, ওর কিছু না খেলেও চলতে পারে।

(অখিল সিংহের নিকট হইতে ভূর্জ্জপত্র লইয়া পত্র লিখন।)

পৃথ্বি। লহ প্রত্যুত্তর,

কিন্তু যোধবর,
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন,
সামান্য আহার্য্য কিছু করিয়া ভক্ষণ,
অশ্বগণে দিয়ে তৃণ জল,
সারথীরে করি তুষ্ট ভক্ষ্যপেয় দানে,
যাও চলি কনোজের পথে।
এই রত্নহার পুরস্কার তব!

যোধ। ধন্য আজি যোধমল!
রাজ-আজ্ঞা অবহেলা করিবারে,
সাধ্য নাই এ ক্ষুদ্র জীবের;
কিন্তু মহারাণা! ক্ষম অপরাধ,
পুরস্কার অন্য না লইব,
ভক্ষ্যপেয় অতঃপর করিব গ্রহণ,
শ্রীচরণে বিদায় এখন।

[যোধমলের প্রস্থান।

পৃথ্বি। সেনাপতি! বিংশতি সহস্র সৈন্য
হয় যেন এখনি প্রস্তুত।
যেতে হবে মোর সাথে প্রহরেক পরে।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। এ কি বাবা! এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ কোথা থেকে এল?

[চন্দ্রপতির প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কক্ষ।

সংযুক্তা ও যমুনা।

সংযুক্তা। কি হলো কি হলো!
কেন সই যোধমল ফিরে নাহি এল?
সংশয় দোলায় দোলে অন্তর আমার,
এর চেয়ে বুঝি হায় নিরাশা মঙ্গল।

যমুনা। অধীরা হয়ো না সখি!
শুভ সমাচার করিয়ে বহন,
যোধমল ফিরিবে নিশ্চয়।

সংযুক্তা। কবে আর যোধমল আসিবে ফিরিয়া?
দিনমণি পড়ে ঢলি পশ্চিম গগনে,
ওই শুন!
সান্ধ্য সঙ্গীতের ধ্বনি উঠিছে অম্বরে;
এখনি আঁধার আসি দিবে দরশন,
হৃদয় আঁধার মোর বাড়াতে দ্বিগুণ;
মুহূর্ত্তে যামিনী সখি যাবে পলাইয়ে,
নির্দ্দয় প্রভাত আসি দিবে দরশন,
যেতে হবে মোরে হায়! স্বয়ম্বর মাঝে,

মালা দিতে শমনের গলে !
সই ! সই ! এই কি আমার পরিণাম ?
জীবনের আশা মোর এখনও মেটেনি,
সুখসাধ অতৃপ্ত আমার,
প্রস্ফুটিতা হইতে না হতে,
প্রখর রবির করে,
আধ বিকশিতা কলি যাবে কি ঝরিয়ে ?
যমুনে ! দেরে মোরে শেষ আলিঙ্গন !

যমুনা। ছিছি ভগ্নি !
হেন অধীরতা না সাজে তোমায়,
নাহি শোভে সংযুক্তায় কভু।
কবে বল ক্ষত্রিয়কুমারী
শমন বদন হ'তে ফিরায় নয়ন ?

সংযুক্তা। সত্যকথা, কি দুর্ব্বল হৃদয় আমার !

যমুনা। নহে দুর্ব্বল হৃদয়,
অধীরতা তব সখি ! ক্ষণেকের তরে,
হরিয়াছে হৃদয়ের বল।
এখন'ত ব্যবধান ত্রিযামা যামিনী,
মুহূর্ত্তে হইতে পারে অসাধ্য সাধন ;
কে যেন আমায় বলিছে অন্তরে,
অবিলম্বে যোধমল আসিবে ফিরিয়ে।

সংযুক্তা। আসিবে ফিরিয়ে, কিন্তু কি উত্তর লয়ে ?
জান ত যমুনে !
প্রতিমূর্ত্তি প্রাণেশের মোর,

পিতার আদেশে প্রতিষ্ঠিত দ্বারদেশে,
হীনবেশী দৌবারিক রূপে।
গুপ্তচর এ সংবাদ করিবে বহন,
নীরবে কি রবে পৃথ্বিরাজ ?
আর কি আমায় তিনি দেবেন আশ্রয় ?

যমুনা। কায় মন প্রাণ স'পেছ যাঁহার পায়,
মনে মনে পতিত্বে লো বরেছ যাঁহায়,
ভাগ্য দোষে যদি তাঁর না পাও দর্শন,
দিও মালা দৌবারিক গলে ;
শূরশ্রেষ্ঠ একলব্য যথা,
গুরুরূপে না পাইয়ে আচার্য্য দ্রোণেরে,
শিখিতেন রণবিদ্যা প্রতিমূর্ত্তি গড়ি।
হের সখি !
আসে ওই যোধমল লয়ে সমাচার।

(যোধমলের প্রবেশ।)

কি সংবাদ যোধমল ?

যোধ। দিল্লীপতি সদাশয় অতি,
কতই যতন করিলা আমায়,
যেন চিরমিত্র রাঠোর তাঁহার !
এই লিপি প্রত্যুত্তর তাঁর।

(সংযুক্তাকে লিপি প্রদান ও তাঁহার পত্র পাঠ)

সংযুক্তা। যোধমল ! ধর এই অঙ্গুরী আমার,
ভগিনীর স্নেহ নিদর্শন।

বিপদে কি সম্পদে তোমার,
রেখ মনে সংযুক্তারে সহোদরা সম।

যোধ। রাজবালা !
চির কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধিলে আমায়,
কি সাধ্য আমার বল দিই প্রতিদান ?
শুধু এই শানিত কৃপাণ,
রাখি তব চরণের তলে,
সাক্ষ্য মোর দেবতামণ্ডলি !
আজ হতে এই অসি আজ্ঞাবাহা তব।

প্রস্থান।

সংযুক্তা। দেখ বোন্ হস্তলিপি তাঁর।

(যমুনাকে লিপি প্রদান ও তাহার পাঠ)

যমুনা। "রাজবালা ! না হয়ো উতলা,
আশ্রিতে রক্ষণ জেনো ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের।"
আর তব ভাবনার নাহিক কারণ,
পূজি চল আশাপূর্ণা দেবীর চরণ।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্বয়ম্বর সভা।

(দ্বারদেশে পৃথ্বিরাজের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত)

বিপ্রগণ ও রাজগণ আসীন।

[illegible]ম রাজা। কতক্ষণে যজ্ঞ এই হবে সমাধান ?
ধৈরয ধরিতে নারি,
হেরিতে মোহিনী মূর্ত্তি আকুল পরাণ।

[illegible]য় রাজা। শুধু হেরিয়ে কি ফল ?
ভাবি মনে, হিতে বুঝি হয় বিপরীত !
অভিশপ্ত তৃষাতুর যথা,
সুশীতল বারি হেরিয়ে অদূরে,
ব্যগ্রচিত্তে যেই যায় করিবারে পান,
অমনি সে মায়াবারি সরে যায় দূরে ;
সেই মত কনোজ-কুমারী,
দিয়ে দেখা তৃষা শুধু বাড়ায়ে দ্বিগুণ,
যাবে চলি জীবনের শান্তিটুকু হরি।

[illegible]ম রাজা। যা হবার হয়ে যাক বিলম্ব না সয়।
পাব কি না পাব তারে ভাবনার চেয়ে,
অশান্তি আঁধার মোর শত গুণে ভাল।

৪র্থ রাজা। অঙ্গ বঙ্গ কাশী কাঞ্চী সৌরাষ্ট্র কলিঙ্গ,
মগধ দ্রাবিড় আর পত্তন মালব,
ঝালোয়ার উজ্জয়িনী কিম্বা জয়পুর,
সকলেই সমাগত এই সভাস্থলে ;
শুধু দিল্লীপতি আর চিতোরের রাণা,
নিমন্ত্রণ করেনি গ্রহণ।

১ম রাজা। ক্রোধে তাই কনোজ-ঈশ্বর,
প্রতিমূর্ত্তি গড়ি দুজনার,
হীনবেশে রেখেছেন সভার দুয়ারে।

২য় রাজা। ভাবি তাই কখন কি হয়?
বীরশ্রেষ্ঠ চিতোর আজমীর!
নাগোরা সমর পুনঃ হবে অভিনীত,
জেনো মনে একথা নিশ্চয়।

(জয়চাঁদ, মন্ত্রী ও সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।)

জয়। মন্ত্রিবর। অন্তঃপুরে পাঠাও বারতা,
মাঙ্গলিক ধ্বনি
করে যেন পুরাঙ্গনাচয় ;
ত্বরাগতি আসিবারে স্বয়ম্বর স্থলে,
সংযুক্তারে প্রেরহ আদেশ।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা দেব।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও সখিগণের লাজ ছড়াইতে ছড়াইতে প্রবেশ)

গীত।

জয়েশ মঙ্গলময়, যিনি মঙ্গল আধার,
অমঙ্গল দূরে যায়, লইলে নাম তাঁহার।
যতেক যুবতী বালা, লয়ে শ্বেত পুষ্পমালা,
শুভ্র বেশে মুক্তকেশে, লও দধিপাত্র ভার।
অগুরু চন্দন সার, পূর্ণকুম্ভ সহকার,
দূর্ব্বাদল ধান্য আর, মাঙ্গলিক উপচার।
উড়ায়ে পতাকা সারি, যত পুরবাসি নারী,
এস শঙ্খধ্বনি করি, ছড়াইয়ে লাজভার!

(স্বর্ণ থালে পুষ্প চন্দন হস্তে যমুনা ও মালা হস্তে সংযুক্তার প্রবেশ)

জয়। এস মাগো হৃদয়তোষিণি!
সুধীবৃন্দ! এই মোর দুহিতা রতন,
একমাত্র স্নেহের বন্ধন,
রূপে লক্ষ্মী গুণে বীণাপাণি সমা।
ধর্ম্ম সাক্ষী কহি সভা মাঝে,
যার গলে দিবে মালা কনোজ-কুমারী,
জামাতা সে মোর।
বিশালাক্ষি! উপস্থিত রাজন্যবর্গের,
সংযুক্তারে পরিচয় করহ প্রদান।

সংযুক্তা। যমুনে! ভগিনি! কি আছে কপালে?

যমুনা। যাই থাক, দৃঢ় সূত্রে বাঁধহ হৃদয় ;
রেখ মনে বীরবালা নহে দ্বিচারিণী।

বিশা। হের রাজবালা বীরবপু অঙ্গরাজে,
উন্নত ললাট, প্রশান্ত বদন,
বীরত্বের দেয় পরিচয়।
সঙ্গে সদা অযুত বাহিনী
যমের কিঙ্কর সম।

(সংযুক্তার অগ্রগমন)

বিশা। হের পুনঃ মালব কুমারে,
তেজোদৃপ্ত বদন সুন্দর,
শতাধিক সামন্ত অধীন,
কুবেরের রত্নরাজি মালব-ভাণ্ডারে।

(সংযুক্তার অগ্রগমন)

হেথা এই মগধপালক,
মূর্ত্তিমান্ ইন্দ্র যেন বিকাশে মহীতে।

সংযুক্তা। সতীকুলরাণি! সতীত্বের অপূর্ব্ব মহিমা,
তুমিই শিখায়ে দেছ এ মর জগতে।
পিতৃশক্র পৃথ্বিরাজ হরিয়াছে মন,
কেমনে ভজিয়া অন্যে হব দ্বিচারিণী?
কূল দেখা এ ঘোর সঙ্কটে!
চক্ষুঃশূল হইব পিতার,
ভজি যদি পৃথ্বিরাজে।
সেও ভাল—কিন্তু কভু কুলটা না হব ;
হয় ত জীবনে তাঁরে দেখিতে না পাব,

তবু তাঁর আশা কভু না ছাড়িব।
জানুক জগৎ পৃথ্বিরাজ পতি মোর,
সাক্ষী মোর দেবতামণ্ডলী,
তিনি মোর একমাত্র উপাস্য জীবনে!

(পৃথ্বিরাজ প্রতিমূর্ত্তির গলায় মাল্য দান)

জয়। কি করিলি অবোধ বালিকা?
স্নুধা ভ্রমে হলাহল করিলি যে পান।
বিপ্রগণ! অজ্ঞান বালিকা,
নাহি জানে কার মূর্ত্তি গলে দেছে মালা,
মার্জ্জনীয় নহে কি এ ভ্রম?

সংযুক্তা। নহে ভ্রম পিতঃ!
জেনে শুনে মাল্যদান করেছি উঁহায়।

জয়। কি কহিলি?

সংযুক্তা। জানি আমি কার পদে সঁপিলাম প্রাণ।
কায়মনবাক্যে সদা ভজেছি তাঁহায়,
পতি মোর পৃথ্বিরাজ।

জয়। আরে আরে কুলের কণ্টক!
পিতৃঅরি পতি তোর?
দুগ্ধ দিয়ে সর্পশিশু করিনু পালন,
হলো যাই বিষের উদ্গম,
প্রসারিয়ে কাল ফণা,
হেলায় পালক শিরে করিলি দংশন!
ভেবেছিস মনে, ভুলে স্নেহ আকর্ষণে,
ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে?

চাস যদি আপন মঙ্গল,
অন্য জনে বরমাল্য কর সমর্পণ।

সংযুক্তা। সেকি কথা দেব?
শিশুকাল হ'তে তুমিই শিখায়ে দেছ,
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে;
তুমিই বলেছ তাত!
"নারীধর্ম্ম করিতে পালন,
হলে প্রয়োজন,
তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জ্জন।"
তবে কেন তব উপদেশ,
তুমিই বিস্মৃত হও পিতঃ?
বরমাল্য সমর্পিয়ে একের গলায়
অন্যে বল কেমনে ভজিব?
দ্বিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে,
তাহে মান কি বাড়িবে তব?
চক্রবর্ত্তী রাণা জয়চাঁদ,
সুখী কি হবেন তায়?

জয়। প্রগল্‌ভা বালিকা!
কে যাচিছে উপদেশ তব,
চাস যদি আপন মঙ্গল,
সত্বর করহ মোর আদেশ পালন।

সংযুক্তা। নারীধর্ম্ম রক্ষা হতে কি মোর মঙ্গল?
পায়ে ধরি পিতঃ!
তনয়ারে শিখায়োনা কুলটা-আচার!

জয়। তনয়া! কে মোর তনয়া?
অকাতরে পিতার উন্নত শিরে,
যেই জন ঢেলে দেয় কলঙ্ক কালিমা,
পিতৃ অপমান করি আনন্দ যাহার,
পিতৃ আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে,
সে মোর তনয়া!
জয়চাঁদ! আজি নির্ব্বংশ রে তুই!
স্নেহাভ্রমে হৃদয় কাননে,
বিষবল্লী করিয়ে রোপণ,
বেঁধেছিলি মায়া আর স্নেহের প্রতাপে,
এবে নিজ করে নির্ম্মম হইয়ে,
বিষবল্লী ফেল উপাড়িয়ে!
সংযুক্তা! প্রস্তুত হও, স্মর ইষ্টদেবে!

(অসি নিষ্কাসন)

সংযুক্তা। পিতা, দুহিতা তোমার মরণে কি ডরে?
সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,
হলে প্রয়োজন,
বীরবালা হাসিতে হাসিতে,
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন!

জয়। ভাল, মর তবে,
নিভে যাক প্রাণের এ জ্বালা।

(অসি উত্তোলন)

রাওমল। কি কর বাতুল? (জয়চাঁদের হস্ত ধারণ)

জয়। প্রতি পদে বৃদ্ধ তুমি বাধা দাও মোরে,
এবে লও, প্রতিফল।

(হস্ত ছিনাইয়া রায়মলের হস্তে তরবারি আঘাত।)

কোথা গেল সে কালনাগিনী ?

(সংযুক্তাকে মারিবার জন্য পুনরায় অসি উত্তোলন, অকস্মাৎ পৃথ্বিরাজের প্রবেশ, আঘাত ব্যর্থ করন ও সংযুক্তাকে ধারণ।)

পৃথ্বি। কাপুরুষ ! তনয়ার লতে চাহ প্রাণ ?
এস প্রিয়তমে !
আজি হতে দৌরারিক গৃহে তব স্থা '।
প্রণাম চরণে তব,
পূজনীয় শ্বশুর ঠাকুর !

[সূর্য্যসিংহের পৃথ্বিরাজকে আক্রমণ, পৃথ্বিরাজের আঘাত ব্যর্থ করন ও সংযুক্তা সহ প্রস্থান।

জয়। সেনাপতি ! কি দেখ চাহিয়ে ?
পলাইলা পৃথ্বিরাজ,
বায়ুবেগে ধায় তুরঙ্গম !
প্রহরী যতেক,
কাষ্ঠপুত্তলিকাপ্রায় আছে দাঁড়াইয়ে !
সাজ সাজ যে আছ যথায়,
এস সবে আমার পশ্চাতে,
জয়চাঁদ নিজে আজি রোধিবে উহায়।



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

জয়চাঁদ, সূর্য্যসিংহ ও মন্ত্রী।

জয়। একে একে অতিক্রান্ত দ্বিতীয় বরষ,
কিন্তু প্রতিহিংসা সাধিবারে,
কই মোর ঘটিল সুযোগ ?
শার্দ্দূল-আলয়ে আসি
চুরি করি লইয়ে শাবক,
পলাইলা সে পামর,
হায় হায় কিছু মোরা করিতে নারিনু !
রাজসূয়ে কি ফল লভিনু ?
হীনবীর্য্য জয়চাঁদ কয় জনে জনে।
অপদার্থ আমি !
ধিক রাজ্যে ধিক সিংহাসনে,
শতধিক জীবনে আমার !

মন্ত্রী। আত্মগ্লানি কেন কর নৃপমণি ?

জয়। কেন করি ? কি বুঝিবে তুমি মন্ত্রি !
যার নামে একদিন।
থরথরি কেঁপেছে ভারত,
কীর্ত্তি যার ছিল ব্যাপ্ত সমগ্র ভুবনে,
সেই আমি, সেই জয়চাঁদ,
পরাজিত দুইবার পৃথ্বিরাজ-করে !
হের ম্লানজ্যোতি কনোজআসন,
কহে সকাতরে,
এই জ্বালা জয়চাঁদ দিলি তুই মোরে ?
কনোজের সীমান্ত প্রদেশে,
আইল চৌহানদল,
কেহ নাহি রাখিল সংবাদ !

মন্ত্রী। কতদিন বলেছি রাজন !
দোষী নহে তাহে কভু কনোজের প্রজা।
রাজসূয় যাগে মগ্ন সমস্ত নগরী,
চারিদিকে আনন্দের রোল,
কত রাজা আসিল কনোজে,
সাথে লয়ে হয় হস্তী আর সৈন্যচয়,
তার মাঝে ছদ্মবেশী চৌহানের দলে
চিনিতে নারিল কেহ।

সূর্য্য। বায়ুবেগে যবে আমি ধাইনু পশ্চাতে,
দেখিলাম একা পৃথ্বি সংযুক্তার সনে,
নীলবর্ণ তুরঙ্গম'পরে ;

হর্ষভরে কশাঘাত করিনু অশ্বেরে।
সহসা হইল তূর্য্যনাদ,
অকস্মাৎ পঞ্চশত অশ্বারোহী,
ভূতল ভেদিয়া যেন হইলা উদয়।
সংযত করিনু বাজীবেগ,
তবু প্রাণে আনন্দ অপার।
ভাবিলাম মনে, মাত্র পঞ্চশত অশ্ব,
ফুৎকারে উড়িয়া যাবে রাঠোর সকাশে।
কে জানিত সীমান্ত প্রদেশে,
অগণ্য চৌহানদল করিছে বিরাজ!
তবু আমি ভেবেছিনু জিনিব পৃথ্বিরে,
পঞ্চদিন হইল সমর,
সমতেজে জ্বলিল সে ভীষণ অনল,
ভস্মীভূত হয়ে গেল সহস্র জীবন,
জয় পরাজয় তবু না হলো নির্ণয়!
অপূর্ব্ব বীরত্ব তব দেখেছি আহবে,
এখনও যে কাঁপে হিয়া থরথরি মোর,
স্মরিলে সে তাণ্ডব ব্যাপার!
দেখেছি মৃগেন্দ্রে রাণা পশিতে সমরে,
অরণ্যের ভীতিকর শার্দ্দূলের সনে;
মদমত্ত মাতঙ্গেরে দেখিয়াছি দেব,
অরিদলে মথিতে চরণে;
কিন্তু এ হেন উন্মাদ বীরত্ব,
কভু আমি হেরিনি নয়নে!

জয়। কি হলো বীরত্বে মোর ?
ধিক বীর্য্যে ধিক বাহুবলে,
ষষ্ঠ দিনে হলো পরাজয়,
মাখিয়ে কলঙ্ক কালি ফিরিনু ভবনে !
হায় হায় মৃত্যু কেন না হলো আমার ?

মন্ত্রী। কি ফল স্মরিয়ে প্রভু অতীত কাহিনী ?

জয়। কিছুদিন পরে লুণ্ঠনের আশে,
আক্রমিলা যবনের দল।
ভাবিলাম মনে,
হীনবল পৃথ্বি এবে কনোজ-সমরে ;
কিন্তু হায় ! মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে সাথে,
অনায়াসে বিনাশিল যবনবাহিনী,
রুদ্ধ করি আনিল ঘোরীরে !

সূর্য্য। নীরবে সবে কি ঘোরী সেই অপমান ?

জয়। কখন না কখন না জানিহ নিশ্চয় ;
চতুর সে সাহেব উদ্দিন,
প্রতিহিংসা করিছে প্রতীক্ষা,
অবসর পাইলে অমনি
বিস্তারিয়া লোল জিহ্বা,
পৃথ্বিরাজ-বক্ষরক্ত করিবে সে পান !

সূর্য্য। কিন্তু ঘোরী,
রণাঙ্গণে ক্ষত্রবীর্য্য করেছে দর্শন,
সহজে সমরে সে কি হবে আগুয়ান ?

জয়। কিন্তু করে যদি কনোজ আহ্বান ?

মন্ত্রী। মহারাজ!

জয়। কেন মন্ত্রি উদ্বিগ্ন হৃদয়?
ভেবে আমি করিয়াছি স্থির,
একা ঘোরী কিম্বা একা জয়চাঁদ,
পরাজিতে নারিবে পৃথ্বিরে;
কিন্তু কনোজ-কেতন,
মিলে যদি যবনের সনে,
কার সাধ্য রোধিবে সে বেগ?
অনায়াসে পৃথ্বিরাজ হবে পরাভূত,
প্রতিহিংসা মিটিবে আমার।
তারপর লুণ্ঠিয়ে নগর,
ঘোরী যবে ফিরিবে কাবুলে,
চির অভীপ্সিত দিল্লীসিংহাসন,
হবে মোর করতল গত,
এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী হইবে নিহত।

মন্ত্রী। মম মতে অবিধেয় যবনে আহ্বান।

(রায়মলের প্রবেশ।)

রায়। সাধু মন্ত্রি! সাধু তব নিষেধ বচন!
বৎস, রাজনীতি করি আলোচনা,
শুক্ল মোর শির,
ধর এই বৃদ্ধের বচন,
হেন মতি করো না কখন।

জয়। খুল্লতাত! কে চাহিছে মন্ত্রণা তোমার?

রায়। রাখ মানা, যবনেরে জাননা জাননা,
সর্ব্বনাশ না কর সাধন ;
ভারতের পদে তুমি
স্বহস্তে দিওনা বেঁধে লৌহের শৃঙ্খল।
ভেবেছ কি জয়চাঁদ,
পার হয়ে পঞ্চনদ যবনের দল,
সহে তারা কত অর্থ কত প্রাণী নাশ,
রিক্তহস্তে যাবে ফিরে আপন আলয়ে,
তোমারে সঁপিয়ে দিয়ে দিল্লীসিংহাসন ?
জয়। তারা চায় করিতে লুণ্ঠন,
ল'য়ে যেতে রত্নরাজি আপন প্রদেশ।
রায়। ভ্রম, মহাভ্রম তব!
ভারতের শ্রেষ্ঠ রত্ন দিল্লী-সিংহাসন,
চায় তারা করিতে হরণ।
সমুদ্র মন্থনে লভি কৌস্তুভ রতন,
দেব কি প্রদানেছিল দানবপতিরে ?
বারিধি উদরে পশি শুক্তি অন্বেষণে,
মাটি মাখি যাবে তারা হাসিতে হাসিতে,
তোমারে প্রদানি বুঝি শ্রমলব্ধ ধন ?
জয়। ভাল যা বুঝিব মনে সম্পাদিতে তায়,
বোধ হয় অধিকার আছয়ে আমার।
রায়। প্রাণের অধিক স্নেহ করি সদা তোরে,
কিন্তু জয়চাঁদ!
তোর চেয়ে বাসি ভাল জনম ভূমিরে।

নহে স্বয়ম্বর স্থলে আহত হইয়ে,
সেই রুধিরাক্ত করে লয়ে করবাল,
পশিতাম কভু ফিরে পৃথ্বী সনে রণে ?
সেই স্নেহবশে পুনঃ কহি তোরে,
সুধা ভ্রমে হলাহল করিও না পান,
ডুবিও না স্বখাত সলিলে !
জন্মভূমি—মহারত্নে
দিওনা তুলিয়ে বৎস যবনের করে।

জয়। না চাহি শুনিতে আমি প্রলাপ বচন,
যাও চলি সম্মুখ হইতে।

রায়। জন্মশোধ তবে মোরে প্রদান বিদায়।

জয়। যাও চলে যথা ইচ্ছা তব,
না চাহি দেখিতে মুখ।

[রায়মলের প্রস্থান।

মন্ত্রী। (স্বগত) রন্ধ্রগত শনি যার কে তারে ফিরাবে ?
নিকট শমন যার,
সে কি কভু বৈদ্যবাণী শুনে ?

জয়। সূর্য্যসিংহ ! কিবা তব অভিপ্রায় ?

মন্ত্রী। আছে এক প্রার্থনা আমার,
করিলে পূরণ কৃতার্থ হইবে দাস।

জয়। কি বাসনা নিঃসঙ্কোচে কহ প্রকাশিয়ে।

মন্ত্রী। বহুদিন রাজকার্য্যে অপটু শরীর,
বাসনা আমার প্রভু, লয়ে অবসর,

করিব বারেক তীর্থ পর্য্যটন,
শেষের সম্বল কিছু করিতে সঞ্চয়।
জয়। ভাল সত্বর আসিও ফিরে।
মন্ত্রী। (স্বগত) দীননাথ ! পাপরাজ্যে যেন মোরে
আর কভু না হয় ফিরিতে। [প্রস্থান
জয়। সূর্য্যসিংহ ! প্রহরীরে জানাও আদেশ,
অদ্য নিশাযোগে,
সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয় দেখাবে যে জন,
সযতনে যেন তারে আনে মম পাশে।
বুঝেছ কি কেবা সেই জন ?
সূর্য্য। বুঝিয়াছি, যবনের দূত।
জয়। যাই এবে বিশ্রাম আগারে,
দিবা অবসানে আসিও হেথায়,
তিন জনে পরামর্শ করিব গোপনে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



উদ্যান।

যমুনা।

যমুনা। একা আমি এ ঘোর সংসারে !
ছিল যেবা জীবনের সাথী,
যার সনে ক'য়ে কথা জুড়াইত প্রাণ,
আমারে ফেলিয়া এই অন্ধকার মাঝে,

গেছে চলি নির্ম্মম হৃদয়ে,
শূন্য প্রাণে আমি শুধু শূন্যে চেয়ে আছি!
সত্য কি হৃদয় মোর,
স্থির ধীর অনন্ত আকাশ সম,
শূন্য সমুদয়?
নহে কেন, কমনীয় ইন্দ্রধনু সম,
সে চারু বদন ছবি,
ক্ষণতরে হইয়ে উদয়,
পুনঃ হায় মিলাইয়ে যায়?
কই তবে অরুণের উজ্জ্বল বিভায়,
হৃদি পরমাণু মোর উছলিত হয়?
যোধমল! যোধমল!
ছি ছি কি বলিবে পিতামহ?
কি বলিবে সংযুক্তা ভগিনী,
হৃদয়ের দুর্ব্বলতা শুনিলে আমার!

(রাওমলের প্রবেশ।)

রাও। যমুনে! হেথা তুমি র'য়েছ বিরলে?

যমুনা। একি পিতামহ!
পাণ্ডুবর্ণ কেন তব বদন কমল?
মহীধর কাঁপে না ত সামান্য পবনে!

রাও। করেছি মনন যাব তীর্থপর্য্যটনে;
যাইবার পথে,
সংযুক্তারে যাব দেখে বারেকের তরে;
যমুনে! যাবে সাথে মোর?

যমুনা। সদা প্রাণ কাঁদে মোর সংযুক্তার তরে,
শিশুকাল হ'তে দোঁহে একত্রে পালিত,
কত খেলা খেলেছি দু'জনে।
দেখা যদি পাই, স্বর্গ হাতে পাই,
গলা ধরে দু'জনায় কত কথা কই,
বল বল, কবে যাবে তাত?

রাও। কবে? এই দণ্ডে, বিলম্ব না সয়,
আয়োজন করহ সত্বর।

যমুনা। এই দণ্ডে! ক্ষমা কর মোরে,
কিন্তু বাধা না থাকিলে—

রাও। নহে এ সময়,
অগ্রে হই কনোজের সীমার বাহির,
তার পর শুনিও সকলি।
(যোধমল ও ধাত্রীর প্রবেশ।)

ধাত্রী। মহারাজ!
শুনি নাকি যমুনারে ল'য়ে সাথে,
যাবে তুমি তীর্থপর্য্যটনে?

রাও। সত্য মাতঃ করেছি মনস্থ।

ধাত্রী। তবে দেব শুন নিবেদন,
সপুত্রক এ দাসীরে লয়ে চল সাথে।

রাও। সে কি মাতঃ?

ধাত্রী। বৃদ্ধা আমি, শুক্ল মোর শির,
বিধেয় কি নহে মোর পুণ্যের অর্জ্জন?
সংযুক্তা বিহনে,

ছিনু চেয়ে যমুনার পানে,
সেও যদি যায় চলে,
কার তরে বল তবে রহিব এ পুরে ?
যারা মোর হৃদয়ের আলো,
একে একে যদি তারা দূরে চ'লে গেল,
আঁধার মাঝারে হায় কেমনে থাকিব ?
বিশেষতঃ মনে মোর হয়,
কনোজের জল বায়ু সহ্য নাহি হয়।

যোধ। মহারাজ !
দাস পদে মাগিছে আশ্রয়,
দয়া ক'রে সাথে ল'য়ে যাও।
চিরদিন অসি মোর আবদ্ধ কঞ্চুকে,
দেশবৈরীরক্তে তার পিপাসা মিটাও।

রাও। যোধমল !

যোধ। দেব ! ক্ষম অপরাধ,
মতি মোর চপল চঞ্চল,
নাহি জানি মনোভাব রাখিতে গোপন,
রাজনীতি শাস্ত্র কিছু না চাহি জানিতে।
শুধু এইমাত্র জানি,
বীরের প্রধান ধর্ম্ম স্বদেশ রক্ষণ,
হিন্দুর প্রধান কার্য্য যবন নিধন।

রাও। যবন নিধন !
কি কহিছ যোধমল ?
কেন হেন প্রলাপ বচন ?

যোধ। নহে প্রভু প্রলাপ বচন !
অকারণ কেন দাসে করিছ ছলনা ?
গুপ্ত কক্ষে সমীরণ গুপ্ত ভাবে পশে,
গুপ্ত রেণু চুরি করি—
ছড়াইয়া দেয় জেনো মানব সকাশে,
তাই দেব কহি পদে ধরে,
লহ সাথে অধম কিঙ্করে।

রায়। ভাল ত্বরা তবে কর আয়োজন।

যোধ। জয়হোক ! জয়হোক মহারাজ !

রায়। কিন্তু সাবধান ! অতি সংগোপনে,
যেন কেহ নাহি শুনে,
জেনো মনে পাষাণের আছয়ে শ্রবণ।

যোধ। প্রতিবর্ণে হবে তব আদেশ পূরণ ;
দেব কর আশীর্ব্বাদ,
বাহু মোর, আদেশের তব,
পারে যেন রাখিতে সম্মান।
ওহোঃ কি আনন্দ আজি !
ঈপ্সিত বাসনা মোর হইবে পূরণ,
দেশবৈরী রক্তধূমে ছাইব গগন,
হোরীখেলা যবনরুধিরে।

(প্রস্থান।

যমুনা। ধন্য ! ধন্য যোধমল !

রাও। ধন্যা ধাত্রী মাতা !

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর বিলাস-কক্ষ।

সংযুক্তা।

সখিগণের গীত।

ওই সুদূর দেশের মধুর চাঁদিনী এসেছে।
তাই বিলাস রঙ্গে অঙ্গ আবরি, ফুলহারে ধরা হেসেছে॥
কত সোহাগের বায় উঠেছে বাস,
কত মধুরে মিশেছে মরম শ্বাস,
কত তাপিত বুঞ্জ বাসি মালা ফেলে,
হাসি ভেলা ধরে ভেসেছে॥

১মা। দেখ সখি! ফুল অলঙ্কারে,
ফুলরাণী সাজিল কেমন!
দেখে যাও সমগ্র জগৎ,
দেখে যাও স্বর্গ হ'তে দেবতা আসিয়া,
ধরাতলে দেবী মূর্ত্তি হইলা উদয়!

২য়া। শিরীষ কুসুম সম মহারাণী কায়,
কুসুমের শোভা যেন বেড়েছে দ্বিগুণ,
হীরকের শোভা যথা হৈম-হারে থাকি।

সংযুক্তা। ছিঃ! কি কহ সজনি?
দেবতা মস্তকে স্থান যে কুসুম পায়,

মম অঙ্গ পরশনে,
তার কিবা বাড়িল আদর ?
২য়া। সখি! ভাগ্যগুণে পুষ্পের আদর।
বহু পুষ্পে হয় বটে দেবতা অর্চ্চনা,
বহু পুষ্প শোভা পায় সুন্দরীর শিরে,
কিন্তু পুনঃ, কত ফুল ফুটিয়া বিজনে,
ছড়ায়ে সুষমা তার মরু সমীরণে,
অযতনে ঝরে পড়ে যায়!
তবে এবে কহত সজনি,
যে পুষ্পে আদর করে,
দিল্লীশ্বরী সংযুক্তা সুন্দরী,
নহে কিলো বহু ভাগ্য তার ?

গীত।

অলি কেঁদে কত ফিরে যায়, কেঁদে কত ফিরে আসে,
তবে না কলিতে মধু ভাসে,
না দিলে রমণী চরণ বুকে, অশোক সুখে কি হাসে॥
রমণী মুখের মধুতে ব্যাকুল,
না হলে ফোটে কি বকুল মুকুল,
আকুল না হলে জাগে কি প্রণয়,
নীরবে হিয়ার শয়ান পাশে।

[সখিগণের প্রস্থান।

(পৃথ্বিরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বি। কি সাজে সেজেছ আজ, দিল্লীর ঈশ্বরি !
রূপ যেন শত ধারে পড়িছে উথলি।
সাধ হয় রাখি দূরে রাজ্য কোলাহল,
দিবানিশি থাকি ডুবে ও রূপ-সাগরে।

সংযুক্তা। মহারাজ !
ওই যে গগন-পটে পূর্ণিমার শশী,
ছড়ায়ে রূপের রাশি,
হাসি হাসি ভাসি চলি যায়,
নহে কি সে মহারাণা বিমল বরণ,
প্রখর তপন হ'তে উদ্ভাসিত হয় ?
সেই মত দাসী তব জেনো দিল্লীশ্বর,
রূপে তব রূপবতী, গুণে গুণবতী।
আমি মাত্র ক্রীড়নক তব,
তোমারি আদরে মোর এতই আদর ;
পদাঘাতে ফেল ভেঙ্গে যদি,
অনাদৃতা রব পড়ে ধরণীর বুকে,
কেহ নাহি চাবে ফিরে আর !

পৃথ্বি। প্রাণপ্রিয়ে !
ধ্রুবতারা তুমি মোর হৃদয়-গগনে
লক্ষ্য রাখি তোমা পানে,
রাজ্যতরি অবাধে চালাই।
আছে কি স্মরণ প্রিয়ে,
কনোজের সীমান্ত প্রদেশে,

রাঠোরের দল যবে ঘেরিল আমায়,
বাগুরা মাঝারে বদ্ধ শার্দ্দূলের প্রায়,
কাহার সাহায্যে প্রিয়ে পেনু পরিত্রাণ ?
অর্জ্জুনের সুভদ্রা সমান,
করেছিলে তুমি মোর অশ্ব সঞ্চালন,
তব করে গেল কত রাঠোর জীবন !

সংযুক্তা। তুলো না সে কথা প্রাণনাথ !
ভেবেছিনু মনে,
শুক্ল প্রতিপদে বুঝি অভাগী কপালে
চিরতরে অমানিশা আসিল এবার।

পৃথ্বি। পিতা তব করেছিল ভীষণ সমর,
কি বিক্রমে যুঝিল রাঠোর !
বহুশ্রমে ষষ্ঠ দিনে লভিনু বিজয়।
কিন্তু হায় চতুষষ্ঠী চৌহান সেনানী,
সহস্র সহস্র সেনা সনে,
শায়িত রহিল সবে অনন্ত নিদ্রায়,
এ জীবনে তাহাদের ভুলিতে নারিব !

সংযুক্তা। প্রাণেশ্বর !
মোর তরে সহ তুমি কত আত্মত্যাগ !

পৃথ্বি। আমি আর নহি ত আমার প্রিয়তমে
আত্মা মোর গেছে মিশে তব আত্মা সনে।
রাজ্ঞি ! প্রিয়তমে ! সংযুক্তা আমার !

সংযুক্তা। হৃদয়েশ ! অধিকার দেছ মোরে,
তাই আমি সুধাই তোমায়,

কহ মহারাজ!
রাজ্যের ত কুশল সকলি?

পৃথ্বি। প্রজাগণ সবে আছয়ে কুশলে,
অন্নকষ্ট, জলকষ্ট, করের তাড়ন,
সংক্রামক ব্যাধি আদি যত শত্রুগণ,
পুত্রাধিক প্রজাগণে না করে পীড়ন।
কিন্তু হায়! শুন মহারাণি!
শান্তিসুখ বুঝি নাই ললাটে তাদের!

সংযুক্তা। কেন? কেন? পুনঃ কিবা অশান্তি কারণ?

পৃথ্বি। পঞ্চনদ সামন্ত নৃপতি
মোরে প্রেরেছে বারতা,
সীমান্ত প্রদেশ হ'তে যবনের দল,
দিল্লীমুখে গুটি গুটি হয় অগ্রসর।

সংযুক্তা। এই ত সেদিন নির্লজ্জ যবন,
মেগে নিল পরাজয় ক্ষত্রিয় সকাশে।
কনোজ সমর পরে ফিরিয়া দিল্লীতে,
তিলমাত্র না লয়ে বিশ্রাম,
অবশিষ্ট চত্বারিংশ সেনানির সাথে,
মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে,
অগণ্য যবনদলে,
ফেরুপাল সম দিলে খেদাইয়ে!
নায়ক তাদের ভীরু কাপুরুষ,
দন্তে তৃণ করিয়া ধারণ, মাগিল মার্জ্জনা।
তবে বল কি সাহসে কাপুরুষগণ

পুনঃ আসে দিল্লী অভিমুখে ?
জানে না কি শুষ্কপত্র সম,
ফুৎকারে উড়িয়া যাবে,
ক্ষত্রতেজ ভীম প্রভঞ্জনে ?

পৃথ্বি। কিন্তু রাণি, কাপুরুষ ঘোরী
নিমন্ত্রিত হয়ে আসে যদি,
ক্ষত্রিয় সাহায্য যদি পায়,
তবে কি সহজ হবে যবন-বিজয় ?

সংযুক্তা। অসম্ভব কথা মোর বিশ্বাস না হয় ;
কে হেন ক্ষত্রিয় আছে ভারত ভিতর,
জন্মভূমি মহারত্নে,
ম্লেচ্ছ করে তুলে দিতে ডালি,
যেই না হবে কাতর ?

পৃথ্বি। রাণি ক্ষম অপরাধ !
কিন্তু গুপ্তচর মুখে পেয়েছি সংবাদ,
ক্ষত্রকুলগ্লানি জয়চাঁদ,
আমন্ত্রণ করেছে ঘোরীরে ;
রণস্থলে কনোজ-কেতন,
মিলিবে আফ্‌গান সনে।

সংযুক্তা। বজ্র ! বজ্র ! কোথা বজ্র এ সময় !
শ্রবণ বধির কেন না হলো আমার ?
মহারাজ ! ধরি পায় করোনা ছলনা,
বল নাথ, সত্য এ ঘটনা ?

পৃথ্বি। সত্য প্রিয়তমে !

সংযুক্তা। তবে দূর হও পিতৃভক্তি হৃদয় হইতে!
যতদিন শত্রু ছিলে মোর,
জনকের যোগ্য পূজা করিতে প্রদান,
কভু আমি হই নি কাতর।
কিন্তু আর তুমি পিতা নহ মোর,
দেশবৈরী জয়চাঁদ ক্ষত্রিয় অধম।

পৃথ্বি। স্থির হও, রাণি!

সংযুক্তা। মহারাজ আমি আছি স্থির,
কিন্তু তুমি স্থির কোন প্রাণে?
সৈন্য কোলাহল কেন এখনও না শুনি?
কই সেই হস্তির বৃংহতি,
আর অশ্বপদ ধ্বনি?
অস্ত্রের মধুর রোল,
কেন নাহি উঠিছে গগনে?
বীরগাথা চারণের দল,
কেন নাহি সপ্তমেতে গায়?
উৎসাহ অভাব কেন ক্ষত্রিয় বদনে?

পৃথ্বি। ধৈর্য্য ধর, মহারাণি!
রেখ মনে কাপুরুষ নহে পৃথ্বিরাজ।

সংযুক্তা। মহারাজ ক্ষমা কর মোরে।
রাজর্ষি সমরসিংহে পাঠাতে বারতা,
তিলার্দ্ধও না কর বিলম্ব।
রাজাদেশ করহ প্রচার,
রাঠোরে করিবে বন্দী দিল্লীতে পাইলে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ! দুটী স্ত্রীলোক ও দুটী পুরুষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ ক'রতে অভিলাষী।

পৃথ্বি। মূর্খ! সাক্ষাতের এ সময় নয়, তাকি তুমি জান না?

প্রহরী। জানি মহারাজ! কিন্তু তাঁদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, আমাকে সংবাদ দিতে বাধ্য হ'তে হলো। তাঁরা বলেন, সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখলেই মহারাজ তাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করবেন।

পৃথ্বি। কে তাহারা?

প্রহরী। দাস অবগত নয়; তবে তাঁরা রাঠোর।

পৃথ্বি। রাঠোর! দেখি সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখি।

(প্রহরীর অঙ্গুরী প্রদান)

তাঁদের সমাদরে এখানে লয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

তব নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরী সুন্দর,
যমুনারে প্রদানেছ বলেছিলে মোরে,
যমুনা কি আইল হেথায়?

(রাওমল, যমুনা, যোধমল ও ধাত্রীর প্রবেশ)

সংযুক্তা। যমুনে! প্রাণময়ী ভগিনি আমার!

(আলিঙ্গন)

পৃথ্বি। কি সৌভাগ্য আজি মোর!
পবিত্র প্রাসাদ, তাত, তব পদার্পণে।

রাও। বৎস! সুখী হনু সৌজন্যে তোমার,
বীরত্ব বিনয় হেরি,
একাধারে মিলিত তোমাতে,
নহিলে কি নৃপতি অনঙ্গপাল,
দিল্লী-সিংহাসনে বরেণ তোমায়?

পৃথ্বি। যোধমল! কুশল তোমার?

যোধ। তব আশীর্ব্বাদে দেব সকলি কুশল।

রাও। শুন পৃথ্বি! যে কারণ মোর আগমন।
শত্রু তুমি কনোজের,
সে কারণ শত্রু তুমি মোর;
কিন্তু ভারতের শত্রু জেনো,
সম শত্রু তোমার আমার।
যতদিন দেশবৈরী সনে হবে রণ,
ততদিন মিত্র মোরা সোদর সমান,
বৃদ্ধের এ ক্ষীণ বাহু তব আজ্ঞাধীন।

পৃথ্বি। ধন্য! ধন্য মহারাজ!
দেখেছি বীরত্ব তব কনোজ-সমরে,
স্বয়ম্বর সভামাঝে আহত হইয়ে,
তবু তাত করেছিলে রণ,
স্বদেশের গৌরব কারণ।
ধন্য আমি তোমারে লভিয়ে।

যোধ। মহারাজ!
বাক্য নাহি জানে যোধমল,
প্রকাশিতে অন্তরের কথা।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র অসি,
দেশবৈরী-রক্তপানে সতত উন্মুখ।

পৃথ্বি। ধন্য তুমি ক্ষত্রকুল-উদিত তপন!
এস দেব বিশ্রাম আগারে,
ক্ষণপরে পরামর্শ করিব সকল।

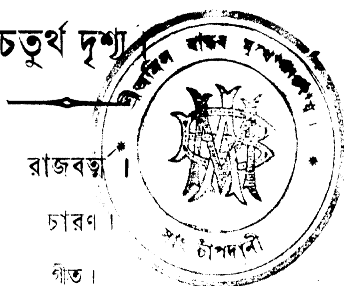
[পৃথ্বিরাজ, রাওমল ও যোধমলের প্রস্থান।

সংযুক্তা। ধাত্রীমাতা বড় স্নেহ সংযুক্তারে তব,
ভেবেছিনু ভুলে বুঝি যাইলে আমায়।

ধাত্রী। কাহারে ভুলিব? তোরে? সংযুক্তারে?
জাননা কি বৎসে!
তুমি এই বৃদ্ধার জীবন।
বর্ষ দুই না হেরিয়ে তোরে,
ছিনু আমি মিশাইয়ে জীবনে মরণে।

সংযুক্তা। লো যমুনে! কতদিন হেরি নাই তোরে,
কতদিন গলাধরে দোঁহে,
কহি নি প্রাণের কথা কুঞ্জ অন্তরালে;
কতদিন সরসীর কূলে বসি,
শুনি নাই কমকণ্ঠে মধুর সঙ্গীত;
এবে তোরে পাইয়ে আলয়ে,
স্বর্গ সুখ হলো ধরাধামে:
আয় বোন্!
প্রাণে প্রাণে যাক মিশে সংযুক্তা যমুনা।

চতুর্থ দৃশ্য।



রাজবর্ত্ম।

চারণ।

গীত।

ত্রিনয়না তারা ত্র্যম্বকে তারিনি।
ঘোরা দিগম্বরা, তীক্ষ্ণ অসিধরা, শূলীসোহাগিনি।
লটপট কেশপাশ, খসেছে কটীর বাস,
জ্বালা উজ্জ্বলা, করাল বদনা, কপালমালিনি॥
তাথৈ তাথৈ নৃত্য থৈ থৈ, মহাকাল লুটিছে ঐ,
ঘোর হুঙ্কারে, কাঁপে থরথরে, দনুজ দলনি॥

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

চারণ। উঠহে নগরবাসি, ধর ধনু ধর অসি,
হাসি হাসি পশ সবে সমর প্রাঙ্গণে।
আসিছে যবনদল, লঙ্ঘি নদ, হিমাচল,
স্বাধীনতা-শতদলে দলিতে চরণে॥
ত্যজহ নিদ্রার ঘোর, দেখ গৃহে পশে চোর,
আর্য্যদের সার রত্ন কাড়িয়া লইতে।
বারেক হারালে যাহা, কখন পাবেনা তাহা,
নিজধনে চোর ভাবে হইবে থাকিতে॥
উঠ শক্তিস্বরূপিণী, বীরপুত্র প্রসবিনী,
ভারতের বীরাঙ্গনা পুরনারীদল।

পতি, পুত্র, ভ্রাতাগণে, রণ-সাজে সযতনে,
সাজাও, না ফেলি চোখে বিন্দুমাত্র জল॥
ভুলো না পড়িয়ে মোহে, কাদের শোনিত বহে,
ধমনী মাঝারে মা গো তোমা সবাকার।
সন্তানে "জুজু"র ভয়, দেখাতে জনম নয়,
জননি গো তোমাদের, ভারত মাঝার॥

না-গণ। জয় জয় মহারাণা দিল্লীশ্বর জয়,
মারিব যবনে কিম্বা মরিব নিশ্চয়।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

(পৃথ্বিরাজ, অখিলসিংহ, ভীমচাঁদ, চন্দ্রপতি,
রাওমল ও যোধমল)

পৃথ্বি। মন্ত্রিবর! কহ সমাচার,
সামন্তনৃপাতকুল,
ত্বরিতে ত আসিছে দিল্লীতে?

ভীম। রাজভক্ত সামন্তের দল,
ত্বরা তব পালিবে আদেশ।

পৃথ্বি। কি কহিলা মিত্র রাজগণ ?

ভীম। মিত্র রাজগণ,
জয়চাঁদ পরামর্শ করেছে শ্রবণ।
কহেছে সকলে,
ঘোরী যবে আক্রমিবে রাজত্ব তাদের,
অসি করে সে সময় খেদাবে তাহারে,
নহে পরের রাজত্ব নিয়া,
তাহাদের শিরঃপীড়া কিবা ?

পৃথ্বি। স্বার্থপর ঈর্ষুকের দল !
এত নীচ অন্তর তোদের ?
ভুলিলি কি একতাবন্ধন ?
বিধর্ম্মীর সনে রণ ভুলিলি কেমনে ?
যে জাতির নেতা মাঝে বৈষম্য এমন,
অচিরে হইবে তার অধঃপতন।

ভীম। শুধু মহাবীর চিতোরের রাণা —

পৃথ্বি। জানি আমি রাজর্ষি রাণারে,
সম্পদে বিপদে তিনি সহায় আমার।
মূঢ় আমি তেঁই হেতু,
নীচ বুদ্ধি রাজগণে,
করেছিনু আমন্ত্রণ এঘোর সমরে।
না চাহি সাহায্য কার,
মিলিত হইলে দিল্লী চিতোর কেতন,
ঘোরী ত দূরের কথা,
ফুৎকারে উড়াতে পারি সমগ্র জগৎ।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! সমাগত দিল্লীর দুয়ারে
কুমার কল্যাণ সহ চিতোরের রাণা।

পৃথ্বি। যাও মন্ত্রি! যাও চন্দ্রপতি!
সসম্ভ্রমে লয়ে এস তাঁরে।

[ভীমচাঁদ, চন্দ্রপতি ও দূতের প্রস্থান।

পৃথ্বি। সেনাপতি!
চিতোর সেনানিবাস হয়েছে প্রস্তুত?

অখি। সকলি প্রস্তুত মহারাণা!

পৃথ্বি। সমাগত সৈন্যদের,
যেন কভু ক্লেশ নাহি হয়।

(সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ, ভীমচাঁদ ও চন্দ্রপতির প্রবেশ)

পৃথ্বি। নমস্কার মহারাণা তব পদাম্বুজে!

সমর। আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই!
পৃথ্বি! বড় প্রীত তব আচরণে।
ঘোরী সনে বিগত সমরে,
একা তুমি লভিলে সুযশ,
অংশ দিতে মোরে ভাই হইলে কাতর?
স্বপনেও ভাবি নাই কভু,
পুনঃ মোর মিলিবে সুযোগ,
যবনের রক্তে অসি ধৌত করিবারে।
জয়চাঁদ নাকি মিলিছে ম্লেচ্ছের সনে?

চন্দ্র। মিলেছে কি ? জোড়াগাঁথা ত অনেক দিন হয়ে গেছে। এখন মূষলের উৎপত্তি হলেই ভাবনা যায়।

সমর। ভীরু, কাপুরুষ !
বার বার হয়ে পরাজিত,
হেন নীচ প্রতিহিংসা সাধ তোর ?
দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী ক্ষত্রকুলগ্লানি !
শুন পৃথ্বি ! প্রতিজ্ঞা আমার,
রণস্থলে পাই যদি নরকের কীটে,
একবার দেখা পেলে তার,
পদাঘাতে চূর্ণিব মস্তক ;
সে যদি এবার,
প্রাণ লয়ে পলাইতে পারে,
হস্ত পদ পোড়াব অনলে,
অসি কভু না ধরিব আর।

সকলে। জয় জয় চিতোরের রাণা !

পৃথ্বি। কুমার কল্যাণ !
বীরত্বের খ্যাতি তব শুনেছি শ্রবণে,
দেখিবার অবসর হয় নাই কভু।
আশা মোর যবন-সমরে,
খ্যাতি তব বাড়িবে দ্বিগুণ।

কল্যাণ। মহারাজ !
পিতা যার চিতোরের রাণা,
পৃথ্বিরাজ মাতুল যাহার,
বীরোচিত ব্যবহারে গৌরব কি তার ?

আশীর্ব্বাদ কর দাসে,
পারি যেন সংরক্ষিতে বংশের সম্মান।

সকলে। জয় জয় কুমার কল্যাণ!

পৃথ্বি। নীরব অসির ভার বহিতে না পেরে,
কলাণ এসেছে সাথে যবন সমরে।
চিতোর রক্ষার ভার কে নিয়েছে রাণা?

সমর। বীরবালা কর্ম্মদেবী লইয়ে সে ভার,
কল্যাণে পাঠায়ে দেছে সম্মুখ সমরে!

সকলে। জয় জয় বীরবালা হিন্দুর গৌরব!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাজ! কনোজের সেনানী জনেক,
মাগিছে দর্শন তব।

পৃথ্বি। কনোজ-সেনানী! ভাল লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান ও সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।)

রায়। এ কে? সূর্য্যসিংহ!

চন্দ্র। একি বাবা! ব্যাপার কিছু ঘোরাল রকম দাঁড়াচ্ছে যে!

পৃথ্বি। স্বাগত প্রাসাদে মোর হে ধীমান্!

সূর্য্য। মহারাজ, আমি চিরশত্রু তব,
বার বার তব সনে করেছি সমর।
কিন্তু বহিঃশত্রু সনে হইলে কলহ,
গৃহশত্রু মিত্র হয়ে যায়।
সেই হেতু এসেছি ছুটিয়ে,
ক্ষুদ্র অসি তব পদে দিতে উপহার।

পৃথ্বি। সাধু বীর! সাধু সেনাপতি!
দেখুক যবন,
হিন্দুদের একতা কেমন!

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। যবন-দূত বহির্দ্বারে অপেক্ষা ক'রচে, মহারাজের দর্শনপ্রার্থী।

পৃথ্বি। লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান ও যবন-দূত সহ পুনঃ প্রবেশ।)

য-দূ। মহারাজ! ভারত বিজয় আশে,
প্রভু মোর উপনীত সিন্ধুনদ পারে।

পৃথ্বি। ভারত বিজয় সাধ মেটেনি কি তার?
সে দিন যবন,
দন্তে তৃণ করিয়ে ধারণ,
প্রাণ ভিক্ষা মোর পাশে মাগিল যখন,
বলেছিল বার বার,
হিন্দুস্থানে ঘোরী কভু আর না আসিবে,
এত শীঘ্র সে প্রতিজ্ঞা ভুলিল কেমনে?

সূর্য্য। যবনের প্রতিজ্ঞার পাশ,
উপহাস! উপহাস!

য-দূত। সুলতান আদেশ আমি জানাই রাজনে!
না থাকে বাসনা যদি,
হারাইতে দিল্লী সিংহাসন,
অর্দ্ধ রাজ্য ছেড়ে দাও তাঁরে।

ভীম্ম। সাবধান, যবনের দূত !

অখি। দূত তুমি, অবধ্য মোদের,
নহে খণ্ড খণ্ড করি ও পাপ রসনা,
ফেলিতাম জ্বলন্ত অনলে।

পৃথ্বি। ক'য়ো দূত প্রভুরে তোমার,
অংশুমালী যদি আকাশের পটে,
অন্য এক তপনেরে পারে দিতে স্থান,
তবু পৃথ্বিরাজ সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমি
দানিবে না যবন রাজারে।

সকলে। জয় জয় পৃথ্বিরাজ বীরত্ব আধার !

সমর। প্রভু তব একবার,
দেখে গেছে ক্ষত্রিয়ের অসির ঝলক,
শুনে গেছে ক্ষত্রিয়ের কোদণ্ড-টঙ্কার,
কহিও তাহায়,
প্রাণ ভিক্ষা না পাবে এবার,
পরাজয় বার্ত্তা দিতে সুদূর ভবনে,
না ফিরিবে একটী যবন।

য-দূত। শুন মানা দিল্লীশ্বর !
চতুর্গুণ সৈন্য ঘোরী এনেছে এবার।

যোধ। কাহারে দেখাও ডর যবনের দূত ?
সিংহশিশু মাতৃক্রোড় হ'তে,
লম্ফ দেয় মাতঙ্গের শিরে !
মরুমাঝে পর্ব্বত কন্দরে,
ভীষণ শ্বাপদগণে দলিয়ে চরণে,

ক্ষত্রশিশু করে শিশুখেলা!
ক্ষত্রমাতা জন্মভূমি তরে ;
প্রাণসম আপন সন্তানে,
হাসিমুখে দেয় তুলে শমনের করে!
তীক্ষ্ণধার তরবার কিরীট বল্লম,
শিশুদের ক্ষুদ্র ক্রীড়নক,
ভয় কথা ক্ষত্র নাহি জানে!

কল্যাণ। মৃগযূথে মথিবার কালে,
মৃগেন্দ্র কি ভাবে কভু সংখ্যা তাহাদের?
ফেরুপালে নাহি মানে দুরন্ত শার্দ্দূল।

য-দূত। তবে শুন মহারাজ!
রণস্থলে পাইবে দেখিতে,
আফগানের সনে কনোজ কেতন।

রায়। ধিক্ জয়চাঁদ! শতধিক তোরে!
দ্বিধা হও মাত বসুন্ধরে!
গ্রাস সেই দেশদ্রোহী দুরাত্মা রাঠোরে!

পৃথ্বি। ক'য়ো দূত শ্বশুরে আমার,
রণস্থলে অসি করে জামাতা তাঁহার,
ভক্তি ভরে যোগ্যপূজা প্রদানিবে তাঁয়।

[যবন দূতের প্রস্থান।

মন্ত্রি! সীমান্তের সামন্ত রাজেরে,
এই দণ্ডে পাঠাও আদেশ,
পদমাত্র ঘোরী যেন আগু না বাড়ায়।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

সেনাপতি ! প্রথম বাহিনী সনে,
এই দণ্ডে তুমি হও অগ্রসর,
দৃশদ্বতী তীরে ফেলিও শিবির।

[অখিল সিংহের প্রস্থান।

কুমার কল্যাণ !
দ্বিতীয় বাহিনী তব ভার ;
মহারাণা চালিবেন চিতোর সেনারে,
সামন্ত সেনার নেতা, রাজা রায়মল।

চন্দ্র। মহারাজ ! এ অধীন শুধু ফুট রয়ে গেল !

পৃথ্বি। তৃতীয় বাহিনী রবে আমার অধীন,
পার্শ্বচর তুমি বন্ধু মোর !
অন্য এক গুরুকার্য্য ভার,
দানিব তোমায়,
কব তাহা অতঃপর।
তব করে সূর্য্যসিংহ, চতুর্থ বাহিনী,
পুরী-রক্ষা-ভার
যোধমল, দিলাম তোমায়।

যোধ। মহারাজ ! কোন্ দোষে দোষী দাস পদে !
একদিন পুরস্কার দেবে বলেছিলে,
তাই আসিয়াছি লতে পুরস্কার ;
ভিক্ষা মাগি ধরিয়ে চরণ,
আদেশ করহ দাসে যাইতে সমরে।

পৃথ্বি। যোধমল ! বৃদ্ধা মাতা তব,

তুমি একমাত্র পুত্র তাঁর ;
কেহ আর নাহি এ সংসারে,
এ বৃদ্ধ বয়সে তাঁরে করিতে পালন,
কোন্ প্রাণে আমি তোমা পাঠাব সমরে ?
আমার(ই) স্থাপিত নীতি লঙ্ঘিব কেমনে ?

যোধ। মাতা মোর মহারাজ!
ক্ষত্রিয় কুমারী, ক্ষত্রিয় জননী,
কবে কোন্ ক্ষত্রিয় রমণী,
রণে যেতে পুত্রে করে মানা ?
কবে কোন বীরবালা
সন্তানেরে গৃহকোণে লুকাইয়ে রাখে ?

পৃথ্বি। জানি যোধমল ! হাসিমুখে বীরবালা,
পাঠাতে সম্মুখ রণে,
বীর সাজ পরায় সন্তানে ;
কিন্তু রাজা আমি,
অবিচার করিতে না পারি।

যোধ। মহারাজ ! বীর তুমি বিখ্যাত ভুবনে ;
অসি করে তব সনে পশিতে সমরে,
চিরদিন বড় সাধ মনে,
মম ভাগ্যে কভু তার না হলো সুযোগ !
ভাবিলাম মনে
তবাধীনে, তোমার নয়ন পথে,
পারি যদি যুঝিতে যবন সনে,
হৃদয়ের ভার মোর কতক ঘুচিবে।

কিন্তু হায়! মম ভাগ্যে বিধি বিড়ম্বনা,
না পূরিল কোন আশা মোর!
মহারাজ! ধরি শ্রীচরণ,
দেহ আজ্ঞা যবনে মথিতে।

পৃথ্বি। ক্ষমা কর যোধমল!
বৃদ্ধা মাতা জীবিতা তোমার।

(বেগে ধাত্রীর প্রবেশ।)

ধাত্রী। বৃদ্ধা মাতা এখনও জীবিতা,
রণে যেতে তাই পুত্রে করিছ বারণ?
কাপুরুষ অলস সন্তান,
কবে কার সাধ মহারাজ?

পৃথ্বি। জানি মাতঃ!
রমণীর বীরপুত্র সাধ,
কিন্তু মোর বিবেকে আবদ্ধ হস্ত পদ,
অবিচার করিব কেমনে?

ধাত্রী। ভাল জয় হোক তব মহারাজ!
বৎস যোধমল!
ভাবিও না মনে, কামনা পুরিবে তব।
করি আশির্ব্বাদ,
বীর ধর্ম্ম পালিও যতনে।

(যোধমলের মুখ চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ।

সাক্ষী মোর দেব দিগম্বর!

পাপ মম না করো গ্রহণ,
বীরনারী পুত্রে কভু না ঢাকে অঞ্চলে।

[বক্ষে ছুরিকাঘাত]

যোধ। মা! মা!

ধাত্রী। যাও বৎস!
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও ধরণীর বুকে,
কেহ না রোধিবে আর যাইতে সমরে।
পার্থিব জননী তব গেলা স্বর্গপুরে,
জন্মভূমি জননী রহিল তোর।

[মৃত্যু।



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

আশাপূর্ণা দেবীর মন্দীর।

চারণ, সংযুক্তা, যমুনা, পৃথ্বিরাজ, সমরসিংহ, রায়মল, সূর্য্যসিংহ, কল্যাণসিংহ ও অন্যান্য সৈন্যগণ।

সংযুক্তা। ভগবন্!
পূজিয়াছি ভক্তিভরে দেবীর চরণ।
এবে দেব আশির্ব্বাদ করহ রাণারে,
আর যত সমাগত ক্ষত্রিয় বীরেরে,
হয় যেন সমরে বিজয়।

চারণ। বৎসে!
ধর এই মাতৃপদ প্রসাদী সিন্দুর।
ক্ষত্র যোধ ভালে,
স্বহস্তে পরায়ে দাও বিজয় তিলক।
মহারাণা! ধর এই মন্ত্রপূত অসি,
রঞ্জিত করিও বীর যবন শোণিতে।

[পৃথ্বিরাজকে তরবারি প্রদান।

সংযুক্তা। বীরগণ! কর সবে,
বিজয়সিন্দুরটীকা ললাটে ধারণ।

[সকলকে সিন্দুরবিন্দু প্রদান।

যাও বীরগণ!
ম্লেচ্ছ বক্ষোপরে সচ্ছন্দে চলিয়া যাও.
সদয়া অভয়া তব প্রতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সনে যুঝিতে সমরে,
ক্ষত্রিয় না ডরে.
তবে কি ছার মানব?
রণাঙ্গনে ক্ষত্রবীর্য্য দেখাও সকলে.
কশাঘাতে দাও দূর করে.
যেন আর তাহাদের পদস্পর্শে.
কলঙ্কিত নাহি হয় সোনার ভারত।

সকলে। জয় জয় দিল্লীশ্বরী মহারাণী জয়!

সংযুক্তা। ভ্রাতৃপ্রেমে বদ্ধ হও চৌহান রাঠোর!
বাঁধ সবে একতা বন্ধনে.
যাও ভুলে বৈরীভাব ক্ষণেকের তরে,
যবনে পাঠায়ে দিয়ে শতদ্রুর পারে.
গৃহরণ করিও তখন।

সকলে। জয় জয় দিল্লীশ্বরী মহারাণী জয়!

সংযুক্তা। রেখ মনে, রণাঙ্গনে
পুরনারী আঁখি সব ধাইবে পশ্চাতে।
বীরধর্ম্ম করিয়ে পালন,
ফুল্ল মনে গৃহে সবে ফিরিবে যখন.
সাদর বচন আর প্রেম আলিঙ্গন.
দূর করে দেবে যত ক্লান্তি সমরের!

সকলে। জয় জয় দিল্লীশ্বরী মহারাণী জয়!

সংযুক্তা। ছিলে সবে সুষুপ্ত শান্তির কোলে,
অশান্তি আনিল এবে যবন তস্কর!
স্বাধীনতা সুখে মগ্ন সব হিন্দুগণ,
যবন পরাতে চায় লৌহের শৃঙ্খল!
সবাকার ধন রত্ন সুন্দরী যুবতী,
কোন্ প্রাণে ম্লেচ্ছ করে তুলে দিবে ডালি?
সকলে। তার চেয়ে মরণ মঙ্গল!
সংযুক্তা। সত্য কথা, তার চেয়ে মরণ মঙ্গল।
জন্মিলে মরিবে, অমর কে ভবে?
প্রার্থনীয় ক্ষত্রিয়ের বীরের মরণ।
রণে করি পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
কলঙ্ক কালিমা রাশি মাখিয়া বদনে,
ভীরুতায় করিয়া সম্বল,
ধরণীর এক কোণে ঘৃণিত জীবন,
সে কি বেচে থাকা?
শ্রেয়ঃ কি তাহার চেয়ে নহেক মরণ?
সকলে। মোরা সবে মরিব বা জিনিব যবন।
সংযুক্তা। যাও বীরগণ!
উল্কাপাত সম পড় যবন উপর,
আশাপূর্ণা দেবীর চরণ,
করো রাঙ্গা যবন শোণিতে।
সকলে। জয় জয় দিল্লীশ্বরী মহারাণী জয়!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শিবির।

মহাম্মদ ঘোরী, বক্তিয়ার খিলিজি, কুতবউদ্দিন
ও আলিজান।

ঘোরী। বক্তিয়ার!
দিল্লী হতে দূত মোর এসেছে কি ফিরে?

বক্তিয়ার। এসেছে ফিরিয়ে।

ঘোরী। কি কহিলা পৃথ্বিরাজ?

আলি। কি আর কইবে খোদাবন্দ্। সেত আর আটাশে ছেলে নয়, যে ধমকানিতে ঘেবড়ে যাবে।

কুতব। অকথ্য ভাষায় গালি প্রদানি মোদের,
কয়েছে দূতেরে,
"যুদ্ধ সাধ এত যদি,
ঘোরী যেন হয় অগ্রসর;
বিনাযুদ্ধে সুচ্যগ্রপ্রমাণস্থান,
না পাবে যবন।"

ঘোরী। বেতমিজ! কপট কাফের!
দর্প তব চূর্ণিব এবার,
শিক্ষা তোরে দিব বিধিমতে।

আলি। হুজুর আমি বলছিলুম কি, খাইবার গিরিপথের একটু ওদিকে, এই পশ্চিমে গিয়ে, সেইখান থেকে কাফের গুলোকে শিক্ষা দিলে হয় না ?

ঘোরী। চুপ কর কাপুরুষ !
রহস্যের নহে এ সময়।
চিরদিন সাধ মোর,
স্থাপিতে যবন রাজ্য ভারত মাঝারে,
হবে না কি পূর্ণ মনোরথ।

আলি। ওহোঃ আল্লা! কাফের দের তলোয়ার গুলো ভোতা করে দেনা বাবা!

বক্তিয়ার। সুলতান !
মনোরথ তব অবশ্য পূরিবে।
সুশিক্ষিত তাতারী আফগান,
দুই লক্ষ যবনের যোধ,
এবে অনুচর তব,
মৃত্যুভয় না জানে তাহারা।

আলি। হুজুর বেয়াদফি মাপ হয়, কিন্তু গত বারের কোন সৈন্যকে না এনে বড়ই ভাল কাজ করেছেন। সে বারে তারা কাফেরের তলোয়ারের বহর দেখে গেছে। তারা ত এগুতোই না, উল্টে আমার তাতারী মিঞাদেরও এগুতে দিত না।

কুতব। আমার বিশ্বাস,
যুদ্ধে মোরা জিনিবঁ এবার।
একতা অভাব হেরি হিন্দুর ভিতর,

ঘোর শত্রু রাঠোর চৌহান,
জয়চাঁদ প্রতিশ্রুত সাহায্য করিতে।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জাঁহাপনা! একজন কাফের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করছে, এবং বিশ্বাসের চিহ্ন সম এই সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী প্রেরণ করেছে।

ঘোরী। লয়ে এস তারে।

(প্রহরীর প্রস্থান।

খালি। মেহেরবান্! বান্দার গোস্তাফি মাপ হয়, কিন্তু যুদ্ধের স্থান থেকে অধীনকে দশবিশ ক্রোশ পশ্চিমে থাকতে আদেশ দিন। নূতন সৈন্যেরা ত পথ ঘাট ভাল জানে না, আর ফেরবার সময় একটু বেশীরকম তাড়াতাড়ি ত হবেই, তা আমি এগিয়ে সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

(সূর্য্যসিংহের প্রবেশ)

ঘোরী। এস, এস সেনাপতি!
আশা করি কুশল সকলি।

সূর্য্য। সকলি কুশল জাঁহাপনা।

ঘোরী। ভাল আছে রাজা জয়চাঁদ?
কহ ত্বরা বীরবর সকল বারতা,
কত সৈন্য পৃথ্বিরাজ আনিবে আহবে?

সূর্য্য। অশীতি সহস্র সৈন্য,
ভেটিতে আসিছে তোমা দৃশদ্বতী তীরে।

ঘোরী। দুইলক্ষ সৈন্য মোর ভাবনা কি আছে।
সূর্য্য। ধীরে—ধীরে জাঁহাপনা!
দশলক্ষে নারিবে রোধিতে ক্ষত্রবেগ।
ক্রুদ্ধ হইওনা প্রভু!
অবিদিত ক্ষত্র তেজ নাহি তব পাশে।
কনোজ সমর পরে একা পৃথ্বিরাজ,
তিলমাত্র না লয়ে বিশ্রাম,
গত রণে বারিল তোমায়।
কিন্তু এবে আর একা নহে দিল্লীর ঈশ্বর,
বীরেন্দ্র সমরসিংহ সহকারি তাঁর,
বায়ু বহ্নি যেন সম্মিলিত পরস্পর।
ঘোরী। আমিও মিলিত রাজা জয়চাঁদ সনে,
মহাবীর সূর্য্যসিংহ সহকারি মোর।
সূর্য্য। আমাদের সাধ্য যাহা করেছি সাধন;
জয়চাঁদ পরামর্শে মিত্ররাজগণ,
অবহেলা করিয়াছে দিল্লীর আহ্বান।
আহার্য্য পানীয় মোরা,
দানিতেছি যবন সৈন্যেরে;
নিজে আমি সেনাপতি চৌহান সৈন্যের,
তৃতীয় বাহিনী ভার সূর্য্যসিংহ করে।
ঘোরী। কত সুখী সাহেবউদ্দিন আজ,
কি কব তোমাকে বীরবর!
কৃতজ্ঞতা এবে নির্ব্বাক আমার,
যুদ্ধজয়ে পারিবে জানিতে।

সূর্য্য। প্রভু মোর কনোজ-ঈশ্বর,
স্বয়ং তোমা ক'য়েছেন করিতে স্মরণ,
যুদ্ধশেষে দিল্লীর আসনে,
শোভা পাবে কনোজ-কেতন!

ঘোরী। সিংহাসন-আশে আসেনি যবন!
প্রতিহিংসা করিতে সাধন,
করিবারে ভারত লুণ্ঠন,
মিত্র রাজ জয়চাঁদে
বরিবারে দিল্লী-সিংহাসনে,
আসিয়াছে সাহেব উদ্দিন;
কতবার বলিব একথা?
কিরূপে বিশ্বাস বল হইবে তাঁহার?

সূর্য্য। হিন্দুরা বিশ্বাস করে মুখের বচনে;
হিমালয় টলে,
কক্ষচ্যুত হয় গ্রহতারা,
কিন্তু ক্ষত্র কভু প্রতিজ্ঞা না ভুলে।
তব বাক্যোপরি মোরা করিনু বিশ্বাস!

ঘোরী। ধন্য আমি, আলিঙ্গন দেহ মোরে ভাই!

সূর্য্য। তবে শুন নিগূঢ় বচন,
ধর্ম্ম যুদ্ধ যদি চাও,
জয়াশা বিদাও দাও,
নারিবে জিনিতে কভু সম্মুখ সমরে!

ঘোরী বন্ধুবর!
একান্ত আশ্রিত ঘোরী জানিহ তোমারি,

বাক্য তব পালিব নিশ্চয়।

(নেপথ্যে কোলাহল)

কিসের এ ঘোর কোলাহল ?

বক্তিয়ার ! করহ সন্ধান।

[বক্তিয়ারের প্রস্থান।

বল সেনাপতি, অভিমত তব।

(সূর্য্যসিংহের ঘোরীর সহিত চুপি চুপি কথোপকথন)

(বক্তিয়ারের প্রবেশ।)

বক্তি। শিবির সকাশে ওই বৃক্ষের উপর,
আরোহিয়া কাফের জনেক,
ধূলি দিয়া প্রহরী-নয়নে,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ন করি শিবিরপ্রাকার,
আমাদের পরামর্শ শুনেছে গোপনে,
গুপ্তচর বলি মোর হয় অনুমান।

ঘোরী। এখনও জীবিত আছে কাফেরের চর ?

বক্তি। বন্দীকৃত হ'য়েছে পামর।

ঘোরী। ল'য়ে এস আমার সকাশে।

(বক্তিয়ারের প্রস্থান এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রহরীবেষ্টিত
যোধমলসহ পুনঃ প্রবেশ।)

সূর্য্য। এ কে ? যোধমল !

যোধ। ঘৃণিত তস্কর ! বিশ্বাসঘাতক !
ক্ষত্রকুলে দিয়ে কালি,
কোন্ প্রাণে এসেছিস,

ম্লেচ্ছপদ করিতে লেহন?
কি বলিব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হস্ত পদ,
নহে পদাঘাতে——

(প্রহরীদের যোধমলকে ধারণ)

সূর্য্য। সাবধান, যোধমল!

যোধ। কি ভয় দেখাও মোরে ক্ষত্রকুলাধম?
মরণ! সে ত তুচ্ছ কথা।
তবে খেদ বটে রহিল জীবনে,
অসি করে সমর-প্রাঙ্গণে,
সহস্র যবন শিরপাড়ি ভূমিতলে,
স্নাত হয়ে প্রধূমিত যবন-শোণিতে,
হইল না মরণ আমার!
সাবধান মোরে আর হবেনা করিতে!
তুমি নিজে সাবধান!
বিশ্বপতি যোগনিদ্রাবশে,
আজিওত নহেন নিদ্রিত।

ঘোরী। সেনাপতি! জান এই দুরন্ত কাফেরে?

সূর্য্য। জনৈক রাঠোর,
পৃথ্বিরাজ পার্শ্বচর এ ঘোর সমরে।
আজ্ঞা দিন বধিতে পামরে,
নহে যদি কোনও মতে করি পলায়ন,
পৃথ্বিরাজে জানায় বারতা,
সর্ব্বনাশ হইবে সাধিত,
না ফিরিবে দেশে আর একটী যবন!

ঘোরী। এখনি বধিব দুরাচারে।

(উভয়ের গোপনে কথোপকথন)

সূর্য্য। তবে আসি জাঁহাপনা!

ঘোরী। এস বীর, তবোপরি নির্ভর সকলি।

(সূর্য্যসিংহ প্রস্থানোদ্যত)

যোধ। সূর্য্যসিংহ! সূর্য্যসিংহ!
নত জানু জোড়করে যাচে যোধমল,
তৃপ্ত হও শোণিতে আমার,
জন্মভূমি-মহারত্নে
ম্লেচ্ছ করে দিওনা তুলিয়ে।

[সূর্য্যসিংহের প্রস্থান।

তবু শুনিলি না!
কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক!
নরকেও নাহি স্থান তোর।
হায় হায়! বড় খেদ রহিল জীবনে,
দিল্লীশ্বরে এ সংবাদ নারিনু জানাতে।
পঞ্চদশসহস্র সৈনিকভার
পাপিষ্ঠের করে।
বজ্র! কোথা বজ্র এ সময়!
পড় তুমি সূর্য্যসিংহ-শিরে,
বসুন্ধরে! গ্রাস কর বিশ্বাসঘাতকে,
যেন কালি দিতে ক্ষত্রকুলে,
সে পাপিষ্ঠ না ফেরে দিল্লীতে!

ঘোরী। রাখ এবে বন্দী করি এই গুপ্তচরে,
সুতর্ক প্রহরী যেন রহে নিশিদিন।
[যোধমলকে লইয়া প্রহরিগণের প্রস্থান।
পৃথ্বিরাজ পার্শ্বচর এই যোধমল,
কি জানি কি ঘটিবে সমরে!
হত্যা করা এরে এবে উচিত না হয়,
হতে পারে এর দ্বারা বন্দি-বিনিময়।
[প্রস্থান।

আলি। ইয়ে আল্লা!

তৃতীয় দৃশ্য।



কক্ষ।

যমুনা।

যমুনা। কেন আজি প্রাণ মোর হতেছে চঞ্চল?
যেন কিছু ভাল নাহি লাগে,
কি জানি কি যেন মনে হয়!
চুম্বকের আকর্ষণ, লোহ যথা
কোন মতে নাহি পারে হেলা করিবারে,
সেই মত শত চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল মোর,
প্রাণ মোর নারিনু ফিরাতে!

সাধ হয়, দিবস রজনী
শুনি বীরত্ব-কাহিনী তাঁর ;
সাধ হয়, তৃষিত চাতকীসম
রূপসুধা তাঁর করিবারে পান ;
সাধ হয়, লতা হয়ে বেড়িতে তাঁহায়।
সংযুক্তা যখন কহিল আমায়,
রণসাজে সাজাতে তাঁহায়,
প্রমাদ গণিনু মনে !
কাঁপিল নয়ন, কাঁপিল চরণ,
দুরুদুরু কাঁপিল হৃদয় মোর !
কিন্তু যবে কম্পান্বিত কর মোর
অঙ্গস্পর্শ করিল তাঁহার,
অবশ হইল তনু মোর !
কোন মতে রণসাজ করি সমাপন,
স্নেহপূর্ণ সুস্নিগ্ধ কটাক্ষে,
ধীরে ধীরে কহিলা যখন,
"রাজপুত্রি ! আসি তবে,
বাঁচি যদি, দেখা হবে পুনঃ ;"
মনে হ'ল কহি তাঁরে দুটী করে ধরি,
"যোধমল ! যমুনার প্রাণেশ্বর তুমি।"
কিন্তু হায় সরমে বাধিল,
মনোসাধ মনেতে মিলা'ল,
বলি বলি, বলা ত হলো না।
মাগো ! আশাপূর্ণে !

আশা মোর পূর্ণ যেন হয়,
নিরাপদে যেন তিনি আসেন আলয়।
যাই, দেখি সংযুক্তা কোথায়?

[প্রস্থান।

(পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তার প্রবেশ।)

পৃথ্বি। প্রিয়তমে! প্রাণময়ি! সংযুক্তা আমার!
রণবেশে এবে তুমি পৃথ্বিরে সাজাও।
দলিয়ে যবনগণে ফিরিয়ে ভবনে,
আবার সোহাগ ভরে চুম্বিব বদন।
সেনানী অখিলসিংহ, কুমার কল্যাণ,
মহাবীর রাওমল, পিতৃব্য তোমার,
বীরেন্দ্র সমরসিংহ, সূর্য্যসিংহ বীর,
সবাই গিয়াছে রণে বাকি পৃথ্বিরাজ।

সংযুক্তা। পার্শ্বচর যোধমল, আর চন্দ্রপতি,
তোমারে ফেলিয়ে কেন হলো অগ্রসর?

পৃথ্বি। গুপ্তচর সম দুই জনে,
পাঠায়েছি যবন-শিবিরে।
ভাবিতেছি মনে, কেন না ফিরিল এবে?
কোন্ কোন্ ভাগ্যবান বীরে,
নিজ করে দিল্লীশ্বরী
পরাইয়া দিলা বীরসাজ?

সংযুক্তা। কুমার কল্যাণ, আর সূর্য্যসিংহ বীরে,
নিজকরে সাজায়ে দিয়েছি।

একদিন সূর্য্যসিংহে
করেছিনু বড় তিরস্কার ;
কিন্তু আজ হেরি তার বীরের আচার,
হ'ল মনে বড় অনুতাপ,
তাই সযতনে সাজায়ে তাহারে,
আজি পাঠানু সমরে।

পৃথ্বি। পঞ্চদশসহস্র সৈন্যের নেতা ক'রেছি তাহায়,
আদেশ দিয়েছি তারে,
না ভেটিতে সম্মুখ সমরে।
হলে প্রয়োজন,
যেমন করিব তূর্য্যনাদ,
উল্কাপাত সম পড়িবে যবন দলে।
বিলম্ব করো না প্রিয়তমে,
ত্বরা মোরে রণসাজ দাও পরাইয়ে।

(সংযুক্তা পৃথ্বিরাজকে সাজ পরাইতে নিযুক্ত হওন।)

কতদিনে তোরে প্রিয়ে হেরিব আবার ?

সংযুক্তা। কতদিনে কিবা ?
ভেবেছ কি একা যাবে চলি,
ফেলি মোরে দিল্লীর প্রাসাদে ?
কতদিন ব'লেছি তোমায়,
রণস্থলে সাথে যাব নাথ।

পৃথ্বি। অসম্ভব-অসম্ভব, রাণি !

সংযুক্তা। কেন অসম্ভব ?
বিপদ লইয়া শিরে তুমি যাবে চলে,

হেথা আমি অন্ধকূপ মাঝে,
নিরাপদে রব বসি তব পথ চেয়ে ?
প্রতি পল যুগ সম হবে বোধ মোর।

পৃথ্বি। না না প্রিয়তমে !
তোমারে লইয়া সাথে,
বিপদ উপর কিলো ডাকিব বিপদ ?

সংযুক্তা। বিপদ তোমার নাথ, আমারে লইয়ে ?
কনোজ-সমরে দেব সংযুক্তারে ল'য়ে,
বিপদ কি বেড়েছিল তব ?
শিবিরে রহিব আমি,
ভাবনা কি তব ?
কিন্তু যদি যবন-সমরে,
দিল্লীশ্বর হয়েন অক্ষম
রক্ষিবারে বনিতা আপন,
ভাবিতে উচিত তার,
আত্মরক্ষা জানে ক্ষত্রনারী !

পৃথ্বি। অপরাধ ক্ষম বীরাঙ্গনা !
ত্বরিত প্রস্তুত হও ;
যাই আমি সৈন্যগণে করি সম্বর্দ্ধনা।

চতুর্থ দৃশ্য।

নদীতীর।

যোধমল ও প্রহরীদ্বয়।

১ম-প্র। বলি আজ ব্যাপার কি হে? এখনও আসছে না কেন?

২য়-প্র। আমিও তাই ভাবছি, এত দেরি হ'য়ে গেল।

১ম-প্র। (যোধমলের প্রতি) ওহে তোমার দোস্ত এখনও আসছে না কেন?

যোধ। আমার দোস্ত কি রকম? রোজ তোমাদের বড় বড় মাছ খেতে দেয়, নানারকম জিনিস ভেট দিয়ে যায়, আর হ'ল আমার দোস্ত?

২য়-প্র। আহা! তোমার জাত ভাই ত?

যোধ। জাত ভাই হ'ক, আর যাই হ'ক, আমি কিরূপে খবর জা'নব বল? সমস্ত দিনরাত ত হাতে পায়ে শিকল বেঁধে একটা ঘরে ফেলে রেখে দাও, শুধু একবার খাবার সময় নদীর ধারে এনে বাঁধনটা খুলে দাও বই ত নয়!

১ম-প্র। তাই কি হ'তো না কি? তবে তুমি নেহাৎ গো ধরলে, তিন দিন তিনরাত জলস্পর্শ ক'রলে না, কাজেই নদীর ধারে রেঁধে খাবার হুকুম হ'লো।

২য়-প্র। তোমার রান্নার কত বাকি?

যোধ। এই হ'য়ে এল।

২য়-প্র। ওরে দেখ্ দেখ্—ওই আসছে, ওই আসছে।

(নৌকার উপর ধীবরবেশে চন্দ্রপতির প্রবেশ।)

১ম-প্র। আরে মিঞা, এস এস! আমরা সব ভেবে সারা হ'চ্ছিলুম, ভাবলুম আজ বুঝি আর এলে না।

চন্দ্র। সেকি মিঞা! আসবো না কি? তোমাদের কাছে আমার মনপ্রাণ জীবনযৌবন সমস্তই পড়ে র'য়েছে আর আমি আসব না। এও কি একটা কথা হ'লো?

২য়-প্র। আজ এত দেরী হ'লো যে?

চন্দ্র। ভাবলুম আজ হুজুরদের জন্যে দু'একটা মিষ্টান্ন আর কিছু ভাল রকম সরবৎ তৈয়ারি ক'রে নিয়ে যাই। সেই জন্যেই একটু দেরী হ'য়ে গেল।

১ম-প্র। এঁ্যা, সরবৎ! সরবৎ!

চন্দ্র। হঁ্যা, খুব ভাল সরবৎ। এই মাছটী আগে রাখুন।

(মৎস্য প্রদান)।

২য়-প্র। কেঁয়া বড়িয়া মছলি। কেয়া তোফা!

চন্দ্র। তোমাদের বন্দী কেমন আছে?

১ম-প্র। ওই ব'সে রাঁধছে, আর ক'রবে কি?

চন্দ্র। হঁ্যা, ওই এক হতভাগা লোক। কোথায় তাঁবুর ভেতর বসে চব্যচোষ্য নানাবিধ জিনিষ খাবে, তা নয় হাত পুড়িয়ে পোড়া রুটি খাওয়া! ও কি পাগল নাকি? আর কপালে না থাকলেই বা খাবে কোথা থেকে বল না?

২য়-প্র। আরে ওটা বে-আক্কেল! বে-আক্কেল!

১ম-প্র। তা হাঁা মিশ্র, তোমাদের রাজা যুদ্ধের কি রকম আয়োজন ক'র্‌ছে?

চন্দ্র। আরে রামচন্দ্র! যুদ্ধের আবার আয়োজন? রাজা এক-বার কৌশলে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে জিতেছিলেন কি না তাই এবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন।

২য়-প্র। বেশ, বেশ, এ সংবাদে সেনাপতি বড় খুসি হবেন।

চন্দ্র। রাজা যে এবারে যুদ্ধে হা'রবেন সে বিষয়ে ত সন্দেহই নেই। কিন্তু হুজুরদের কাছে আমার যে নিবেদনটা আছে।

১ম-প্র। হাঁ তা আমাদের মনে আছ। কিন্তু তুমি দেশ ছেড়ে যেতে পারবে?

চন্দ্র। তা আর পারব না? হুজুর! এদেশে কি আর থাকৃতে ইচ্ছা করে? দেশটা উৎসন্ন গেছে। আপনাদের দেশে মেওয়া খাব আর থাকবো। হুজুর দেশে নিয়ে গিয়ে দয়া করে আমার একটা বিয়ে দিয়ে দেবেন।

২য়-প্র। কেন তোমার কি সাদি হয় নি?

চন্দ্র। আজ্ঞে না হুজুর!

১ম-প্র। তোমার ত তা'হলে আমাদের ধর্ম্মে আসতে হবে।

চন্দ্র। আজ্ঞে, তাতে আর সন্দেহ আছে? পুতুল পূজা ক'রে অরুচি হ'য়ে গেছে, একবার মুখ বদলে দেখি।

২য়-প্র। কেয়া তোফা! কেয়া তোফা।

চন্দ্র। হুজুর তা'হলে একটু সরবৎ আনবো কি?

১ম-প্র। লেয়াও, জল্‌দি লেয়াও।

(নৌকা হইতে চন্দ্রপতির সরবৎ লইয়া আগমন।)

চন্দ্র। হুজুর পান করুন।

(দুইজনকে সরবৎ প্রদান।)

২য়-প্র। কেয়া বড়িয়া—কেয়া বড়িয়া !

১ম-প্র। দেখো, তোমকো হাম মুলুকমে লেযায়কে বড়িয়া সাদি দে দেগা।

২য়-প্র। হাম দেগা দোস্ত, কুচ পরোয়া নেই—আউর সরবৎ দেও।

(পুনরায় সরবৎ প্রদান ও উভয়ের পান।)

১ম-প্র। কেয়া তোফা ! মজা উড়াও।

২য়-প্র। নাচ, গাও, হাম থোড়া শোলেই।

(উভয়ের শয়ন)

চন্দ্র। বোধমল ! শীঘ্র বেটাদের বেঁধে ফেল।

বোধ। মরবে না ত ?

চন্দ্র। না ঘণ্টা কতক অচৈতন্য থাকবে মাত্র. শীঘ্র নাও।

(চন্দ্রপতি ও বোধমলের দুইজন প্রহরীকে বন্ধন, তাহাদের অস্ত্র সংগ্রহ করণ ও নৌকারোহণে প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

ঘোরী, কুতব, বক্তিয়ার, আলিজান ও নর্ত্তকীগণ।

নর্ত্তকীগণের গীত।

পিয়ারী প্যারী তেরি, এ্যায়সি আয় সান্।
ক্যায়সি আয় নিয়ারী নিয়ারী বাঁকী বাঁকী আন॥
সখিয়োঁ রঙ্গ রচাও,
লুভাও জী জী লুভাও,
আও সাদি মনাও, আও চায়না উড়াও।
মিলকে আও গাও, রহে সব্‌পে আমান॥

আলি। বাঃ বাঃ বহুত আচ্ছা! তোফা! এই না হ'লে নবাব? নবাব নবাবি চালে থাকবে, তোফা পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে ব'সে কেবল স্ফূর্ত্তি চালাবে, আমোদের দরিয়া ব'য়ে যাবে। তা না হয়ে খালি লেঙ্গা হাতিয়ায় নিয়ে ছুটোছুটী হুটোহুটী! সে কিরে বাপু? আইয়ে মেরি জান! এক পাত্র টেনে নাও।

কুতব। আলিজান! উৎসবের এ নহে সময়।

আলি। না, এই তোমাদের মত ক'বেটা গোঁয়ারের পাল্লায় পড়েই, আমাদের নবাব মাটী হ'য়ে গেলেন। আমোদের

আবার সময় অসময় কিরে বাপু? দুনিয়ায় ক'দিনের জন্যেই বা এসেছ? যে ক'দিন আছ, একটু মজা করে নাও। পান্নাজান! তুমি আমার কাছে এস।

বক্তি। এইরূপে গত বারে হলো পরাজয়,
মাখিয়ে কলঙ্ক-কালি ফিরিনু ভবনে।

আলি। না বাবা, তোমরা নেহাত ত্যক্ত করে তুললে। মাসাবধি ত মেয়ে মানুষের মুখই দেখতে পাওয়া যায় নি। কত কষ্টে জপিয়ে সপিয়ে যদি নবাবকে রাজি করলুম, ঘেনর ঘেনর করে তোমরা তাঁর কানটাকে ঝালা পালা করে তুললে দেখছি। বলি মেয়ে মানুষগুলো যে বিগড়ে যাচ্ছে সে খপর রাখছো কি?

কুতব। ভীষণ ভৈরব রবে কালানল সম,
গর্জ্জে দূরে কাফেরের দল;
মূর্ত্তিমান মৃত্যু সম হতেছে উদয়।

আলি। কে বাবা "মূর্ত্তিমান মৃত্যুর" কাছে আসতে তোমাদের মাথার দিব্য দিছলো? ঘরের ছেলে ঘরে ছিলে, তোফা খেয়ে দেয়ে আমোদ ক'রে বেড়াচ্ছিলে, কেউ ত বারণ করেনি। তবে পাহাড় পর্ব্বত ভেঙ্গে, নদী নালা ডিঙ্গিয়ে, "মৃত্যুর" কাছে আসবার দরকারটা কি ছিল?

ঘোরী। আলিজান! কেন মিছে কর জ্বালাতন?

আলি। এই জ্বালাতন হ'য়ে গেল! না, দুনিয়া আর থাকচে না। হুজুরের অবধি মেয়ে মানুষের উপর অগ্নিমান্দ্য হ'লো! হায় হায় হায়!!!

বক্তি। লয়ে সাথে নর্ত্তকীর দল,

যাও তুমি অন্য গৃহে,
গীতবাদ্য যত পার করহ শ্রবণ।

আলি। বলি সোনার চাঁদ! সালসা না খেলে যুঝ্‌বে কার জোরে? মেয়ে মানুষে সালসার কাজ করে তা জান? সমস্ত দিন তলোয়ার খেঁচে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ, আর উঠবার শক্তি নেই, এমন সময় ঝমর ঝমর আওয়াজ হোক দেখি, বাবা অমনি চাঙ্গা! এমন চিজ যে মেয়ে মানুষ, তুমি ঝাঁ ক'রে সরিয়ে দিতে চাচ্চ? আচ্ছা বাপধন, মন দিয়ে শোন দেখি একখানা গান, দেখি তোমাদের ভাবনা কোথা থাকে! ধর ত বিবিজানেরা, তেড়ে ফুঁড়ে একখানা লপেট গোছ ধরত।

গীত।

প্যারে কাহে জিয়া কলপায়।
বোলো পিয়া, খোলো জিয়া, সাদিও সাদানি আয়॥
ব লো ব'লো জানি প্যারে,
দিলকো হায় রঞ্জ হামারে,
স্বারি চেরি যায় তুহারে, জিয়ারা কাহে দুখায়॥

(জনৈক মুসলমান সেনানীর প্রবেশ।)

সেনানী। জাঁহাপনা! বন্দি পলায়ন ক'রেছে।

ঘোরী। বন্দি! কোন্ বন্দি?

সেনানী। কাকের বন্দি, মেহেরবান্!

ঘোরী। ইয়ে আল্লা! সর্ব্বনাশ হইল সাধিত!
তোমরা কি ঘুমাইতে ছিলে?
ধূলিমুষ্টি নিক্ষেপিয়া প্রহরী-নয়নে,

অবাধে চলিয়া গেল বর্ব্বর কাফের !
শীঘ্র যাও, আন ত্বরা
ছিন্ন শির প্রহরীগণের।

[সেনানীর প্রস্থান।

বক্তিয়ার !
এই দণ্ডে আজ্ঞা দাও তুলিতে শিবির ;
মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না ক'রে
আক্রমহ পৃথ্বিরাজে।

[বক্তিয়ারের প্রস্থান।

শুনহ কুতব ! পঞ্চশত অশ্বারোহী
কাফের সন্ধানে তুমি করহ প্রেরণ।
জানি আমি, যবন-সেনানী আর
কেশাগ্র স্পর্শিতে তার হইবে অক্ষম ;
কিন্তু কিছুদিন যেন যোধমল,
মিলিত হতে না পায় পৃথ্বিরাজ সনে।
তারপর—অবিলম্বে সৈন্যবল সহ,
ভীমবেগে পড় গিয়া কাফের উপর।

[কুতবের প্রস্থান।

যাই আমি, শীঘ্র যাব সাজিয়ে সমরে।

[ঘোরীর প্রস্থান।

আলি। ইয়ে আল্লা ! মিলন হ'তে না হ'তেই বিরহ ! এখন এস সব জানের জান, তোমাদের জানগুলো বাঁচাবার চেষ্টা দেখি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।



দৃশদ্বতীতীর—পাণিপথ-রণক্ষেত্র।

পৃথ্বিরাজ, সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ,
রাওমল ও সূর্য্যসিংহ।

(অখিলসিংহের প্রবেশ।)

অখিল। মহারাজ!
বিশ্বাসঘাতক যত যবনের দল,
যুদ্ধ না ঘোষণা ক'রে,
অতর্কিতে আক্রমণ করেছে মোদের!
বহুসৈন্য তাহাদের
দৃশদ্বতী হইয়াছে পার।

(নেপথ্যে আল্লা আল্লাহো শব্দ)

পৃথ্বি। যাও মহারাণা, সম্মুখে তোমার স্থান,
কুমার কল্যাণ, রোধ দক্ষিণে যবনে,
বাম পার্শ্বে অখিলেশ, কর আক্রমণ।
আগ্নেয়াস্ত্র কর বরিষণ,
ভীষণ ভৈরব রবে,
সম্মোহিত করহ যবনে।

সকলে। হর হর শঙ্কর মুরারে।

[সমরসিংহ, কল্যাণসিংহ ও অখিলসিংহের প্রস্থান।

রাও। দেখ মহারাণা!
পিপীলিকাশ্রেণী সম যবনের তরী
সৈন্যগণে করিতেছে পার।

পৃথ্বি। চল রাজা, যাই দুইজনে,
যবনের তরী সব দিই ডুবাইয়ে।
সূর্য্যসিংহ! আদেশ অপেক্ষা কর।

[পৃথ্বিরাজ ও রাওমলের প্রস্থান।

সূর্য্য। কিবা হ'ল, বুঝিতে না পারি!
কেন মোরে না দিয়ে সংবাদ,
আক্রমণ করিলা যবন?
ভেবেছে সুলতান,
অতর্কিতে আক্রমণ করিলে নিশ্চয়,
হবে কাফের বিজয়।

(নেপথ্যে ভীষণ ধ্বনি)

কি ভীষণ অস্ত্র বরিষণ!
ডুবিছে যবন তরী,
ছত্রভঙ্গ তরণী নিচয়!
সুলতান!
অতর্কিতে জিনিবে পৃথ্বিরে?
রণাঙ্গনে আবশ্যক ঘোরীর দর্শন,
উপদেশ প্রদানিব তায়।
নহে ফিরিতে স্বদেশ মুখে,
না রহিবে একটা যবন।

ওহোঃ! ক্ষত্রিয়ের শরজালে আচ্ছন্ন গগন!
রবিকর না হয় দর্শন!

[নেপথ্যে হর হর শঙ্কর মুরারে]

(পৃথ্বিরাজ ও রাওমলের প্রবেশ)

পৃথ্বি। হের সূর্য্যসিংহ! যবনের সৈন্য আর
নাহি হয় দৃশদ্বতী পার।
লণ্ড ভণ্ড তরণী নিচয়,
প্রাণ ভয়ে পলায় সুদূরে।

সূর্য্য। মহারাজ!
এহেন সময় জড়পিণ্ড সম,
রব আমি অচল অটল?
ধরি পায় আজ্ঞা দেহ দেব,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিই যবনের সেনা।

পৃথ্বি। গুরুভার সূর্য্যসিংহ তোমার উপর,
বিপদের কালে মাত্র তুমি কর্ণধার।
অসন্তুষ্ট হইওনা বীর!
যাহার উপর আমি দিয়েছি যে ভার,
প্রাণপণে সে কার্য্য সে করুক সাধন,
জয়মাল্যে অংশ দিতে কে হবে সম্মত?
হইলে অক্ষম কেহ,
তুমি আছ সাহায্য কারণ।

সূর্য্য। (স্বগত) হায় হায়! কিরূপে যাইব রণাঙ্গনে?
কিরূপে একটীবার ভেটীব ঘোরীরে?

পৃথ্বি। গুরুকার্য্যে পাঠাইনু পার্শ্বচরে মোর,
কেন নাহি এল ফিরে তারা ?

সূর্য্য। (স্বগত) বিষম ভাবনা মোর চন্দ্রপতি তরে,
কোথা গেল চতুর প্রধান ?

পৃথ্বি। সূর্য্যসিংহ ! যাও ত্বরা আন সমাচার,
কিরূপে সমরসিংহ, কল্যাণ, অখিল,
যুঝিছেন যবনের সনে।

[সূর্য্যসিংহের প্রস্থান।

চল রাজা !
অগ্রসর হয়ে মোরা দেখিগে সমর।

[পৃথ্বিরাজ ও রাওমলের প্রস্থান।

(বেগে বক্তিয়ারের প্রবেশ)

বক্তি। দাড়ারে তাতারগণ !
ভঙ্গ কেন দিস রণ,
বিশ্বখ্যাত বীরত্ব তোদের,
মেগে লবি পরাজয় কাফেরের পাশে ?

(বেগে কল্যাণ সিংহের প্রবেশ)

কল্যাণ। সৈন্যগণ ! চক্রব্যূহ করিয়ে সৃজন,
যবনে নিধন কর,
জালে বদ্ধ মৃগযুথ সম।
এই যে, হেথায় হেরি ম্লেচ্ছ সেনাপতি !
দেখি তবে কি বীরত্ব লয়ে সাথে,
আসিয়াছ ভারত জিনিতে ?

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

(কুতব ও তৎপশ্চাৎ অখিলসিংহের প্রবেশ)

অখিল। দাঁড়াও, দাঁড়াও, ফিরে কুতব উদ্দিন !
পৃষ্ঠে লয়ে অস্ত্রলেখা,
কোন্ প্রাণে ফিরিবে ভবনে ?

[প্রস্থান।

(ঘোরীর প্রবেশ)

ঘোরী। হায় হায় ! কি হলো কি হলো ?
অতর্কিতে আক্রমণ সব ব্যর্থ হলো !
লক্ষাধিক সৈন্য মোর বসি নদী পারে,
আসিতে নারিল তারা সাহায্যে আমার !
জয়চাঁদ ! কোথা জয়চাঁদ !
হয় তুমি ছুটে এস সৈন্যবল লয়ে,
নহে দয়া কর, নিশারাণি,
অন্ধকারে ঢেকে দাও এ বিশ্বভুবন।

(সূর্য্যসিংহের প্রবেশ)

সূর্য্য। জাঁহাপনা ! কি সাহসে
সাক্ষাৎ মৃত্যুর দ্বারে আছ দাঁড়াইয়া ?

ঘোরী। সেনাপতি ! বন্ধুবর ! করহ উপায়।

সূর্য্য। কর পলায়ন।

ঘোরী। কোথা যাব ? কোন্ দিকে ? পথ নাহি পাই।
যেথা যাব কাফের ধাইবে পাছে।

সূর্য্য। নাহি ভয়,
ভয়ার্ত্তের ক্ষত্র কভু নাহি লয় প্রাণ।

ঘোরী। কি কহ কাফের ? ভীরু আমি ?

সূর্য্য। না না—ভ্রম মোর, মহাবীর তুমি।
কিন্তু কথায় কথায় কাল বহে যায়,
রেখ মনে আমার বচন,
ধর্ম্মযুদ্ধে কোন মতে নাহি হবে জয়।

ঘোরী। ক্ষম মোর অভদ্রবচন,
ত্বরা মোরে দাও উপদেশ।

সূর্য্য। নদীমুখ রক্ষা করে নিজে পৃথ্বিরাজ,
কার সাধ্য দৃশদ্বতী হইবারে পার?
দশ ক্রোশ উর্দ্ধভাগে,
দৃশদ্বতী ক্ষুদ্র পরিসরা,
অদ্য নিশাভাগে,
সেই স্থানে সৈন্য তব হয় যেন পার।
আর আমি দাঁড়াতে না পারি,
কল্য পুনঃ মিলিবে দর্শন।

ঘোরী। যুদ্ধ শেষে কৃতজ্ঞতা জানাব আমার।
দেখ, ওই কে আসিছে ধেয়ে,
নগ্নদেহে নগ্নপদে জটাজুট শিরে,
উলঙ্গ কৃপাণ করে বিভীষিকা সম।

সূর্য্য। সর্ব্বনাশ! মহাবীর চিতোরের রাণা!
দানব-দলন তরে, পিনাকী আপনি
যেন রুদ্রতেজে আসিতেছে ধেয়ে।
সাবধানে ক্ষণকাল যুঝিও সুলতান!
সান্ধ্যভেরী বাজাইয়ে,
আমি তব রক্ষিব জীবন। [প্রস্থান।

(সমরসিংহের প্রবেশ।)

সমর। শুনিয়াছি বীর তুমি, যবন স্থলতান!
আছে সাধ পরীক্ষিতে,
তব সনে শক্তি কৃপাণের;
ধর অস্ত্র, বিলম্ব না সহে।

(উভয়ের যুদ্ধ, ঘোরীর তরবারি হস্তচ্যুত হওন)

লহ বীর অস্ত্র তুলে করে,
নিরস্ত্রে ক্ষত্রিয় কভু না করে প্রহার।

(উভয়ের পুনরায় যুদ্ধ, সমরসিংহ একহস্তে ঘোরীর তরবারি শুদ্ধ হস্তধারণ এবং বধার্থে অসি উত্তোলন; হঠাৎ ভেরীর শব্দ হওন এবং ঘোরীর হস্ত ত্যাগ)

সমর। কুক্ষণে বাজিল সান্ধ্যভেরী,
যুদ্ধ শেষ সঙ্কেত প্রদানি।
যাও বীর, প্রাণ লয়ে শিবিরে ফিরিয়া,
পুনঃ কাল রণাঙ্গনে পাবে দরশন।



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শিবির।

পৃথিরাজ ও সংযুক্তা।

পৃথি। প্রিয়ে! মিটেছে সমর,
রণক্লান্তি নিবারিব এবে।

সংযুক্তা। এস নাথ, এস!
দাসী তব সেবিবে চরণ;
সখিগণ মোর সুমিষ্ট সঙ্গীতে
দূর করে দিবে যত রণক্লান্তি তব।
ঘোরী ফিরে গেছে কি স্বদেশে?

পৃথি। রণসাধ মিটেছে ঘোরীর,
বিপর্য্যস্ত যবনবাহিনী।
তিনদিন হইল সমর,
বার বার তিনবার হ'ল পরাভূত।
অদ্য দিবা শেষে,
চক্রব্যূহ করিয়ে সৃজন,

ঘেরেছিনু যবনের দলে.
ভেবেছিনু মনে.
ফিরিতে দিবনা দেশে একটী যবনে।

সংযুক্তা। তারপর কি হলো প্রাণেশ ?

পৃথ্বি। ঘোরী শেষে গণিয়া প্রমাদ,
শ্বেতধ্বজা করি উত্তোলন,
পাঠাইলা সন্ধির প্রস্তাব,
প্রাণভিক্ষা মাগি সবাকার।

সংযুক্তা। কিবা হ'ল অতঃপর ?

পৃথ্বি। দূত মুখে-পাঠানু সংবাদ,
প্রতিজ্ঞা করহ যদি,
কভু আর না আসিবে ভারত ভিতর,
যতদিন রহিবে জীবিত,
দিব ফিরে প্রাণ লয়ে ফিরিতে স্বদেশে।
নহে কাল প্রাতঃসূর্য্য,
না হেরিবে একটী যবন।

সংযুক্তা। কি কহিলা যবন সুলতান ?

পৃথ্বি। প্রতিজ্ঞা ক'রেছে ঘোরী,
তাই আজ হইয়াছে সমরের শেষ ;
তাই আজ সৈন্যদল,
ভাঙ পানে উন্মত্ত হইয়ে,
রণক্লান্তি করিতেছে দুর।
কাল প্রাতে ফিরিবে দিল্লীর পথে।

(নেপথ্যে "হর হর শঙ্কর মুরারে" শব্দ)

অকস্মাৎ কেন এই যুদ্ধ কোলাহল ?
কি হইল এ ঘোর নিশায় ?

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। মহারাণা ! বিষম বিপদ !
বিশ্বাসঘাতক যত যবনের দল,
সন্ধিসূত্র ছিন্ন করি,
অতর্কিতে আক্রমণ ক'রেছে মোদের !

পৃথ্বি। সন্ধির ছলনা তবে ভাণ মাত্র হেরি।
রাণি ! শীঘ্র, শীঘ্র তরবারি,
আন ত্বরা ধনুঃশর মোর।

[সংযুক্তার প্রস্থান।

প্রহরী। সুষুপ্ত আছিল যত সৈন্য আমাদের,
ভাঙ পানে উন্মত্ত কেহ বা,
না ছিল প্রস্তুত কেহ নৈশ আক্রমণে ;
অতর্কিতে আক্রমিয়া,
বহু সৈন্য ক'রেছে নিধন,
সেনানী অখিলসিংহ,
প্রাণপণে রোধিছে যবনে।

(সংযুক্তার প্রবেশ ও পৃথ্বিরাজকে তরবারি আদি প্রদান)

পৃথ্বি। যাও ত্বরা অশ্বপৃষ্ঠে অখিলেশ পাশে,
কহ তারে, আর যত সেনানীরে,
মুহূর্ত্তেকে রণাঙ্গনে হইব উদয়।

[প্রহরীর প্রস্থান।

পৃথ্বি। মিথ্যাবাদী দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ!
চাহ তুমি অধর্ম্ম সমর?
(অন্য একজন প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। মহারাজ! ছত্রভঙ্গ ক্ষত্রসেনা,
সেনানী অখিলসিংহ ত্যজেছে জীবন।

পৃথ্বি। অখিলেশ ত্যজেছে জীবন!
ছত্রভঙ্গ ক্ষত্রসেনা!
শীঘ্র দেখ, অশ্বমোর আছে কিনা দ্বারে।
[প্রহরীর প্রস্থান।
আসি তবে, রাণি!
বোধ হয় শেষ এ চুম্বন!
[সংযুক্তার হস্তচুম্বন ও বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পাণিপথ।

রণস্থল।

(বক্তিয়ার ও তাতারী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

বক্তি। সেনানী অখিলসিংহ হত এ সমরে,
বৃদ্ধ বীর রাওমল ত্যজেছে জীবন,
নাহি ভয়, নিশ্চয় জিনিব রণ।

সৈন্যগণ। আল্লা আল্লা হো।

(বেগে কল্যাণসিংহের প্রবেশ।)

কল্যাণ। বিধর্ম্মী পিশাচ! বিশ্বাসঘাতক!
অতর্কিতে করি আক্রমণ,
ভেবেছ কি জিনেছ সমর?
পদাঘাতে বিতাড়িব রণভূম হ'তে!

বক্তি। সৈন্যগণ!
খণ্ড খণ্ড কর ওই অপ্রিয় রসনা।

(যুদ্ধ ও কল্যাণের তরবারি ভগ্ন হওন)

কল্যাণ। যবনসেনানি!
নাহি কর অধর্ম্মসমর,
অস্ত্র এক ভিক্ষা দাও মোরে।

বক্তি। ধর্ম্মাধর্ম্ম কাফেরের সনে?
এই দণ্ডে বধ দুরাচারে।

কল্যাণ। দেখ তবে ক্ষত্রিয় মরণ!

(কল্যাণের পতন)

পিতঃ! পিতঃ! কোথা তুমি এ সময়?
অস্ত্রশূন্য মরিলাম যবনের করে।

(মৃত্যু)

বক্তি। সিংহশিশু পড়েছে ভূতলে,
বীরদম্ভে চল সবে আগুসারি যাই।

(বেগে সমরসিংহের প্রবেশ।)

সমর। নাহি ভয় বীরগণ!
জীবিত এখনও আছে চিতোরের রাণা।

হিন্দু-সৈন্য। হর হর শঙ্কর মুরারে!

সমর। কে শুয়ে ওখানে?
কল্যাণ! হৃদয়ের ধন!
শুষ্ক হও আঁখি!
শোকের সময় ইহা নয়।
যাও বৎস! মহাবীর তুমি,
অমরত্ব কর লাভ ত্রিদিব প্রদেশে।

বক্তি। তুমিও যাইবে সেথা, বর্ব্বর কাফের!

সমর। ক্ষত্র বীরগণ!
ছিন্নভিন্ন করে দাও যবনের সেনা।

(উভয়পক্ষের যুদ্ধ এবং বক্তিয়ার প্রভৃতির পলায়নোদ্যোগ)

ছি ছি কোথা যাও, যবনসেনানী?

(আল্লা হো আল্লা হো শব্দে কুতব ও তাহার সৈন্যগণের প্রবেশ ও যুদ্ধ, সমরসিংহের পতন।)

ভাল কীর্ত্তি রাখিলে যবন!
পৃথ্বিরাজ! পৃথ্বিরাজ!
ভাগ্য রবি তব আজ রাহু কবলিত!

(মৃত্যু)

কুতব। চল বক্তিয়ার! চল সৈন্যগণ!
বীরদর্পে কর আক্রমণ,
চিতোরের মহারাণা মুদেছে নয়ন।

[সকলের প্রস্থান।

(বেগে পৃথ্বিরাজের প্রবেশ।)

পৃথ্বি। কেন ভগ্ন চিতোরের সেনা ?
পৃথ্বিরাজ করে শোভে এখনও কৃপাণ।
এস ফিরে, ক্ষত্রনাম রাখ এ মহীতে।
প্রাণভয়ে ভীত কিরে চৌহানের দল ?
তোরা কি অমর সবে ?
তাই চাস প্রাণ লয়ে পলাইতে দূরে ?
সুন্দরী যুবতী আছে গৃহেতে তোদের,
ধনরত্ন বাণলিঙ্গ শালগ্রাম শিলা,
কোন্ প্রাণে দিবি তুলে যবনের করে ?
তার চেয়ে বড় কিরে এ ছার জীবন ?
বীরদর্পে কর সবে কোদণ্ড টঙ্কার,
ত্রিভুবন কেঁপে যাবে, পর্ব্বত টলিবে,
কার সাধ্য রোধিবে এ গতি ?

(নেপথ্যে হর হর শঙ্কর শব্দ, আল্লা হো শব্দে বক্তিয়ার ও কুতবের প্রবেশ, পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ ও পলায়ন।)

পৃথ্বি। অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সেনা !
কিরূপে জিনিব রণ ?
ওহো জয় মা ঈশানি !
পঞ্চদশ সহস্র সৈনিক,
আছে সূর্য্যসিংহ পাশে।

(পুনঃ পুনঃ ভেরী নিনাদ)

একি ! কিবা হলো ?
সূর্য্যসিংহ কেন নাহি এল ?
ভেরীনাদ পশেনি কি শ্রবণে তাহার ?
বীরবল ! বায়ুবেগে ধাও তুরঙ্গমে,
সূর্য্যসিংহে জানাও বারতা,
ত্বরিতে আসে সে যেন সাহায্যে আমার।

(বীরবলের প্রস্থান এবং চন্দ্রপতি ও যোধমলের প্রবেশ।)

চন্দ্র। মহারাণা ! মহারাণা !
পৃথ্বি। এ কে চন্দ্রপতি ! বন্ধুবর !
কোথা ছিলে তুমি এতদিন ?
কোথা ছিলে যোধমল ?
যোধ। মহারাজ ! বন্দি ছিনু যবন-আগারে,
বহু কষ্টে পাইয়াছি ত্রাণ।
হায় চন্দ্রপতি !
কিছু পূর্ব্বে কেন মোরা নারিনু আসিতে ?
পৃথ্বি। আজি মোর বিষম বিপদ !
সন্ধির ছলনা করি ভুলায়ে আমারে,
অতর্কিতে আক্রমণ করেছে যবন !
সেনাপতি অখিলেশ, কুমার কল্যাণ,
বৃদ্ধ রাজা রাওমল, চিতোরের রাণা,
শুয়েছে সকলে হায় অনন্ত শয়নে !
এ হেন সময় পেয়ে তোমা দুজনায়,
বড় সুখী হনু বন্ধুবর !

নিশ্চয় আবার আমি জিনিব সমর।
কিন্তু একি হলো! কি হেতু বিলম্ব এত?

(পুনরায় ভেরী নিনাদ)

চন্দ্র। কারে ডাক মহারাজ?

পৃথ্বি। সূর্য্যসিংহে।

যোধ। মহারাজ সূর্য্যসিংহ বিশ্বাসঘাতক!

পৃথ্বি। কি কহিলে!

যোধ। সূর্য্যসিংহ বিশ্বাসঘাতক.
যবনের মন্ত্রদাতা চর!

(বীরবলের প্রবেশ।)

বীর। মহারাজ! সূর্য্যসিংহে না পেনু দেখিতে!
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তব চতুর্থ বাহিনী
দিল্লী পথে করেছে প্রয়াণ।

পৃথ্বি। কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক!
এইরূপে মজালি আমায়!
এইরূপে মজালি ভারত!
নরকেও নাহি স্থান তোর!
নিরাশায় আশা মোর চতুর্থ বাহিনী.
চন্দ্রপতি! দেখ একবার.
পার যদি কোন রূপে ফিরাতে তাদের।

[চন্দ্রপতির প্রস্থান।

যোধমল!
এ দুর্দ্দিনে তুমি মোর সেনাপতি.

সহকারী, বন্ধু, পার্শ্বচর।
ওই দেখ আসিছে যবন,
চল যাই দুইজনে,
ঝাঁপ দিই সমর সাগরে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সংযুক্তা, যমুনা ও কতকগুলি হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ।)

সংযুক্তা। যাও বীরগণ!
হুহুঙ্কারে পড় গিয়ে যবন মাঝারে,
ক্ষত্রতেজে ভস্মীভূত হ'ক ম্লেচ্ছগণ!
হয় যদি গুণশূন্য ধনু,
মোদের চিকণ কেশ করিয়ে কর্ত্তন,
বিনাইয়া দিব ধনুর্গুণ।
মাতা, জায়া, ভগ্নী তব রয়েছে সবার,
ম্লেচ্ছ করে নির্য্যাতন হবে কি তাদের?

সৈন্যগণ। হর হর শঙ্কর মুরারে!

সংযুক্তা। ওই দেখ!
সিংহসম মহারাণা যুঝিছে সমরে,
তোমরা কি রবে দূরে নিশ্চিন্ত হৃদয়ে,
চিত্রপুত্তলিকা সম নিশ্চল নিথর?

সৈন্যগণ। হর হর শঙ্কর মুরারে!

(নেপথ্যে আল্লা আল্লাহো শব্দ).

সংযুক্তা। ওই দেখ, আসিছে যবন,

যাও সবে, মুহূর্ত্তেক না কর বিলম্ব,
মোরা আছি সাহায্য কারণ।

[সৈন্যগণ ও তৎপশ্চাৎ নারীগণের প্রস্থান।

(অন্যদিক দিয়া রক্তাক্ত কলেবর পৃথ্বিরাজ ও
যোধমলের প্রবেশ।)

পৃথ্বি। যোধমল! যোধমল!
মনুষ্যের সাধ্য যাহা করেছি সাধন,
কিন্তু আজ অসম্ভব সমরে বিজয়!
ওই দেখ পরিপুষ্ট যবনবাহিনী,
অশ্রান্ত, অক্লান্ত সৈন্য আসিছে সমরে।
এ সময় কোথা মোর চতুর্থ বাহিনী?
কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক!
জননীর পদে তুই পরালি শৃঙ্খল!
মা জননি! জন্মভূমি!
রক্ষিতে নারিল তোরে অকৃতী সন্তান!

যোধ। শোকের সময় এই নহে, মহারাণা!

পৃথ্বি। জানি যোধমল! কিন্তু হায় কি উপায়?
চারিদিকে নিরাশা কেবল!
মহাবীর তুমি বন্ধু মোর,
রমণী রক্ষার ভার দিই তব করে,
যাও ত্বরা, লয়ে যাও নিরাপদ স্থানে।
ব'লো মোর সংযুক্তারে,

হিন্দু নামে, ক্ষত্র নামে, বীর নামে,
পৃথ্বিরাজ করে নাই কলঙ্ক লেপন।
বড় খেদ রহিল জীবনে,
শেষ দেখা তার সনে হলোনা আমার !
যোধমল ! দাও মোরে শেষ আলিঙ্গন !

যোধ। ফেলিয়ে তোমারে একা বিপদ সাগরে,
যাব চলি, রণস্থল ছাড়ি ?
হেন কাপুরুষ নহে যোধমল।

পৃথ্বি। মহাবীর তুমি !
তাই ত তোমার করে দিতেছি এ ভার।

যোধ। তোমা ছেড়ে এক পদ নাহি যাব রাণা।

পৃথ্বি। মানিবে না রাণার আদেশ ?

যোধ। ধরি পায় মহারাণা ক্ষমা কর দাসে,
করিও না নির্দ্দয় আদেশ !
একদিন পুরস্কার দিবে বলেছিলে,
আজ মোরে দেহ পুরস্কার,
আজ্ঞা দেহ নিকটে থাকিতে,
কিম্বা রাণা, নিজ করে মৃত্যু দাও মোরে।

পৃথ্বি। বুদ্ধিমান তুমি যোধমল !
তবে আজ কেন হেরি অজ্ঞান আচার ?
ভাল করে দেখ ভেবে মনে,
অতি তুচ্ছ এ ছার জীবন ;
শ্রেষ্ঠ রত্ন নহে কিহে রমণী সম্মান ?
সে রত্ন রক্ষার ভার দিতেছি তোমায়,

পার যদি রক্ষা করো সংযুক্তার মান।
যাও বীর, নিশ্চিন্তে মরিতে দাও মোরে !

(যোধমলের প্রস্থান ও কয়েকজন পলায়মান
সৈন্যের প্রবেশ।)

ছিছি বীরগণ !
পাইয়াছ জীবনের ভয় ?
ভাল পলাও সকলে,
রহ বেঁচে অমর হইয়ে,
দেখ কিন্তু পৃথ্বিরাজ মরণে না ডরে।

(পৃথ্বিরাজের প্রস্থান ও কিয়ৎপরে ঘোরী, বক্তিয়ার, কুতব
প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ।)

পৃথ্বি। বিশ্বাসঘাতক ঘোরী !
দেখ আজ ক্ষত্রিয় মরণ।

(হঠাৎ তরবারি পৃথ্বিরাজের হস্তচ্যুত হওন)

ঘোরী। বন্দী কর মৃগেন্দ্রেরে বধ নাহি কর।
[পৃথ্বিরাজকে বন্দী করিয়া প্রস্থান।

(যোদ্ধৃবেশে সংযুক্তা ও যমুনার প্রবেশ।)

সংযুক্তা। এস বীরদল !
মহারাণা বন্দী আজ যবনের করে,
সিংহ যথা শৃগাল গুহায়,

কোন্ প্রাণে তোমা সবে রহিবে নীরবে?
দিল্লীশ্বরী নিজে আজ চালিছে বাহিনী,
চল, চল, হই অগ্রসর।

যমুনা। ওই দেখ, পার্শ্বরক্ষা করে যোধমল,
ক্ষণকাল আর সবে করহ সমর,
দিল্লীপথ অভিমুখী চতুর্থ বাহিনী,
চন্দ্রপতি সনে ফিরি আসিবে ত্বরায়।

(বক্তিয়ার, কুতব প্রভৃতির প্রবেশ)

সংযুক্তা। ম্লেচ্ছ সেনাপতি!
তব সনে কি করিব রণ?
ডেকে আন সুলতানে হেথায়,
দেখে যাক বিশ্বাসঘাতক,
কত বল ধরে, ক্ষীণ রমণীর বাহু।

বক্তি। বীরদল! বন্দী কর প্রগল্‌ভা নারীরে।

যমুনা। বর্ব্বর, পিশাচ!
সাধ্য হয় রক্ষা কর জীবন আপন।

(যমুনার বক্তিয়ারকে আক্রমণ, সংযুক্তার কুতবকে আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান, ঘোরীর প্রবেশ।)

ঘোরী। ত্বরা এস সৈন্যদল!
বাগুরায় বদ্ধ কর দুরন্ত নারীরে।

[প্রস্থান।

(যোধমলের প্রবেশ।)

যোধ। বন্দী আজ মহারাণা ক্ষত্রবীরদল,
ছোটে রাণী উন্মাদিনী সম।
চিরদিন ভক্ষিয়ে লবণ,
মোরা কি পলায়ে যাব প্রাণ লয়ে গৃহে ?
স্পৃহনীয় এত কি জীবন ?
পুরনারীগণ সবে রণে আগুয়ান,
কোন্ লাজে তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে,
রক্ষা মোরা করিব জীবন ?
কুললক্ষ্মীগণে সব জলাঞ্জলি দিয়ে,
মোরা সবে পলাব কি যবনের ভয়ে ?
কোষে অসি লম্বিত থাকিতে,
ক্ষত্র কি সহিতে পারে নারী-অপমান ?
রণাঙ্গনে করিব শয়ন,
এ হতে অধিক বল কি আছে গৌরব ?
ভারতসন্তান ভাই কে আছ কোথায় !
এস ছুটে রক্ষা কর জননীর মান।
ভীম বেগে পড়ি সবে যবন উপর,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে বাহিনী তাদের,
দিল্লীর ঈশ্বরে আজি করিব উদ্ধার !

সৈন্যগণ। হর হর শঙ্কর মুরারে।

যোধ। ত্বরা ত্বরা বীরদল !
বেষ্টিতা হয়েছে রাণী যবনমাঝারে।

[সকলের প্রস্থান।

(সংযুক্তা ও যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। ফিরে এস, ফিরে এস ভগিনি আমার!
মুষ্টিমেয় সৈন্যমাত্র আছে অবশেষ,
চন্দ্রপতি এখনও না এল,
অসম্ভব আর হওয়া রণে আগুয়ান!
ফিরে এস, দিল্লীশ্বরি!
নহে শেষে,
বন্দিনী হইতে হবে যবনের করে।

সংযুক্তা। ফিরে যাব? কোথা ফিরে যাব?
শ্মশান শিয়রে রাখি, মরুভূমি মাঝে?
প্রাণনাথে মোর রাখি যবনের করে,
কোন্ প্রাণে যাব ফিরে বোন?
না—না—হয় তাঁরে করিব উদ্ধার,
নহে প্রাণ দিব সমর প্রাঙ্গণে।
চল, চল, বিলম্ব না সহে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(যোধমল ও কয়েকজন সৈন্যের প্রবেশ।)

যোধ। সর্ব্বনাশ! আহতা হয়েছে রাণী,
দিল্লীশ্বরী পতিতা ভূতলে!
ছোটে ম্লেচ্ছ বন্দিনী করিতে তাঁরে!
মোদের ধমনী দেশে থাকিতে শোনিত,
রাণীর পবিত্র দেহ স্পর্শিবে যবন!
পাপস্পর্শে কলুষিত হইবে শরীর!

রক্ষিতে রাণীর দেহ সাধ যার হয়,
এস ছুটে পশ্চাতে আমার।

[প্রস্থান।

(স্কন্ধে সংযুক্তাকে লইয়া যোধমল্লের প্রবেশ।)

যোধ। জয় মা ভবানি!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রণস্থলের অপরপার্শ্ব।

যমুনা।

যমুনা। ফিরিয়াছে চতুর্থ বাহিনী,
কল্য প্রাতে পুনরায় হইবে সমর।
অকূল পাথার মাঝে,
যোধমল মাত্র কর্ণধার।
যোধমল! যোধমল!
বহুকাল মনঃপ্রাণ সঁপেছি তোমায়,
পার যদি জিনিতে সমর,
পার যদি উদ্ধারিতে রাণা পৃথ্বিরাজে,
সূর্য্যসিংহ মুণ্ড যদি,
পদাঘাতে পার চূর্ণিবারে,
অবিলম্বে দেহ মোর অর্পিব তোমায়।

মা জননী আশাপূর্ণে!
দেখো মাতঃ! আশা যেন পূর্ণ মোর হয়।

[প্রস্থান।

(সূর্য্যসিংহের প্রবেশ।)

সূর্য্য। হাঃ হাঃ পূরেছে কামনা!
প্রতিহিংসা মিটিল আমার,
পৃথ্বিরাজ বন্দী এত দিনে!
এইবার জয়চাঁদে দিয়ে ফাঁকি,
বসিতে হইবে মোরে দিল্লীসিংহাসনে।
সাবধান কনোজের রাণা!
বায়ুবেগে সূর্য্যসিংহ ধায়,
পড়িলে তাহার পথে মরণ নিশ্চয়।
আর যোধমল! ক্ষুদ্র কীট! এত স্পর্দ্ধা তোর?
যমুনার হইয়াছ প্রণয়ভাজন?
জেনো মনে অবিলম্বে মেদিনীর পাশে,
হইবে লইতে তোরে চরম বিদায়।
ওকে? কে আসে এখানে?
হাঃ হাঃ! বিধাতা সদয় মোরে!
এ নিশিতে যোধমল আসিছে নির্জ্জনে।
ভাল, ক্ষণকাল রহি অন্তরালে।

[প্রস্থান।

(যোধমলের প্রবেশ।)

যোধ। কোথা গেল যমুনা সুন্দরী?
যুদ্ধ শেষে প্রতিদিন অশ্রান্ত হৃদয়ে,

স্মিতমুখী দেবী সম
তাপ্রদিগ্ধ ধরণীর বুকে,
একাকিনী ঘোরে বালা,
আহতের শুশ্রূষা করিয়া।
মানে না ক নিষেধ কাহার(ও),
নাহি জানে সরলা ললনা,
বিপদ ঘুরিছে পাছে নিজ ছায়া সম।
এত গুণ, এত রূপ, ধরে একাধারে!
সাবধান, ক্ষুদ্র যোধমল!
বামন হইয়া চাও প্রাংশু লভ্য ফল?
পলে পলে বাড়িতেছে নিশার আঁধার,
ক্ষীণজ্যোতি অষ্টমীর চাঁদ,
রণস্থল বিভীষিকা বাড়ায় দ্বিগুণ!
কোথা শোকার্ত্তের কাতর ক্রন্দন,
আহতের ঘোর আর্ত্তনাদ,
মুমূর্ষুর বুক ফাটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর,
অনন্ত আঁধারে মিশি পাইতেছে লয়!
হেথা পিশাচের হাসি খল খল,
শিবাগণ দেয় করতালি,
নৃত্য করে ডাকিনী যোগিনী,
এ সময় রমণী কি আসে রণভূমে?
যমুনে! যমুনে! কোথা আছ তুমি?
কাল হবে সমরের শেষ!
নাহি ভয়, ফিরিয়াছে চতুর্থ বাহিনী,

নিশি শেষে আক্রমিব যবন শিবির,
উদ্ধারিব রাণা পৃথ্বিরাজে,
খেদাইব সিন্ধু পারে যবনের দলে।
তার পর, সূর্য্যসিংহে খণ্ড খণ্ড করি,
সারমেয় দলে দিব করিতে ভক্ষণ।
অতীত প্রথম যাম,
যমুনা কি গেছে তবে শিবিরে ফিরিয়া?
যাই দেখি হয়ে অগ্রসর।

(সূর্য্যসিংহের গুপ্তভাবে প্রবেশ ও যোধমলকে ছুরিকাঘাত।)

যোধ। কে রে দস্যু বিশ্বাসঘাতক?

(বেগে যমুনার প্রবেশ ও সূর্য্যসিংহের বক্ষে ছুরিকাঘাত।)

যমুনা। কাপুরুষ! বিশ্বাসঘাতক!
মৃত্যু শেষে ভাগ্যে তব অনন্ত নরক।

যোধ। যমুনে!

(যোধমলের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন।)

যোধমল! যোধমল!
চরণে কি দিবে স্থান অভাগী নারীরে?

যোধ। কি কহ যমুনে!

যমুনা। আর কেন—কিসের সরম?
জীবনের যত সাধ যত প্রিয় আশা,
এক দণ্ডে গেল ফুরাইয়ে!
তবে শুন যোধমল!
যমুনার প্রাণেশ্বর তুমি।

যোধ। যমুনে!

সূর্য্য। ওঃ হোঃ!

যমুনা। এত দিন যে যাতনা সয়েছি নীরবে,
ছদ্মবেশী বায়ু কভু করেনি শ্রবণ,
আজ তার হলো উদ্‌যাপন!
বল, বল তবে প্রাণেশ্বর!
যমুনার হৃদয়ের আলো!
দাসী বলে আমারে কি করিবে গ্রহণ?

যোধ। প্রিয়তমে! যমুনা আমার!
অয়ি মোর হৃদিবিহারিণি!
কে জানিত মৃত্যুকালে,
এত সুখ ছিল ভালে মোর!

যমুনা। আজি হ'তে ধর্ম্মপত্নী যমুনা তোমার।
শিবাকুল গাহিতেছে মঙ্গল সঙ্গীত,
ডাকিনী প্রেতিনী যত করে উলুধ্বনি,
হায় হায়! এই মোর বিবাহ বাসর!

সুর্য্য। মৃত্যুকালে এই ছিল ললাটে আমার!
গভীর প্রেমের দৃশ্য,
অভিনীত হলো মোর চক্ষের উপর!
সহস্র সূচিকা যেন বিঁধিছে নয়নে,
এ হ'তে কি গুরুতর নরক যন্ত্রণা?
হায় হায় নারিলাম দিতে প্রতিশোধ!
ওহোঃ বড় তৃষা—প্রাণ-যায় মো—র।

(মৃত্যু)

যোধ। যমুনে! বড় খেদ রহিল জীবনে
নারিলাম উদ্ধারিতে পৃথ্বিমহারাজে!
হায় হায়! নির্ম্মূল সকল আশা,
ভারতের সুখরবি গেল অস্তাচলে!
হায় হিন্দু!
কেন সবে ভুলে গেলে একতা বন্ধন?
যমুনে! প্রাণেশ্বরি!
শেষ দেখা দেখে নিই জনমের মত!
দেহ মোরে চরম বিদায়!

যমুনা। দিব্যলোকে যাও তুমি, হৃদয়দেবতা,
দাসী তব যাইছে পশ্চাতে,
বক্ষে তুলে সেবিবারে ও পদপঙ্কজ।

যোধ। য-মু-নে আর দেরী-নাই—
যাই—যা—ই—আ—মি।

(মৃত্যু)

(যোধমলের রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া)

যমুনা। নয়ন নীরস হও শুষ্ক হও হিয়া!
এখনও কর্ত্তব্য মোর রয়েছে পড়িয়া!
তারপর যাব চলি সেই পুণ্যধামে,
যেথা বহে অবিরাম মিলনের স্রোত,
যথা হ'তে ব্যথা পেয়ে বিরহ পালায়!

———

চতুর্থ দৃশ্য।

অরণ্যপ্রান্তস্থ পথ।

জয়চাঁদ।

জয়। আশা মোর পূর্ণ এইবার;
যার তরে অহরহঃ
হৃদে মোর কালাগ্নি জ্বলিত,
যার তরে শয়নে, ভোজনে,
শান্তিসুখ ছিল না আমার,
বার বার অপমান করেছে যে জন,
সেই জন—
সেই চির শত্রু মোর বন্দী এত দিনে!
নরাধম! কৌশলে বঞ্চিয়া মোরে,
বসেছিলি দিল্লীসিংহাসনে,
সে কৌশল রহিল কোথায়?
চির অভীপ্সিত আশা ফলবতী এবে!
মরেছে সমরসিংহ, ধৃত পৃথ্বিরাজ,
এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী হইল নিহত.
নিষ্কণ্টক জয়চাঁদ হ'ল এতদিনে!
দিল্লীসিংহাসনোপরি কনোজ-কেতন,
পত পত উড়িবে এবার!

চক্রবর্ত্তী নাম মোর হইল সার্থক।
আসমুদ্র ভারতের একচ্ছত্রী রাজা
আর কেহ নহে, শুদ্ধ রাণা জয়চাঁদ।
যাই এবে, ঘোরী সনে করিয়ে সাক্ষাৎ
শিষ্টাচার করি প্রদর্শন।

[প্রস্থান।

(চন্দ্রপতির প্রবেশ।)

চন্দ্র। বস্ বাবা, সব ফাঁক হয়ে গেল! এখন নির্ঝঞ্ঝাটে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ। ভাবলুম দৌড় ঝাঁপ করে সৈন্যগুলোকে ফিরিয়ে আনলুম, যোধমলেতে আর আমাতে একবার তাল ঠুকে দেখবো, যদি কিছু সুবিধা করতে পারি। ও হরি! অদৃষ্টের জোর দেখ, সে দিকেও বাঁয়ে শূন্য পড়ে গেল। হিন্দুর পরম হিতৈষী, ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু, শ্রীমান্ ৺সূর্য্যসিংহ ভায়া কৃপাপরতন্ত্র হয়ে, যোধমলকে ভবযন্ত্রণা হতে মুক্ত করে দিলেন। তখন——

"ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ গেল
শল্য হলেন রথী।"

অর্থাৎ দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড মহাবীর চন্দ্রপতি একমেবাদ্বিতীয়ং সেনাপতি হয়ে দাঁড়ালেন। সেনাপতির কর্ত্তব্য সাধনে কিঞ্চিৎমাত্রও ক্রটী হলো না। যুদ্ধ প্রদান, পরাজয় প্রভৃতি সমস্তই যথারীতি সম্পন্ন হলো, তবে সুশৃঙ্খলে পলায়নটা আর ভাগ্যে ঘটে উঠলনা। সে পথে মাগিগুলো বাদ সাধলে। তাঁরা আবার শক পালন করলেন। স্নান না করে, লাল কাপড় পরে, মরদগুলোর সামনে সব ঝপাঝপ আগুনে ঝাঁপ! মরদ.

গুলোর বুকের জিনিষ সব পুড়ে গেল, আর তারা পালিয়ে করবে কি? বাঁচবে কার জন্যে? কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝতে পারা গেল না। রাণীজি আর তার ভগ্নী শক পালন করলেন না কেন? বোধ হয় জহরব্রত পালন করবেন।

(একান্তে আলিজানের প্রবেশ।)

আলি। কেরে বাবা? এক বেটা কাফের দেখেছি যে! বেটাকে দেখে কোন বড় সেনানী বলে বোধ হয়। এটাকে যদি কোনরকমে পাকড়াও করতে পারি তা হলে সুলতানের কাছে খুব এনাম পাব। কিন্তু কাছে ঘেঁসতেও যে প্রাণটা নওলা দওলা করচে।

চন্দ্র। যা'ক, দেবতাদের তারিপ আছে বাবা! এতকাল যে সকলে মিলে ষোড়শোপচারে ভোগরাগাদি ভক্ষণ করে এলেন, তার খুব ফলই দিলেন বটে। আর ও বেটী কেগো? বেটী আমার দিল্লীর বুকের উপর আশপূর্ণা হয়ে বসে আছেন। মাগী যে আশাপূর্ণ না করে আশা অপূর্ণ করে আশাপূর্ণা হ'য়েছেন, তা কে জানে বল?

আলি। বেটার কাছে ভয় পাওয়া হবেনা, খুব সাহস করে বেটাকে একেবারে দমিয়ে দিতে হবে।

চন্দ্র। যা হোক বাবা! সাবাস থাক জয়চাঁদকে আর সূর্য্যসিংহকে! যুগলে মিলে কি কীর্ত্তিটাই করলে, ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করে গেল! বোধ হয়, তোমরা যখন গর্ভে সেই সময় তোমাদের জননীর উদরে কোনরূপে স্বাতিনক্ষত্রের জল পড়েছিল, তাই তোমরা এমন বংশলোচন হয়েছ!

আলি। আমি বলি যে আমি স্বয়ং মহম্মদঘোরী, তা হ'লেই বেটা খুব ভয় পাবে আর টেঁফোঁটি ক'রবে না, সুড়সুড় ক'রে চলে আসবে।

চন্দ্র। আমলো, এক বেটা যবন যে এই দিকে আসছে! বেটার মতলব কি? দেখা যাক, যদি কোন রকমে মহারাজের খপরটা নিতে পারি।

আলি। কে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

চন্দ্র। আপনারই তাঁবেদার, খোদাবন্দ!

আলি। বেটা দেখছি খুব ভয় পেয়েছে। তুমি আমার বন্দী, আমার সঙ্গে এস।

চন্দ্র। কই! হুজুর ত আমায় বন্দী করেন নি।

আলি। আমার হুকুমই যথেষ্ট। তুমি জান, আমি কে?

চন্দ্র। আজ্ঞে না, মেহেরবান্!

আলি। আমি মহম্মদ ঘোরী।

চন্দ্র। (স্বগত) বেটা পুকুর চুরি করে যে গো! দেখা যা'ক দৌড় কতদূর? (প্রকাশ্যে) জাঁহাপনা! সেলাম, বান্দার গোস্তাকি মাফ হয়! যদি অনুমতি হয় ত এক্‌টা কথা জিজ্ঞাসা করি।

আলি। কি? বল!

চন্দ্র। আমাদের যে রাজাটাকে ধরেছেন, তার কি হবে?

আলি। কোতল হবে, আর কি হবে। কাল দরবারে তার বিচার হবে। আচ্ছা, তোমাদের রাণী কি ক'রচে?

চন্দ্র। কি আর ক'রবে, জাঁহাপনা! বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা করবার মতলব ক'রেছেন।

আলি। কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ হায়! আমি তোমাকে খুব এনাম দেব।* আর তোমাকে প্রাণে মারবো না। এস আমার সঙ্গে এস। সে যদি আমাকে নিকে করে, আমি দোজাকে যেতে প্রস্তুত। কেয়া তোফা! কেয়া তোফা!

(হঠাৎ চন্দ্রপতি কর্ত্তৃক আলিজানের তরবারি কাড়িয়া লওন এবং তাহার গলদেশ ধারণ।)

চন্দ্র। কেমন ঘোরী সাহেব! এইবার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

আলি। দোহাই বাবা! আমার কোন পুরুষে ঘোরী নয় বাবা! সব সাজোষ—সব সজোষ, আমি আলিজান মিঞা। আমায় ছেড়ে দাও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, কাফের বাবা!

চন্দ্র। মূর্খ! তোর মত গন্ধমুষিককে হত্যা ক'রে আমি হাতে দুর্গন্ধ ক'রতে চাই না। তবে তুই মা জননী মহারাণীর প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ ক'রেছিস, সেই জন্য তোর নাসিকাটী আমার হস্তে অর্পণ ক'রে যেতে হবে!

(আলিজানের নাসিকা কর্ত্তন।)

আলি। চাঁচাঁরে! নাঁনাঁরে! কেঁমন কঁ'রে পাঁন্নাজাঁনের কাঁছে যাঁব রেঁ।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির মধ্যস্থ দরবার।

(ঘোরী, কুতব, বক্তিয়ার, জয়চাঁদ ও প্রহরীগণ)

ঘোরী। রণ এবে হলো অবসান!
এতকাল যে কামনা পুষেছি হৃদয়ে,
বার বার হইয়াছি ব্যর্থমনোরথ,
সেই আশা পূরিল এবার!
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মোর তৃপ্ত এতদিনে;
ভারত সাম্রাজ্য আজি পদতলে মোর!
কিন্তু রাজা, তব কৃপাবলে শুধু,
মোরা আজ জিনেছি সমর,
তোমারি কৌশলে ঘোরী ভারতবিজয়ী।

জয়। সুলতান! অসামান্য সৌজন্য তোমার,
তাই বিনয় বচনে,
আচ্ছাদিতে চাও তুমি বীরত্ব আপন।
দিল্লী ও চিতোর সেনা একত্র হইলে,
দেবগণে পারে জিনিবারে;
তাহাদের করিয়াছ জয়,
সামান্য বীরত্ব একি যবন-প্রধান?

বক্তি। সত্য বটে পৃথ্বিরাজে জিনেছি সমরে,
কিন্তু এ কথা নিশ্চয়,

স্বকৌশলে কার্য্যসিদ্ধ হ'য়েছে মোদের।
অদ্ভুত বীরত্ব তার হেরেছি নয়নে,
কল্পনার অতীত সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!

কুতব। নারী করে হেন রণ,
নারীহৃদে সম্ভব এ অসীম সাহস,
স্বপনে ভাবিনি কভু,
রূপে মৃগী, সিংহী সম অতুল বিক্রমে!

ঘোরী। ভেবে আমি করিয়াছি স্থির,
হেন বীরে কভু না বধিব;
অধীনতা যদি পৃথ্বি করয়ে স্বীকার,
মার্জ্জনা করিব তায়।

বক্তি। উত্তম সঙ্কল্প তব, শুন জাঁহাপনা!

কুতব। বীর কবে বিমুখ হয়েছে জাঁহাপনা,
রক্ষিবারে বীরের সম্মান?

জয়। প্রাণে যদি নাহি বধ তারে,
বন্দী করে রেখে দাও আফগান প্রদেশে,
যেন পামরের স্পর্শে আর,
কলঙ্কিত নাহি হয় দিল্লী-সিংহাসন!

ঘোরী। ব্যক্তিয়ার!

(ঘোরীর বক্তিয়ারকে ইঙ্গিত, বক্তিয়ারের বংশীধ্বনি করণ ও তন্মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত কলেবর, শৃঙ্খলাবদ্ধ, প্রহরী বেষ্টিত, পৃথ্বিরাজের প্রবেশ)

ঘোরী। এই সাজ বীরোচিত নহে, বক্তিয়ার!
এই দণ্ডে উন্মোচন করহ শৃঙ্খল।

(প্রহরীগণের শৃঙ্খল উন্মোচন করিবার চেষ্টা,
পৃথ্বিরাজের বাধা প্রদান)

পৃথ্বি। ধন্যবাদ, যবন রাজন !
বন্দী আমি, এই মোর উপযুক্ত সাজ।
ঘোরী। শুন রাজা ! আর তুমি বন্দী নহ মোর,
আমি তোমা করিব মার্জ্জনা।
পৃথ্বি। কি কহিলে ? কি কহিলে ঘোরী ?
করিবে মার্জ্জনা ! পৃথ্বিরাজে ?
ভীরু নহি আমি ঘোরী তোমার মতন,
প্রাণ ভয়ে দন্তে তৃণ করিয়ে ধারণ,
মেগে লব মার্জ্জনা তোমার।
ঘোরী। সাবধানে ক'য়ো কথা, হিন্দু বীরবর !
জেনো মনে বন্দী তুমি ঘোরীর সদনে।
যাচ যদি মার্জ্জনা আমার,
অধীনতা যদি তুমি করহ স্বীকার,
পঞ্চলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা বাৎসরিক কর,
কাবুলে পাঠাতে যদি কর অঙ্গীকার,
দিব ফিরে দিল্লী সিংহাসন !
জয়চাঁদ। সুলতান !
ঘোরী। চুপ কর, রাজা।
কিবা তব অভিপ্রায়, কহ প্রকাশিয়া ?
পৃথ্বি। মা জননি ! আশাপূর্ণে ! এই ছিল মনে ?
ঘৃণিত প্রস্তাব এই শুনিবার আগে,

কেন মোর হলোনা মরণ ?
বজ্র ! বজ্র !
তুমিও কি দিন পেয়ে লুকা'য়ে রহিলে ?
শুন ঘোরী !
হেন নীচ কাপুরুষ নহে পৃথ্বির জ,
ঘৃণিত জীবন ভার বহিবার তরে,
অপমান মসিরাশি মাখিয়া বদনে,
কলঙ্কিবে কুলসিংহাসন !
যবনের ভিক্ষা অন্নে
করিবে সে উদর পুরণ !
তার চেয়ে, অবিলম্বে মৃত্যু দেহ মোরে।

ঘোরী। এখনও সময় আছে, —
এখনও সম্মত হও প্রস্তাবে আমার।

পৃথ্বি। পদাঘাত করি তোর ঘৃণিত প্রস্তাবে।

ঘোরী। আরে মূর্খ ! বর্ব্বর কাফের !
ভুলে কি গেছিস তুই,
রহেছিস কাহার সম্মুখে ?

পৃথ্বি। চোর ! ম্লেচ্ছ ! দস্যু !
বিশ্বাসঘাতক ওই সম্মুখে আমার।

ঘোরী। ঘাতক ! ঘাতক ! কোথায় ঘাতক ?

(ঘাতকের প্রবেশ।)

এই দণ্ডে দেহচ্যুত কর ওই শির।

বক্তি। জাঁহাপনা ! জাঁহাপনা !

ক্ষম অপরাধ, কিন্তু রেখ মনে,
দরবার গৃহ প্রভু নহে বধ্য ভূমি।

কুতব। জাঁহাপনা! অসি করে রণাঙ্গনে,
বীর করে মৃত্যু সনে খেলা,
কিন্তু প্রভু! হত্যা বল দেখিবে কেমনে?

ঘোরী। সত্য কথা!
লয়ে যাও বধ্য ভূমে এই দুরাচারে,
হস্ত পদ কেট অগ্রে শানিত কুঠারে;
যে রসনা কটুবাক্য বলেছে আমায়,
উপাড়ি তাহায়,
নিক্ষেপিও জ্বলন্ত অনলে;
তার পর ছিন্ন শির লয়ে,
দ্রুতগতি এস মোর পাশে।

পৃথ্বি। নমস্কার, শ্বশুর ঠাকুর!
সাধ তব মিটিল এবার,
ভাল কীর্ত্তি রাখিলে ভূবনে!

[ঘাতক সহ প্রস্থান।

ঘোরী। অকৃতজ্ঞ কাফের কুক্কুর!
আমি গেনু দিতে ফিরে দিল্লীসিংহাসন,
অকারণ কটু তুই বলিলি আমায়!
ভাল, কর তবে ফলভোগ তার।

জয়। সুলতান!
এবে মিটিল সকল আশা তব,
চিরশত্রু নিহত তোমার।

ঘোরী। মহারাজ! চিরশক্র কার পৃথ্বিরাজ?
মোর, না তোমার?

জয়। উভয়ের শত্রু সে দুর্জ্জন।
বীরবর! এবে মিটেছে সমর,
সত্য তব করহ পালন।

ঘোরী। কি সে সত্য মহারাজ?

জয়। কি সে সত্য!
বিদ্রূপের এ নহে সময়!
হইলে সমর শেষ,
দিল্লীসিংহাসন মোরে দিবে ব'লেছিলে,
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে তুমি গেলে কি সুলতান?
এ নহে সম্ভব কভু?

ঘোরী। নিশিদিন করি শ্রম,
সহি কত দারুণ যাতনা,
লঙ্ঘি কত গিরিশৃঙ্গ খরস্রোতা নদী
কোটী কোটী মুদ্রা করি ব্যয়,
লক্ষ যবনের রক্তে
সিক্ত করি দৃশদ্বতী তীর,
কি স্বার্থ লভিনু মহারাজ?

জয়। কি স্বার্থ! কি স্বার্থ!
হলো তব শত্রুর নিপাত।

ঘোরী। শুন রাজা!
ধনবলক্ষতিপূর্ণ করিবার তরে,

কিছুদিন দিল্লীসিংহাসনে
রবে মোর পূর্ণ অধিকার।

জয়। কিছুদিন রবে অধিকার!
এই কি প্রতিজ্ঞা তব যবনের পতি?

ঘোরী। কনোজ ঈশ্বর!
নিবেদন করিয়াছি মনন আমার।

জয়। দিল্লীর আসন তবে দিবে না আমায়?

ঘোরী। এখন ত নহে মহারাজ?

জয়। প্রবঞ্চনা! ঘোর প্রবঞ্চনা!
কে জানিত,
বিশ্বাসঘাতক, শঠ, যবন এমন।

ঘোরী। প্রতিহিংসা তাড়নায়,
জামাতায় করিতে নিধন,
বিধর্ম্মীরে সমরে যে করয়ে আহ্বান,
জন্মভূমিমহারত্নে সেই বিধর্ম্মীরে,
কৌশলে যে দিতে পারে সঁপে,
তার চেয়ে যবন কি বিশ্বাসঘাতক?

জয়। আরে ম্লেচ্ছ! মিথ্যাবাদী! চোর!

ঘোরী। আরে রে কুক্কুর!
আরে আরে দেশবৈরী বিশ্বাসঘাতক!
প্রাণ লয়ে পলাও সভয়ে,
পার যদি রক্ষিও কনোজ!

জয়। গিয়াছে সমরসিংহ গে'ছে পৃথ্বিরাজ,

জয়চাঁদ কিন্তু জেনো জীবিত এখন(ও)।
বিষবৃক্ষ আমিই রোপেছি,
আমিই করিব তার মূল উৎপাটন,
যবনেরে সিন্ধুপারে দিব খেদাইয়া।

ঘোরী। প্রাণসমা তনয়ারে করিয়ে বিধবা,
জন্মভূমিস্বাধীনতা দিয়ে বিসর্জ্জন,
যে কীর্ত্তি জগতে তুমি করিলে অর্জ্জন,
অনন্ত দোজাক জেনো, পুরস্কার তার!

জয়। উপযুক্ত প্রতিফল মোর!
হায় হায়! বীরশ্রেষ্ঠ পৃথ্বিরাজে
বধিলাম নিজ করে,
ম্লেচ্ছ করে দিনু তুলে সোনার ভারত,
নরকেও নাহি স্থান মোর!
কোথা যাব? কি হবে আমার?
আত্মহত্যা মঙ্গল এখন।

(পৃথ্বিরাজের ছিন্নমুণ্ড লইয়া ঘাতকের প্রবেশ।)

ঘাতক। জাঁহাপনা! সব শেষ! সব শেষ!
আদেশ তোমার দাস করেছে পালন;
এই লহ, মম ক্ষুদ্র মতে,
ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শির!
বীর তুমি, জাঁহাপনা!
কিন্তু বল দেখি ভেবে,
দানিলে কি এই বীরে বীরের মরণ?

পশুহত্যা কেহ নাহি করে এই মতে!
বাল্যকাল হ'তে মমতা না জানি,
রক্তস্রোত আনন্দ জাগায় প্রাণে মোর!
এই শানিত কুঠার,
লক্ষ লক্ষ শির পেড়েছে ভূতলে!
কিন্তু জাঁহাপনা!
এ হেন নির্ভীক মৃত্যু দেখিনি কখন!
একে একে হস্তপদ কাটিনু যখন,
উৎপাটন করিনু রসনা,
প্রশান্ত বদন তাঁর,
বিন্দুমাত্র বিকৃত না হলো,
উজ্জ্বল নয়নে নাহি পলক পড়িল!
জাঁহাপনা!
হেন দৃশ্য দেখেছ কি কভু?
পশুবৎ মৃত্যু হলো এ হেন বীরের!
তারপর, শির লয়ে তাঁর বালকের খেলা!
ছত্রে ছত্রে আজ্ঞা তব করেছি পালন;
নীচ আমি—বুদ্ধি নাই, বিদ্যা নাই,
নাহি আছে বীরত্ব গৌরব,
কিন্তু, শুন জাঁহাপনা!
আজ হতে এই বাহু
কলঙ্কিত না হইবে মানব শোণিতে!

[কুঠার পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

ঘোরী। বক্তিয়ার! সেনাপতি!
আজ হ'ল দরবার শেষ।

(প্রহরীর প্রবেশ।)

প্রহরী। উন্মাদিনী সম দুই কাফের রমণী
মাগিছে দর্শন তব,
নিবারণ না মানে কাহার।

ঘোরী। রমণী! কাফের রমণী!
ভাল লয়ে এস।

[প্রহরীর প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে সংযুক্তা ও যমুনার প্রবেশ।)

যমুনা। যবন সুলতান!
জান তুমি কে আমরা?
কেন বা এসেছি হেথা?

ঘোরী। কাফের রমণী বলি হয় অনুমান।
যেন, তোমা দুজনায় হেরেছি কোথায়,
বোধ হয় রণাঙ্গণে।

যমুনা। যাঁর তেজে থরথরি কেঁপেছে ভারত,
যাঁর কাছে বার বার হয়ে পরাভূত,
দন্তে তৃণ করিয়ে ধারণ,
প্রাণভিক্ষা একদিন মাগিয়া লয়েছ;
বীরধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি,

প্রবঞ্চনা করি যারে বন্দী করেছিলে ;
কাপুরুষ প্রায়,
পশু মত হত্যা তুমি করিলে যাঁহায়,
সেই বীরপত্নী দিল্লীশ্বরী সম্মুখে তোমার।

(জয়চাঁদ ব্যতীত সকলের আসন ত্যাগ)

ঘোরী। সৌভাগ্য আমার !
দিল্লীশ্বরী সমাগতা অধম শিবিরে।
প্রতিজ্ঞা আমার,
যে বাসনা মহারাণী করিবে প্রকাশ,
এখনি পুরাব তাহা।

যমুনা। রাখ ঘোরী, প্রতিজ্ঞা তোমার।
বহুবার দিল্লীশ্বর পাশে,
ক'রেছিলে প্রতিজ্ঞা নূতন ;
কিরূপে তা' করেছ পালন,
জিজ্ঞাসহ আপন আত্মারে।
ভিক্ষা আশে দিল্লীশ্বরী
আসে নাই যবন-সকাশে।

সংযুক্তা। যবন সুলতান !
জানিতে বাসনা তব,
কেন আমি এসেছি হেথায় ?
মিটাতে প্রাণের জ্বালা,
শেষ দেখা দেখিবারে পতিরে আমার !

কার মুণ্ড ওই পড়ি ভূমিতলে?
পতির আমার?

(মুণ্ড তুলিয়া)

হৃদয়-দেবতা!
লহ মোর শেষ এ চুম্বন!
কার তপ্ত রক্তে আজ সিক্তা বসুন্ধরা?
মেখে নে সংযুক্তা আজি, হৃদয় ভরিয়া

(সর্ব্বাঙ্গে রুধির লেপন।)

যমুনা। রে পামর! বিশ্বাসঘাতক!
লব প্রতিশোধ আজ।

(যমুনা ঘোরীকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যতা, ঘোরী, কুতব, বক্তিয়ার প্রভৃতির অসি নিষ্কাসন ও সংযুক্তার যমুনাকে ধারণ।)

সংযুক্তা। ক্ষান্ত হও, বোন!
করি এস ব্রত উদ্‌যাপন।

ঘোরী। বন্দী কর বাঘিনীরে কে আছ কোথায়?

সংযুক্তা। স্থির হও।
কলুষিত নাহি কর রমণীর দেহ।
কে ও? পিতা? জন্মদাতা?
ধন্যবাদ প্রদানি তোমায়!
কিছু নাহি বলিবার মোর!

ঘোরী। কাষ্ঠপুত্তলিকা প্রায় কি দেখ নীরবে?
বন্দী কর এ দুই নারীরে।

সংযুক্তা। হাঃ! হাঃ! হাঃ!
বন্দী! বন্দী তুমি করিবে মোদের?
দেখি কত শক্তি আছে যবনের!
পতি! প্রাণেশ্বর!

(যমুনা ও সংযুক্তা উভয়েরই অঙ্গুরী মধ্যস্থিত বিষপান।)

যবনিকা পতন।

